পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 256 Sunday, 17 August, 2025 ✻ ৩০ বর্ষ, ২৫৬ সংখ্যা ✻ ৩০ শ্রাবণ, ১৪৩২ রবিবার, ১৭ আগস্ট, ২০২৫ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

উৎসব হোক সবার–‘খেলা হবে দিবস’ও জন্মাষ্টমীতে মমতার বার্তা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ আগস্ট ঃ শনিবার সকাল থেকেই রাজ্যে উৎসবের আবহ। একদিকে জন্মাষ্টমী, অন্যদিকে ‘খেলা হবে দিবস’। এই দ্বিগুণ আনন্দের দিনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সকালে তিনি নিজের এক্স হ্যান্ডল থেকে পোস্ট করে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ভক্তদের অভিনন্দন জানান। সেই সঙ্গে বাংলার ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ ও ক্রীড়াবিদদেরও খেলা হবে দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, সকলকে জন্মাষ্টমীর আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদে সকলের জীবনে শান্তি, সৌহার্দ্য ও সুখ প্রতিষ্ঠিত হোক। একই সঙ্গে তিনি খেলা হবে দিবসের প্রসঙ্গ টেনে আনেন। তাঁর কথায়, আজ খেলা হবে দিবস। এই দিনে আমি বাংলার ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ ও প্রতিটি ক্রীড়াবিদকে অভিনন্দন জানাই। খেলাধুলার মধ্য দিয়েই সমাজে ইতিবাচক বার্তা ছড়িয়ে পড়ুক।রাজ্যে জন্মাষ্টমীকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরই বিশেষ অনুষ্ঠান পালিত হয়। শহর কলকাতা থেকে শুরু করে গ্রামাঞ্চল, সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণ ভক্তরা ভজন-সংকীর্তন, মন্দির সজ্জা, উপবাস ও পুজোর মধ্য দিয়ে এই দিনটিকে পালন করেন। ভোর থেকেই নানা জায়গায় মন্দিরে ভিড় জমেছে। সকাল থেকেই শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিতে অঞ্জলি দিতে দেখা গিয়েছে ভক্তদের। এমন দিনে মুখ্যমন্ত্রীর এই শুভেচ্ছা সাধারণ মানুষের মধ্যে উসবের আনন্দকে আরও উজ্জ্বল করেছে।অন্যদিকে, কয়েক বছর ধরেই ১৬ আগস্ট বাংলায় পালিত হচ্ছে ‘খেলা হবে দিবস’। রাজনৈতিক স্লোগান হিসেবে শুরু হলেও এখন তা এক উৎসবে পরিণত হয়েছে। খেলাধুলার মাধ্যমে যুব সমাজকে সক্রিয় করে তোলা এবং সুস্থ জীবনের বার্তা পৌঁছে দেওয়াই এই দিবস পালনের উদ্দেশ্য। মুখ্যমন্ত্রীও তাঁর বার্তায় সেই দিকেই ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, খেলা জীবনের অঙ্গ। খেলাধুলার মধ্য দিয়ে মানুষ সুস্থ থাকে, একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কও দৃঢ় হয়। তাই বাংলার প্রতিটি ক্রীড়াপ্রেমীকে অভিনন্দন।

রাজ্যের ক্রীড়ামহলেও মুখ্যমন্ত্রীর এই শুভেচ্ছা বার্তা যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে। প্রাক্তন ও বর্তমান খেলোয়াড়রা বলছেন, সরকারের পক্ষ থেকে খেলাধুলার প্রতি যে উৎসাহ দেখানো হচ্ছে, তা যুব সমাজকে খেলায় আগ্রহী করে তুলছে। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতা আয়োজনের মধ্য দিয়ে বহু নতুন প্রতিভা উঠে আসছে। খেলা হবে দিবস সেই প্রতিভাদের তুলে ধরারও এক বড় মঞ্চ হয়ে উঠছে।এদিন সকাল থেকেই একাধিক জায়গায় খেলা হবে দিবস উপলক্ষে ফুটবল ম্যাচ ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। স্কুল-কলেজেও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দিনটি পালন হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বার্তার পর অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উৎসাহ আরও বেড়েছে।রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবসময় উৎসব ও খেলাধুলার মাধ্যমে সমাজে ঐক্যের বার্তা দিতে চেয়েছেন। জন্মাষ্টমীর মতো ধর্মীয় উৎসব হোক কিংবা খেলা হবে দিবসের মতো সামাজিক উদযাপন-প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযুক্ত হতে চান। শনিবার সকালের বার্তাতেও তারই প্রতিফলন দেখা গিয়েছে।সামগ্রিকভাবে বলা যায়, শনিবার সকালে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বার্তা রাজ্যে এক দ্বিগুণ উৎসবের আবহ তৈরি করেছে। জন্মাষ্টমীর ভক্তি আর খেলা হবে দিবসের উচ্ছ্বাস মিলেমিশে গেছে একে অপরের সঙ্গে। ভক্তরা যেমন মন্দিরমুখী হয়েছেন, তেমনি ক্রীড়াপ্রেমীরা নেমেছেন মাঠে। উভয় ক্ষেত্রেই শান্তি, সৌহার্দ্য ও আনন্দের বার্তা ছড়িয়ে পড়ছে বাংলার সর্বত্র।

গুজরাট ফাইলস করার দম আছে?’ প্রশ্ন কুণালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ আগস্ট ঃ পরিচালক বিবেক রঞ্জন অগ্নিহোত্রীর আসন্ন সিনেমা ‘দ্য বেঙ্গল ফাইলস’ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে নতুন বিতর্কের সূচনা হয়েছে। স্বাধীনতা দিবসে কলকাতায় এই সিনেমার ট্রেলার মুক্তি অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে তা বাতিল হয়ে যায়। শনিবার অবশেষে এই অনুষ্ঠানের জন্য কলকাতা আসেন পরিচালক সহ বাকি শিল্পীরা। সেখানেই পরিকল্পনা করে এই অনুষ্ঠান ভেস্তে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ পরিচালকের। কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে এই অনুষ্ঠান বানচাল করার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনার পর তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রীর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন। তিনি প্রশ্ন তুলে বলেছেন, বিবেক অগ্নিহোত্রীর সাহস থাকলে গুজরাট ফাইলস করে দেখাক। গোধরা কাণ্ড, বিলকিস বানো কাণ্ড নিয়ে ছবি বানাক। সাহস থাকলে উত্তরপ্রদেশ ফাইলস করুন। কুণালের অভিযোগ, বিবেক তাঁর সিনেমার মাধ্যমে রাজনৈতিক বিভাজন সৃষ্টি করছেন। এই ঘটনায় কলকাতার রাজনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্ক ছড়িয়েছে। দ্য বেঙ্গল ফাইলস সিনেমার ট্রেলার মুক্তি অনুষ্ঠান কলকাতার একটি প্রথাগত থিয়েটার চেইনে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ১৪ আগস্ট, অনুষ্ঠানের একদিন আগে, থিয়েটার কর্তৃপক্ষ এটি বাতিল করে দেয়। বিবেক অগ্নিহোত্রী, যিনি বর্তমানে আমেরিকায় সিনেমার প্রচারে ব্যস্ত, এক্স প্ল্যাটফর্মে একটি ভিডিও বার্তায় দাবি করেছেন যে, রাজনৈতিক চাপের কারণে এই অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা সমস্ত অনুমতি নিয়েছিলাম, আমাদের দল কলকাতায় প্রস্তুত ছিল, কিন্তু হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত। কে আমাদের কণ্ঠস্বর দমন করতে চায়? তিনি আরও জানান, অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত জিনিসপত্রের ক্ষতি করার অভিযোগও উঠেছে, যা তিনি তৃণমূলের দিকে ইঙ্গিত করে উল্লেখ করেছেন। তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বিবেক অগ্নিহোত্রীর বিরুদ্ধে সরব হয়ে বলেছেন, বিবেক অগ্নিহোত্রী যদি সত্যিই সত্য উন্মোচন করতে চান, তবে তাঁর গুজরাট ফাইলস বানানো উচিত। গোধরা কাণ্ড, বিলকিস বানোর ঘটনা নিয়ে ছবি বানান। সাহস থাকলে উত্তরপ্রদেশ ফাইলস করুন। তিনি অভিযোগ করেছেন যে, বিবেকের সিনেমাগুলো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং এগুলোর মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টির চেষ্টা করা হচ্ছে। কুণালের এই মন্তব্য ‘দ্য বেঙ্গল ফাইলস’ নিয়ে বিতর্ককে আরও উসকে দিয়েছে। তিনি দাবি করেছেন, বিবেকের সিনেমা পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক সম্প্রীতি নষ্ট করতে পারে, বিশেষ করে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে। দ্য বেঙ্গল ফাইলস এবং রাজনৈতিক বিতর্কন্দ্য বেঙ্গল ফাইলস বিবেক অগ্নিহোত্রীর ‘দ্য ট্রিলজি’র তৃতীয় কিস্তি, যার আগের দুটি ছিল দ্য কাশ্মীর ফাইলস এবং দ্য তাশকেন্ট ফাইলস।এই সিনেমাটি ১৯৪৬ সালের ডিরেক্ট অ্যাকশন ডে, কলকাতা হত্যাকাণ্ড এবং নোয়াখালি দাঙ্গার মতো ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোর উপর আলোকপাত করবে। তৃণমূল অভিযোগ করেছে যে, সিনেমাটির ট্রেলারে মা কালীর মূর্তি পোড়ানোর একটি দৃশ্য রয়েছে, যা বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি অপমানজনক। এই দৃশ্য নিয়ে তৃণমূলের সদস্যরা মুর্শিদাবাদ সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে একাধিক এফআইআর দায়ের করেছে। তবে, কলকাতা হাইকোর্ট এই এফআইআরগুলির উপর ২৬ আগস্ট পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ জারি করেছে।বিবেক অগ্নিহোত্রীর প্রতিক্রিয়া বিবেক অগ্নিহোত্রী এক্স প্ল্যাটফর্মে দাবি করেছেন যে, তৃণমূল সরকার তাঁর কণ্ঠস্বর দমন করার চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, আমি নীরব হব না।

নয়া জিএসটি সংস্কারে স্বস্তি পাবে আমজনতা!

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট ঃ স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে জিএসটি নিয়ে বড় ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।তিনি জানিয়েছেন, আমরা নেক্সট জেনারেশন জিএসটি সংস্কার আনছি, যা দেশের সর্বত্র করের বোঝা কমাবে। এ বছরের দীপাবলিতে আমি আপনাদের জন্য ডবল দীপাবলি নিয়ে আসব। এই ঘোষণার পরে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ১২ শতাংশ করের স্তরে থাকা বহু পণ্যের উপর কর কমিয়ে পাঁচ শতাংশ করা হবে। একইভাবে যেসব পণ্যের উপরে ২৮ শতাংশ কর ছিল তা নামিয়ে ১৮ শতাংশ করা হবে। তবে ‘পাপ পণ্য’, যেমন সিগারেট, বিয়ার এবং অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্যের উপর আলাদা ৪০ শতাংশ কর চাপানো হবে। কর কমার সুফল সাধারণ মানুষ পাবেন। পণ্যের উপর কর কমায় তাঁদের খরচ কমবে। এমনটাই মনে করা হচ্ছে। সেই সঙ্গেই মনে করা হচ্ছে, এর ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আরও সস্তা হবে। কোন কোন জিনিসের দাম কমতে পারে? ধারণা করা হচ্ছে, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী থেকে শুরু করে ওষুধ, টেলিভিশন, ওয়াশিং মেশিনের মতো অনেক পণ্যের দামই কমবে। কৃষিযন্ত্র, সাইকেল, এমনকী বিমা পরিষেবা ও শিক্ষা পরিষেবাও সস্তা হতে পারে। এতে আমজনতা স্বস্তি পাবে। পণ্যের দাম কমায় মানুষের খরচ করার ক্ষমতা বাড়লে তা আসলে দেশের অর্থনীতিতে জোয়ার আনবে, এমনটাই মত অনেকের।জানা গিয়েছে জিএসটি কাঠামোতে থাকবে তিনটি স্ল্যাব। এগুলি হল পাঁচ শতাংশ, ১৮ শতাংশ এবং ৪০ শতাংশ। বর্তমানে ১২ শতাংশ করের স্ল্যাবে থাকা ৯৯ শতাংশ পণ্য পাঁচ শতাংশ করের স্ল্যাবে আসবে। একইভাবে ২৮ শতাংশ করের স্ল্যাবে থাকা ৯৯ শতাংশ পণ্য চলে আসবে ১৮ শতাংশের স্ল্যাবে। যে পণ্যগুলির উপর এখন ১২ শতাংশ কর রয়েছে তাতে জিএসটি কমে হবে পাঁচ শতাংশ। এই পণ্যগুলির মধ্যে রয়েছে কনডেন্সড মিল্ক, শুকনো ফল, নোনতা খাবার, কার্পেট, ছাতা, সাইকেল, বাসনপত্র, জুট বা কাপড়ের ব্যাগ এবং ১০০০ টাকার কম দামের জুতোর মতো বিভিন্ন পণ্য। জিএসটি র‍্যাশনালাইজেশন নিয়ে মন্ত্রীদের একটি গোষ্ঠী তৈরি করা হয়েছে। কেন্দ্র ইতিমধ্যেই প্রস্তাবটি সেখানে পাঠিয়েছে। এই গোষ্ঠী জিএসটি কাউন্সিলের কাছে তাদের সুপারিশ পাঠাবে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের নেতৃত্বাধীন এই কাউন্সিলে সব রাজ্যের অর্থমন্ত্রী থাকেন। কাউন্সিল চাইলে প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারে, সংশোধন করতে পারে বা বাতিলও করতে পারে।

রুশ-ইউক্রেন সংঘাতের অবসান চায় ভারতও

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট ঃ শনিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের দীর্ঘ বৈঠক শেষেও রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের জট কাটেনি। যদিও দুই রাষ্ট্রনেতার আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলনকে স্বাগত জানাল ভারত। দিল্লির বিবৃতি, শান্তিপ্রক্রিয়ার জন্য তাঁদের (ট্রাম্প ও পুতিন) নেতৃত্ব অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আলাস্কায় ট্রাম্প ও পুতিনের বৈঠক নিয়ে বিবৃতি দিয়েছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। সেখানে বলা হয়েছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে আলাস্কায় অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনকে ভারত স্বাগত জানিয়েছে। শান্তির লক্ষ্যে তাঁদের নেতৃত্ব অত্যন্ত প্রশংসনীয। রুশ-ইউক্রেন সংঘাত সমাধানে কূটনৈতিক গুরুত্বের উপরও জোর দিয়েছে নয়াদিল্লি। বলা হয়েছে, শীর্ষ সম্মেলনে (শান্তি প্রক্রিয়ার) অগ্রগতির প্রশংসা করে ভারত। কেবল আলোচনা এবং কূটনীতির মাধ্যমেই সমাধানের পথ তৈরি হতে পারে। ইউক্রেনের সংঘাতের দ্রুত অবসান দেখতে চায় বিশ্ব।প্রসঙ্গত, শনিবারের বৈঠক শেষে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছেন, আলোচনা ‘ ফলপ্রসূ’ হয়েছে। বৈঠকশেষে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে ট্রাম্প বলেন, বহু বিষয়েই আমরা একমত হয়েছি। তবে সবচেয়ে বেশি যে দুই বিষয়ে আমরা নজর রেখেছিলাম, তার সমাধান মেলেনি। এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করতে আগামী সোমবারই ওয়াশিংটন যাচ্ছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। এবার কি বাস্তবেই রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান হবে? প্রশ্ন সেখানেই।

সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে বেনজির সংঘাতে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট ঃ বিচারবিভাগের সঙ্গে প্রশাসনের দুরত্ব কি আরও বাড়ছে? রাজ্যপাল এবং রাষ্ট্রপতিদের বিল পাশ করানোর সময়সীমা বেঁধে দেওয়া নিয়ে বিচারবিভাগকে ফের কাঠগড়ায় তুলল কেন্দ্র। নরেন্দ্র মোদি সরকারের দাবি, এভাবে ভারতের রাষ্ট্রপতি বা বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপালদের বিল নিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করতে পারে না বিচারবিভাগ। তাতে সাংবিধানিক সংকট তৈরি হবে।

মাস কয়েক আগেই সুপ্রিম কোর্টের দুই সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চ রায় দেয়, আইনসভায় পাশ করা কোনও বিল রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতি কেউই অনির্দিষ্টকালের জন্য আটকে রাখতে পারেন না। ওই বিল নিয়ে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাদের। সমস্যা হল, এমনিতে সুপ্রিম কোর্ট রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতিকে এভাবে ‘ দিতে পারে না। কিন্তু সংবিধানের ১৪২ নম্বর অনুচ্ছেদ

অনুযায়ী, শীর্ষ আদালত ‘ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে’ আইনের ঊর্ধ্বে গিয়ে বিশেষ রায় দিতেই পারে। এ ক্ষেত্রেও তেমনটাই করেছে সুপ্রিম কোর্ট। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই শাসক শিবিরের বহু নেতা বিচারবিভাগকে তোপ দেগেছেন। এবার লিখিতভাবে এই রায় নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আপত্তি জানাল কেন্দ্র। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতা লিখিত হলফনামায় দাবি করলেন, সংবিধানের ১৪২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ‘ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে’ আইনের ঊর্ধ্বে গিয়ে বিশেষ রায় দিতেই পারে সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু ওই বিশেষ অনুচ্ছেদেও সংবিধান বদলানো যায় না। বা সংবিধান প্রণেতাদের উদ্দেশ্যকে ভুল প্রমাণ করা যায় না।কেন্দ্রের সাফ বক্তব্য, রাজ্যপাল এবং রাষ্ট্রপতির দপ্তর রাজনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পন্ন। গণতান্ত্রিক প্রশাসনের থেকেও উৎকৃষ্ট আদর্শে বিশ্বাসী। তাই রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের দপ্তরে যদি কোনও ত্রুটি থেকেও থাকে তাহলে সেটা ঠিক করতে হবে রাজনৈতিক ভাবে। অকারণ বিচারবিভাগের হস্তক্ষেপে সাংবিধানিক সংকট তৈরি হবে।

উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগে শক্তি প্রদর্শন বিজেপির

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট ঃ জয় নিশ্চিত! তবু উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রস্তুতিতে কোনওরকম খামতি রাখতে নারাজ বিজেপি। জগদীপ ধনকড়ের ছেড়ে যাওয়া আসনে ভোটের আগে আগামী সপ্তাহে ফের শক্তিপ্রদর্শন করতে চলেছে গেরুয়া শিবির। আগামী সপ্তাহেই এনডিএ সাংসদদের মেগা বৈঠক ডাকা হয়েছে দিল্লিতে। তাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-সহ এনডিএ শিবিরের সব শীর্ষ নেতা উপস্থিত থাকতে পারেন। সেখানেই প্রার্থীর নাম জানানো হতে পারে। আগামী সপ্তাহের শুরুতেই সংসদের বাদল অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হবে। মঙ্গলবার অধিবেশন চলাকালীনই এনডিএ ভুক্ত সব দলের সাংসদদের বৈঠক ডেকেছে বিজেপি। এমনিতে এটি রুটিন বৈঠক। কিন্তু ওই বৈঠকে এনডিএ শিবিরের শীর্ষ নেতাদেরও ঢাকা হয়েছে। পাশাপাশি সব সাংসদকে উপস্থিত থাকার জন্য একপ্রকার হুইপ জারি করা হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, ওই বৈঠককে এনডিএ শিবির শক্তিপ্রদর্শনের মঞ্চ হিসাবে দেখাতে চাইছে। আবার প্রার্থীর নামও সেদিনই ঘোষণা করা হতে পারে। উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করতে ইতিমধ্যেই দু-দুবার প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বৈঠকে বসেছে এনডিএ। গত বৈঠকেই প্রার্থী বাছাই নিয়ে শরিক নেতৃত্বকে আশ্বস্ত করে প্রধানমন্ত্রী জানান, সকলের সঙ্গে আলোচনা করেই প্রার্থী বাছাই করা হবে। এদিন শরিক নেতৃত্ব সেই প্রধানমন্ত্রী ও নাড্ডার ওপর প্রার্থী বাছাইয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু জানান, এনডিএ-র সকল শরিক একমত হয়ে প্রার্থী বাছাইয়ের সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রী ও জেপি নাড্ডার উপর ছেড়ে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, সবার মত নিয়েই প্রার্থী নির্বাচন হবে।

দু’দশক বাদে একজোট হয়ে ভোট ময়দানে ঠাকরে পরিবার

মুম্বাই, ১৬ আগস্ট ঃ জল্পনাই সত্যি হয়ে গেল। অবশেষে হাতে হাত রেখে ভোটের লড়াইতে চলেছেন উদ্ধব ও রাজ ঠাকরে। অক্টোবরে বৃহন্মুম্বই পুরনিগমের নির্বাচনে তাঁরা একসঙ্গে লড়বেন বলে নিশ্চিত করেছেন শিব সেনা উদ্ধব গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা তথা সাংসদ সঞ্জয় রাউত।

শুক্রবার সঞ্জয় রাউত জানিয়েছেন,মুম্বই পুরনিগমের আগামী নির্বাচনে উদ্ধব ঠাকরে ও রাজ ঠাকরে একসঙ্গে লড়বেন এবং তাঁরা অবশ্যই জয়ী হবেন। দুই ভাইয়ের যৌথ ক্ষমতা ও মারাঠি জনগণের ঐক্যই এই জয়ের মূল চাবিকাঠি হতে চলেছে। দীর্ঘ ২০ বছর পর সম্প্রতি কাছাকাছি এসেছে দুই ঠাকরে পরিবার। আসলে রাজনৈতিক কারণেই হাত মিলিয়েছেন দুই তুতোভাই। কারণ, সদ্যই মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবি হয়েছে দু’দলের। উদ্ধব কোনওরকমে মুম্বই এলাকায় নিজের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রেখেছেন। আর রাজ ঠাকরে নিজের ছেলেকেও জেতাতে পারেননি। দুই দলই এখন অস্তিত্বের সংকটে। সে কারণেই বিএমসির ভোটে দুই ভাইয়ের একসঙ্গে লড়ার সিদ্ধান্ত বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

এবছর পুরভোটে যে দুই খুড়তুতো ভাই একসঙ্গে লড়বেন এমন অনুমানও আগেই মিলেছিল। গত মাসেই ফড়ণবিস সরকার হিন্দিকে মহারাষ্ট্রের তৃতীয় সরকারি ভাষা ঘোষণা করেন। এই ত্রিভাষা নীতির তীব্র বিরোধিতা করেন উদ্ধব-রাজ ঠাকরেরা। রাস্তায় নামে শিবসেনার উদ্ধব গোষ্ঠী ও মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা। ওরলিতে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ মঞ্চে একসঙ্গে দেখাও গিয়েছিল দুই দলের প্রধান উদ্ধব ঠাকরে ও রাজ ঠাকরেকে। একযোগে তাঁরা রাজ্যের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। ভাই রাজ ঠাকরেরও পাশে থাকার বার্তাও দেন দাদা উদ্ধব। ঠাকরে পরিবার একত্রিত হওয়ায় অন্তত মুম্বই এলাকায় বিজেপি যে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে চলেছে, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কেন্দ্রের স্বাধীনতা দিবসের পোস্টার নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট ঃ মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, ভগ সিংয়ের মাথার উপরে বিনায়ক দামোদর সাভারকর! স্বাধীনতা দিবসে এমনই পোস্টার শেয়ার করেছে পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক। যাকে কেন্দ্র করে বিতর্ক তুঙ্গে। বিরোধীরা মোদি সরকারকে কাঠগড়ায় তুলছে এই পোস্টার নিয়ে। তাদের দাবি, এমন একজনকে মহিমান্বিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে যিনি একসময় ‘ পিতা’র হত্যাকাণ্ডের এক অভিযুক্ত ছিলেন! প্রশ্ন উঠেছে, নিজেকে মুচলেকায় ‘ সরকারের অনুগত ভৃত্য’ বলা সাভারকর কী করে সুভাষ-ভগতের সঙ্গে একাসনে বসতে পারেন?
কংগ্রেসের জাতীয় সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল এক্স হ্যান্ডলে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন এহেন পোস্টারের। তাঁর কটাক্ষ ‘ কাছে ক্ষমাপত্র জমা সাভারকরের মতো মানুষকে গান্ধীজির উপরে রাখা হচ্ছে- সেই অপরিহার্য মহাত্মা যিনি স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলে আমাদের’। পাশাপাশি তিনি প্রশ্ন তোলেন, সাভারকরকে পোস্টারে রেখে জওহরলাল নেহরু ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মতো ব্যক্তিত্বকে জায়গা দেওয়া হয়নি কেন। তিনি আরও লেখেন, ‘ স্বাধীনতা দিবসে মোদির নেতৃত্বে বিজেপি ইতিহাস বিকৃতির পক্ষে একটি করে পয়েন্ট তুলে ধরে। নায়কদের সরিয়ে বিশ্বাসঘাতকদের প্রাধান্য দেয়। অবশ্য যাদের পূর্বপুরুষরা ব্রিটিশদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে বিভাজনের বীজ পুঁতেছিল এবং যাদের ছড়ানো ঘৃণা আজও আতঙ্কিত করে তাদের কাছে আর কী আশা করা যায়?’ প্রসঙ্গত, এর আগেও বারবার সাভারকর ইস্যুতে বিজেপির অবস্থান ঘিরে বিতর্ক তুঙ্গে উঠেছে। মুচলেকা দিয়ে সাভারকরের আঃদামানের সেলুলার জেল থেকে চলে আসার বিতর্ক দূরে সরিয়ে রাখলেও তাঁর ‘ হিন্দুত্ব’-র জনক পরিচিতি কখনও অস্বীকার করা যায় না। তিনি যে বিজেপি-আরএসএসের তাত্ত্বিক গুরু, তা নিয়েও বিতর্কের অবকাশ নেই। বারবার তাঁকে প্রাধান্য দিয়ে হিন্দুত্ব আবেগকে চাগিয়ে দেওয়াই উদ্দেশ্য, এমনটাই মনে করে ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ। এবার ফের নতুন করে বিতর্ক ঘনাল স্বাধীনতা দিবসের পোস্টার ঘিরে।

হড়পা বানে মৃত্যুমিছিল পাকিস্তানে

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট ঃ প্রবল বৃষ্টি ও ভয়াবহ হড়পা বানে পাকিস্তানে মৃত্যুমিছিল। খাইবার পাখতুনখোয়ায় হড়পা বানের জেরে এখনও পর্যন্ত ৩০০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। ঘটনার পর এখনও নিখোঁজ অসংখ্য মানুষ। জোরকদমে উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। প্রশাসনের তরফে জানা গিয়েছে, মুষলধার বৃষ্টির জেরে গত শুক্রবার খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের বহু জেলায় হড়পা বান দেখা দেয়। এই ঘটনার জেরে মৃত্যু হয় ২০০ জনের। নিখোঁজ ছিলেন আরও বহু মানুষ। শনিবার প্রশাসনের তরফে জানা গিয়েছে। নিখোঁজদের মধ্যে আরও ১০৭ জনের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। যার জেরে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০৭। ওই অঞ্চলের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের মুখপাত্র ফৈজি জানান, বাজাউর, বুনের, সোয়াত, মানেহরা, শাংলা, তোরঘর, বাটাগ্রাম জেলায় ভয়াবহ বৃষ্টি হয়েছে।যে ৩০৭ জনের মৃত্যু হয়েছে তার মধ্যে বুনারে মৃত্যু হয়েছে ১৮৪ জনের। শাংরায় ৩৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, মানেহরায় ২৩, সোয়াত ২২, বাজাউর ২১, বাটাগ্রাম ১৫।

আলাস্কায় পুতিন-ট্রাম্প বৈঠক, মস্কোয় আমন্ত্রণ মার্কিন প্রেসিডেন্টকে

আলাস্কা, ১৬ আগস্ট ঃ রাশিয়ার প্রেসিডেঃট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে আলাস্কায় প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে বৈঠক করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বৈঠকে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের বিষয়ে কোনও সমাধান সূত্র বেরোয়নি। তবে দুই রাষ্ট্রনেতারই দাবি, বৈঠক ফলপ্রসূ হয়েছে। ট্রাম্প বলেছেন, বাকিটা ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির উপর নির্ভর করছে। তাঁকেই পরবর্তী পদক্ষেপ করতে হবে। আলাস্কায় বৈঠকের পর মার্কিন প্রেসিডেন্টকে মস্কোয় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, কয়েক বছর ধরে খুব ভালো, উপাদনশীল বৈঠক হয়েছে এবং আমরা ভবিষ্যতেও এমনটা আশা রাখছি। আসুন এখনই সবচেয়ে উপাদনশীল বৈঠকটি করি। আমরা সপ্তাহে ৫,০০০, ৬,০০০, ৭,০০০, হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা থেকে বিরত রাখতে যাচ্ছি এবং রাষ্ট্রপতি পুতিন আমার মতোই তা দেখতে চান। রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন বলেন পরের বার বৈঠক হবে মস্কোতে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর একটি যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করেন। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তখন বলেছেন, আমাদের আলোচনা পারস্পরিক শ্রদ্ধার গঠনমূলক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের মধ্যে খুব পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হয়েছে যা বেশ কার্যকর ছিল। মার্কিন

প্রেসিডেনন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, আমি বলব, আমাদের একটি খুব ফলপ্রসূ বৈঠক হয়েছে। অনেক, অনেক বিষয়ে আমরা একমত হয়েছি, যার বেশিরভাগই, আমি বলব। কয়েকটি বড় বিষয় যা আমরা এখনও পুরোপুরিভাবে অর্জন করতে পারিনি, তবে আমরা কিছুটা অগ্রগতি করেছি। তাই চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনও চুক্তি নেই। আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই ন্যাটোতে ফোন করব। আমি রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কিকে ফোন করব এবং আজকের বৈঠক সম্পর্কে তাকে বলব। এটি শেষ পর্যন্ত তাদের উপর নির্ভর করে।বিশ্বজুড়ে ট্রাম্পের শুল্ক-বাণ নিয়ে যে পরিস্থিতি, তাতে যুযুধান দু’পক্ষ ট্রাম্প-পুতিনের এই বৈঠক যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তা নিয়ে সংশয়ের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। বৈঠক থেকে বহু দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা সমাধানের আশা ছিল আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ মহলের। তার মধ্যে প্রধান অবশ্যই রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধে স্থায়ীভাবে ছেদ টানা। আলাস্কার বৈঠকে যোগ দেওয়ার আগে ট্রাম্প বললেন, যুদ্ধ থামা নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত না হলে মোটেই আমার ভালো লাগবে না। আমি চাই, আজই ওরা সংঘর্ষবিরতি ঘোষণা করুক।

কিন্তু শেষপর্যন্ত তা হয়নি। আশ্চর্যজনকভাবে আলাস্কার এই বৈঠকে আমন্ত্রিতই ছিলেন না ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। তা নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন যথেষ্ট আপত্তি তুলেছে। বিবদমান দু’দেশের মধ্যে যখন যুদ্ধবিরতি নিয়েই আলোচনা, তখন একপক্ষকে অন্ধকারে রেখে কীসের সিদ্ধান্ত হবে? এই প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে।

বাংলাদেশে কোচিং সেন্টারের আড়ালে জঙ্গিঘাঁটি? উদ্ধার অস্ত্র-বিস্ফোরক!

ঢাকা, ১৬ আগস্ট ঃ আগামী বছর ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন ঘোষণা করেছেন অন্তরবর্তী সরকারের উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস। এই প্রস্তাবকে স্বাগত জনিয়েছে পদ্মাপাড়ের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল বিএনপি। যদিও সংস্কারের দোহাই দিয়ে নির্বাচন পিছনোর দাবি জানিয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের জাতীয় নাগরিক পার্টি। এই আবহে শনিবার ভোরে রাজশাহী শহরের একটি কোচিং সেন্টারে অভিযান চালিয়ে অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার করল বাংলাদেশ সেনা, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব) এবং পুলিশের যৌথ বাহিনী। ওই কোচিং সেন্টারের এক কর্তাকে (যিনি শিক্ষকও) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাংলাদেশের একাধিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজশাহী শহরের কাদিরগঞ্জ এলাকার কোচিং সেন্টারটির নাম ‘ডক্টরস ইংলিশ’। গ্রেপ্তার করা হয়েছে সংস্থার অন্যতম কর্তা এবং ইংরেজি বিভাগের পরিচালক বছর পয়ত্রিশের মুনতাসিরউল আলম অনিন্দ্যকে। উল্লেখ্য, ২০১৭ সালের জুন মাসে ঢাকার হোলি আর্টিজান বেকারিতে সন্ত্রাসবাদী হামলায় নিহত হয়েছিলেন এক ভারতীয়-সহ ২২ জন। ওই ঘটনার পরে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল মুনতাসিরউলকে। এছাড়াও মৌলবাদীদের হামলায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তমনা শিক্ষক এফএম রেজাউল করিম সিদ্দিকির খুনের ঘটনাতেও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন মুনতাসিরউল।

পুলিশ জানিয়েছে, ‘ডক্টরস ইংলিশ’ চেম্বার চলত মুনতাসিরউলের বাবা শফিউল আলমের (লাট্টু) বাড়িতে। লাট্টু রাজশাহী মহানগর বিএনপির প্রাক্তন সহসভাপতি। তিনি রাজশাহী শহরের প্রাক্তন মেয়র এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটনের তুতো দাদা। রাজশাহী মহানগর পুলিশের মুখপাত্র গাজীউর রহমান বলেন, সেনাবাহিনী ব্রিফিং করলে সাংবাদিকেরা ওই বিষয়ে তথ্য জানতে পারবেন। থানায় মামলা হওয়ার পর আমরা এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারব।

শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধান দিবসে শ্রদ্ধা সুকান্ত মজুমদারের

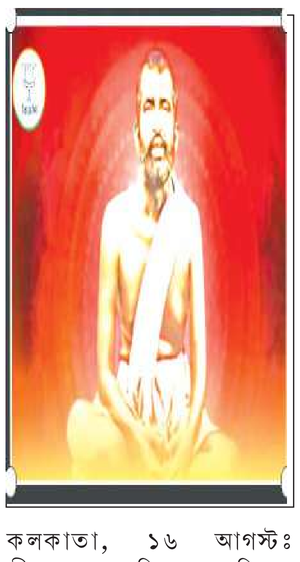

কলকাতা, ১৬ আগস্টঃ শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধান দিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা রাজ্য বিজেপি-র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।শনিবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্ব ধর্ম স্বরূপিণে।অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ।প্রেমের অবতার, করুণার সাগর, ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের তিরোধান দিবসে নিবেদন করি আমার অন্তহীন শ্রদ্ধা ও কোটি কোটি প্রণাম।তাঁর অমৃত বাণী এবং আধ্যাত্মিক আদর্শের অনন্ত আলোকধারা আমাদের অন্ধকার জীবনে জাগিয়ে তুলুক প্রেম, ভক্তি আর সত্যের শাশ্বত প্রদীপ।

অধিবেশন প্রস্তুতিঃ বিধানসভার অধ্যক্ষের সঙ্গে সৌজন্যে সাক্ষা উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর

দেহরাদূন, ১৬ আগস্ট ঃ উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি শনিবার বিধানসভার অধ্যক্ষ ঋতু খন্ডুড়ী ভূষণের সঙ্গে দেহরাদূনের তাঁর সরকারি বাসভবনে সৌজন্যে সাক্ষাৎ করেন। জানা গেছে , এদিনের বৈঠকে আগামী ১৯ আগস্ট থেকে শুরু হতে চলা বর্ষাকালীন অধিবেশনের প্রস্তুতি নিয়ে.বিস্তারিত আলোচনা করা হয় ।সৌজন্যে সাক্ষাৎ- চলাকালীন মন্ত্রিসভার সদস্য সুবোধ উনিয়ালও উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, এবারের অধিবেশন গ্রীষ্মকালীন রাজধানী গ্যারসেনের ভরাড়িসেন-এ অনুষ্ঠিত হবে।

ঝাড়খণ্ডের মন্ত্রী রামদাস সোরেন প্রয়াত, এক-দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা

রাঁচি, ১৬ আগস্ট ঃপ্রয়াত হয়েছেন ঝাড়খণ্ডের শিক্ষা মন্ত্রী রামদাস সোরেন। শুক্রবার রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার জাতীয় মুখপাত্র কুণাল সারাঙ্গি বলেছেন, দিল্লির একটি হাসপাতালে রামদাস সোরেনের চিকিৎসা চলছিল। গত ২ আগস্ট দিল্লির হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। রামদাস সোরেনের শারীরিক অবস্থা সঙ্কটজনক ছিল, তাঁকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়।শনিবার প্রয়াত মন্ত্রীর মরদেহ ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে নিয়ে আসা হয়। বিধানসভায় নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর দেহ। রামদাস সোরেনের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। ঝাড়খণ্ডে একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে।

মাদকের বিরুদ্ধে অভিভাবক ও ক্লাবগুলিকে এগিয়ে আসার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহার

আগরতলা, ১৬ আগস্ট ঃ ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রাজধানী আগরতলায় এ ডি নগরস্থিত অরবিন্দ সংঘ ১ থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে শনিবার ক্লাব প্রাঙ্গনে এক শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই এক শিবিরের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়িকা মিনারানী সরকার, স্থানীয় কর্পোরেটর সহ ক্লাবের সদস্যরা। শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একটি গাছ বছরে ২৬০ পাউন্ড অক্সিজেন নির্গত করে এবং ৪৮ থেকে ৫০ পাউন্ড কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করতে পারে। এই সমস্ত বিষয়গুলি মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, গাছ আমরা আগেও লাগাতাম। কিন্তু নিজের মাকে সম্মান জানিয়ে মায়ের নামে বৃক্ষরোপণ করার প্রধানমন্ত্রীর এই স্লোগান বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিকে আরও অনুপ্রাণিত করেছে।এই শিবির প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এর চেয়ে বড় কোন দান হতে পারে না।অন্ন, বস্ত্র এগুলি আমরা বাজার থেকে কিনে এনে দান করতে পারি। কিন্তু রক্ত বাজার থেকে কিনে দান করা যায় না। ভগবানের এমনই আজব সৃষ্টি যে রক্ত মানুষের দেহ থেকেই দান করতে হয়।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমান সময়ে ড্রাগস নিয়ে বিশেষ সমস্যা হচ্ছে।নেশা করলে শরীরে যে একটা প্রাথমিক স্বাচ্ছন্দ বোধ বা ইফোরিয়া অভাব হয় তা এখন ছেলেমেয়েদের মধ্যে চলে এসেছে। সরকার ড্রাগস মাফিয়াদের বিরুদ্ধে কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে। পুলিশকে বলা হয়েছে এই বিষয়ে জিরো টলারেন্স নীতি প্রণয়ন করতে। এর সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান,গত বছর থেকে এ বছর মাদক দ্রব্য ধ্বংসের কাজ ১৩২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। মাদকদ্রব্য আটক ১০৩ থেকে ১০৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে এলাকার অভিভাবক এবং ক্লাবগুলিকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, ৩০ বছর ধরে বামফ্রন্ট নেতৃত্বাধীন সরকার এবং মাঝে পাঁচ বছর কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার যে কাজ করে গেছে, রাজ্য থেকে তার প্রভাব এখনও মুক্ত হয়ে যায়নি। তাই বিষয়টি সময় সাপেক্ষ বলে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার সু ন্দর একটা রাজ্য তৈরি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

কিশতওয়ারে মেঘভাঙা বিপর্যয়ঃধ্বংসস্তূপের মাঝে দৌড়ে চলছে উদ্ধারকাজ

জম্মুও কাশ্মীরঃজম্মু ও কাশ্মীরের দুর্গম পাহাড়ি জেলা কিশতওয়ারে ভয়াবহ বিপর্যয়ের পর দিন কাটছে আতঙ্কে। লাগাতার বৃষ্টি, তার সঙ্গে হঠা মেঘভাঙা বৃষ্টি-সব মিলিয়ে ভয়ংকর হ।পা বান ভাসিয়ে দিয়েছে কিশতওয়ারের চাসোটি গ্রাম। মুহূর্তের মধ্যে কয়েকটি বাড়ি ভেসে গেছে নদীর স্রোতে, ভেঙে প।ছে সেতু, কেটে গেছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। গ্রামের পর গ্রাম কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে প।ছে বাইরের দুনিয়া থেকে। একদিকে ধ্বংসস্তূপ, অন্যদিকে কান্নায় ভেঙে পড়া মানুষজন-সেই ছবিই এখন কিশতওয়ারের প্রতিটি কোণে।হঠাৎ বৃষ্টির তাণ্ডবে রাতারাতি বদলে গেছে চাসোটি গ্রামের মানচিত্র। পাহাড়ি ঢালে জমে থাকা জল নেমে এসেছে ভয়ংকর গর্জনে, সঙ্গে এনেছে কাদা, পাথর আর গাছ। নদীর ধার ঘেঁষে যাঁরা বসবাস করছিলেন, তাঁদের ঘরবাড়ি চোখের পলকে গিলে নিয়েছে সেই প্রবল স্রোত। গ্রামের মানুষদের দাবি, কয়েক মিনিটের মধ্যে সব শেষ হয়ে যায়। যাঁরা প্রাণ হাতে করে পালাতে পেরেছেন, তাঁরাই আজ ভাগ্যবান। বাকি মানুষজন হয়তো ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছেন অথবা বানের জলে ভেসে গিয়েছেন।এই ভয়ংকর পরিস্থিতিতেই এক মুহূর্ত দেরি না করে উদ্ধারকাজে নামে সেনাবাহিনী, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, পুলিশ এবং স্থানীয় প্রশাসন। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। ধ্বংসস্তূপ খুঁড়ে নিখোঁজদের খোঁজ চলছে। পাহাড়ি এলাকায় রাস্তা ভেঙে প।য় বহু জায়গায় পৌঁছানোই কঠিন হয়ে পড়েছে। তবুও উদ্ধারকর্মীরা দড়ি বেঁধে, পাথর কেটে, জীবন বাজি রেখে এগিয়ে যাচ্ছেন। প্রত্যেকটা মিনিট যেন মূল্যবান হয়ে উঠেছে, কারণ পরিবারের সদস্যরা আতঙ্কে অপেক্ষা করছেন-প্রিয়জনদের খোঁজ মেলে কি না।এই ভয়ংকর বিপর্যয়ের খবর পেয়ে শনিবার সকালেই চাসোটি গ্রামে পৌঁছে যান জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ। তিনি পরিস্থিতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দেখে স্তব্ধ হয়ে যান তিনি। প্রশাসনিক আধিকারিক, সেনা ও উদ্ধারকারী বাহিনীর সঙ্গে কথা বলেন, উদ্ধারকাজের গতি বা।াতে নির্দেশ দেন। গ্রামবাসীদের সঙ্গেও কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। আশ্বাস দেন, সরকার সমস্ত রকম সাহায্য করবে, যাঁরা ঘর হারিয়েছেন তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। মৃতদের পরিবারকে দেওয়া হবে ক্ষতিপূরণ, আহতদের চিকিসার সমস্ত খরচ বহন করবে সরকার।চাসোটি গ্রামে মুখ্যমন্ত্রী পৌঁছনোর পর চারপাশে কান্নায় ভেঙে পড়া মানুষদের ভি। হয়। কেউ খুঁজছেন সন্তানকে, কেউ মাকে, আবার কেউ বা হারিয়েছেন সম্পূর্ণ পরিবার। গ্রামের এক প্রবীণ বাসিঃদা বললেন, আমাদের জীবনে এমন দৃশ্য কোনোদিন দেখিনি। কয়েক মিনিটে সব শেষ হয়ে গেল। এখন আমরা কেবল অপেক্ষা করছি- উদ্ধারকারীরা যেন অন্তত দেহগুলি খুঁজে দিতে পারেন।উদ্ধারকাজের পাশাপাশি চলছে ত্রাণ বিতরণও। যাঁরা ঘর হারিয়েছেন তাঁদের জন্য তৈরি করা হয়েছে অস্থায়ী শিবির। সেখানেই চলছে খাবার বিতরণ, দেওয়া হচ্ছে কাপ। ও ওষুধ। শিশুদের জন্য আলাদা করে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে পাহাড়ি অঞ্চলে লাগাতার বৃষ্টি এখনও উদ্ধারকাজে বাধা হয়ে দাঁ।াচ্ছে। প্রশাসনের আশঙ্কা, আগামী কয়েকদিন বৃষ্টি অব্যাহত থাকলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে।চাসোটি গ্রামটি মূলত পাহাড়ের ঢালে অবস্থিত। এখানকার মানুষজন মূলত কৃষিকাজ ও ছোটখাটো ব্যবসার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এই হড়পা বান তাঁদের জীবনের সমস্ত পরিশ্রমকে মুহূর্তে মুছে দিয়েছে। ভেঙে প।ছে সেচ ব্যবস্থা, মাঠে জমে থাকা ফসল ভেসে গেছে জলের স্রোতে। তাই আগামী দিনগুলিতে এই অঞ্চলে খাদ্যাভাব দেখা দেওয়ার আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা।স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত কতজন মানুষ নিখোঁজ হয়েছেন তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায়নি। অনেকেই গ্রাম ছেড়ে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিয়েছেন। তবে প্রাথমিক অনুমান অনুযায়ী কয়েক ডজন মানুষ এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে থাকতে পারেন। সেনা ও এনডিআরএফ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, যেভাবে ধ্বংসস্তূপ জমে আছে, তাতে উদ্ধারকাজ চালানো অত্যন্ত কঠিন। তবুও তাঁরা আশাহত নন।কিশতওয়ারের এই দুর্ঘটনা আবারও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল পাহাড়ি অঞ্চলে মেঘভাঙা বৃষ্টির ভয়াবহতা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অযাচিত নির্মাণকাজ এবং পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরির ফলে প্রকৃতি আজ ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবও এই ধরনের হঠাৎ দুর্যোগের পিছনে অন্যতম কারণ। কয়েক ঘণ্টার ভারী বর্ষণই পাহাড়ি ঢালে বিপর্যয় ডেকে আনছে। প্রশাসন এখন থেকেই যদি সতর্ক না হয়, তবে আগামী দিনে আরও ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ তাঁর সফরের শেষে সংবাদমাধ্যমকে বলেন, এটি ভয়ংকর বিপর্যয়। আমরা সর্বশক্তি দিয়ে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছি। কারও জীবনহানি হলে তার ক্ষতিপূরণ হয় না, কিন্তু পরিবারগুলিকে সাহায্য করার জন্য সরকার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। যাঁরা গৃহহীন হয়েছেন তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। তিনি আরও জানান, কেঃদ্রীয় সরকারের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে, যাতে দ্রুত ত্রাণ ও আর্থিক সাহায্য পাঠানো যায়।এদিকে, মানবিক বিপর্যয়ের এই চিত্র দেখে এগিয়ে আসছেন বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও স্থানীয় সংগঠনও। তাঁরা খাবার, কম্বল, ওষুধ নিয়ে গ্রামে প্রবেশ করার চেষ্টা করছেন। বহু মানুষ সামাজিক মাধ্যমে আবেদন জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। ইতিমধ্যেই জম্মু-কাশ্মীর জুড়ে শুরু হয়েছে ত্রাণ সংগ্রহ অভিযান।কিশতওয়ারের মানুষজনের জীবন যেন রাতারাতি ওলটপালট হয়ে গেল। যে গ্রামে একসময় ভোরবেলা ধানক্ষেতের সবুজে চোখ জুড়িয়ে যেত, আজ সেখানে কেবল ধ্বংসস্তূপ আর ভেসে যাওয়া স্মৃতি। তবুও, মানুষ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। কেউ দাঁত চেপে মাটি খুঁড়ে প্রিয়জনকে খুঁজে বের করছেন, কেউ আবার অন্যের সাহায্যে নিজের শোক ভুলে অন্য পরিবারকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন।আজকের দিনে কিশতওয়ার কেবল একটি ভৌগোলিক নাম নয়, এটি এখন এক প্রতীক-মানবিক বিপর্যয়ের প্রতীক, লড়াইয়ের প্রতীক, আর আশা-অভিশাপের প্রতীক। ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকেও যে মানুষ উঠে দাঁড়াতে পারে, তার প্রমাণ এই গ্রামবাসীরাই দিচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি তাঁদের মনে সামান্য হলেও সাহস জুগিয়েছে। কিন্তু সামনে পথ এখনও দীর্ঘ। উদ্ধারকাজ শেষ হওয়ার পরও বহুদিন এই গ্রাম আর আশেপাশের এলাকা কাটাবে ক্ষত নিয়ে।হাজারও দু ঃখের মাঝেও একটি সত্যি আজ স্পষ্ট-প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকতে গেলে সতর্ক হতে হবে এখনই। চাসোটি গ্রামের এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা যেন আর কোথাও না ঘটে, সেই কামনাই আজ সকলের।

জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে পূজার্চনা, সমাগম ভক্তদের

দিঘা, ১৬ আগস্ট ঃ প্রথমবার দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে পালিত হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠান। শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। রাত থেকে মাঙ্গলিক পুজো শুরু হয়েছে।

রাতেই মন্দিরের দেবদেবীদের সাজানো হয়েছে। জন্মদিনে গোপালের অভিষেকের জন্য নিয়ে আসা হয়েছে ১০৮টি তীর্থক্ষেত্রের জল। সেই জল ঢেলে গোপালের অভিষেক অনুষ্ঠানে নেন ভক্তরা। শনিবার জন্মাষ্টমীতে সারাদিনই সেখানে পুজোর পাশাপাশি ভক্তিমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে শনিবার সকালে রাধা-কৃষ্ণের দর্শন করেন ভক্তরা।

অটল বিহারী বাজপেয়ীর প্রয়াণ বার্ষিকীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য, ‘ ছয় দশকের রাজনৈতিক জীবন ভারতীয় রাজনীতিকে নতুন দিশা দিয়েছে’ঃযোগী আদিত্যনাথ

লখনউঃলখনউয়ের আকাশে ছিল ম্লান রোদ্দুর, আর সেই আবহেই এক স্নিগ্ধ অথচ আবেগঘন পরিবেশে শনিবার সকাল শুরু হয় লোকভবনে। সেখানে এক বিশেষ স্মৃতিচারণের আসরে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ীর প্রয়াণ বার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। লোকভবনের প্রাঙ্গণে অটলজির প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে তিনি জানালেন অশেষ কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা।অটল বিহারী বাজপেয়ী ভারতীয় রাজনীতির এমন এক অবিস্মরণীয় নাম, যাঁর ছয় দশকের দীর্ঘ রাজনৈতিক যাত্রাপথ শুধু ভারতীয় গণতন্ত্রকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যায়নি, বরং দেশকে এক ভিন্ন দিশা দিয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে ভারত প্রথমবার অরাজনৈতিক সমীকরণ ভেঙে গড়ে তোলে এক নতুন জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। শাসন ক্ষমতায় থাকাকালীন হোক বা বিরোধী আসনে বসে, বাজপেয়ী ছিলেন আপসহীন নীতি ও মূল্যবোধের প্রতীক।লোকভবনের স্মৃতিসভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের একাধিক মন্ত্রী ও আমলা। কিন্তু সকলের মধ্যে আলাদা হয়ে ওঠেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বক্তব্য। তিনি আবেগভরে বলেন, আজ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর মৃত্যুবার্ষিকী। এই উপলক্ষে, তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, আমি রাজ্যের জনগণের পক্ষ থেকে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাচ্ছি। তাঁর ছয় দশকের দীর্ঘ

রাজনৈতিক জীবন সমগ্র ভারতীয় রাজনীতিকে এক নতুন দিশা দেখিয়েছে।যোগী আরও বলেন, বাজপেয়ীজি ছিলেন ভারতের এক অনন্য কণ্ঠস্বর, যাঁর বক্তৃতায় মানুষ মুগ্ধ হতো, যাঁর চিন্তাধারায় গ।ে উঠেছিল শক্তিশালী ও আত্মবিশ্বাসী ভারত। তাঁর রাজনৈতিক দর্শন আমাদের পথ দেখায়, তাঁর আদর্শ এখনও আমাদের প্রেরণা দেয়।অটল বিহারী বাজপেয়ীর জীবনী একদিকে যেমন কবি-মননের ছোঁয়া রেখেছিল, অন্যদিকে ছিল বাস্তববাদী রাজনীতির মেলবন্ধন। তিনি শুধু একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন না, ছিলেন এক দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক, যিনি ভারতের গণতন্ত্রকে আরও সুদৃ। করেছিলেন। তাঁর শাসনামলে ভারত পারমাণবিক শক্তির স্বীকৃতি পায়, অর্থনীতির সংস্কার শুরু হয়, আবার একইসঙ্গে সীমান্তে শান্তির বার্তাও জারি ছিল।লখনউ শহর বাজপেয়ীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। এখান থেকেই তিনি বারবার নির্বাচনে ল।ছেন, জয়লাভ করেছেন, এবং মানুষের সঙ্গে গড়ে তুলেছিলেন অটুট সম্পর্ক। তাই তাঁর প্রয়াণ বার্ষিকীতে লখনউবাসীর আবেগ বিশেষভাবে উথলে ওঠে। শহরের রাস্তাঘাট জুড়ে পোস্টার ও ব্যানারে ভেসে উঠেছে তাঁর মুখচ্ছবি। সাধারণ মানুষও লোকভবনের বাইরে এসে মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রিয় নেতাকে স্মরণ করেছেন।যোগী আদিত্যনাথের বক্তব্যে স্পষ্ট ছিল রাজনৈতিক উত্তরাধিকার ও দায়বদ্ধতার সুর। তিনি বলেন, বাজপেয়ীজি আমাদের দেখিয়েছেন রাজনীতি কেবল ক্ষমতার লড়াই নয়, রাজনীতি হতে পারে সেবার এক মহান ক্ষেত্র। তাঁর জীবন আমাদের কাছে এক প্রেরণার আলোকবর্তিকা।প্রয়াণ দিবসের এই স্মৃতিচারণ আসর থেকে মুখ্যমন্ত্রী বার্তা দেন তরুণ প্রজন্মকে। তিনি বলেন, অটলজির মতো নেতারা বিরল। তাঁদের জীবনকথা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা যদি সমাজ ও দেশের উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করি, তবে তাঁর প্রতি সেটিই হবে প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি।বাজপেয়ীর রাজনৈতিক যাত্রাপথ শুরু হয়েছিল স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের এক অস্থির সময়ে। সংসদে তাঁর প্রথম প্রবেশ থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দীর্ঘ পথ চলায় তিনি সবসময় নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন এক ‘ হিসেবে। তাঁর ওরেটরি ক্ষমতা, কবিত্ব, এবং সর্বোপরি ভিন্ন মতের মানুষকেও পাশে টেনে নেওয়ার দক্ষতা তাঁকে করে তুলেছিল সর্বজনগ্রাহ্য।আজ তাঁর প্রয়াণ দিবসে কেবল উত্তর প্রদেশ নয়, গোটা দেশই স্মরণ করছে সেই নেতাকে, যিনি ছিলেন রাজনীতির আঙিনায় সৌজন্যের শেষ প্রতীকগুলির মধ্যে একজন। মুখ্যমন্ত্রী যোগীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে সেই আবেগ আরও একবার ধরা পড়ল-অটল বিহারী বাজপেয়ী শুধু একটি নাম নন, তিনি এক যুগের প্রতীক, যাঁর রাজনৈতিক যাত্রা ভারতীয় গণতন্ত্রকে দিয়েছে নতুন বোধ ও শক্তি।আপনি চাইলে আমি এই প্রতিবেদনটি আরও দীর্ঘ আকারে (২০০০-২৫০০ শব্দে) প্রসারিত করে দিতে পারি, যেখানে বাজপেয়ীর কর্মজীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর অবদান এবং সমসাময়িক রাজনীতিতে তাঁর উত্তরাধিকারের বিশদ বিশ্লেষণ থাকবে। কি সেটা চাইবেন?

জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট ঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মোসব জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। শুভেচ্ছা বার্তায় রাষ্ট্রপতি মুর্মু জানিয়েছেন, জন্মাষ্টমীর আন্তরিক শুভেচ্ছা! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র মানবজাতিকে সকলের কল্যাণের জন্য নিবেদিতপ্রাণ হয়ে ন্যায়বিচার অনুসারে কর্তব্য পালনের পথ দেখিয়েছেন। জন্মাষ্টমীর শুভ মুহূর্তে আসুন সবাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেখানো পথ অনুসরণ করে সমাজ ও দেশকে শক্তিশালী করার সংকল্প করি।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জন্মাষ্টমীর শুভেচ্ছা বার্তায় জানিয়েছেন, সকল দেশবাসীকে জন্মাষ্টমীর আন্তরিক শুভেচ্ছা। বিশ্বাস, আনন্দ এবং উৎসাহের এই পবিত্র উৎসব আপনাদের জীবনে নতুন শক্তি এবং উৎসাহ সঞ্চার করুক। জয় শ্রী কৃষ্ণ!

কিরেন রিজিজুর কটাক্ষঃ‘ ভারতের অগ্রগতি আজ গোটা বিশ্ব প্রত্যক্ষ করছে, এটা প্রতিটি ভারতীয়র গর্ব’’

নয়াদিল্লিঃস্বাধীনতা-পরবর্তী ৭৮তম বছরে দাঁ।য়ে ভারত আজ বিশ্বের দরবারে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে-এমনই দাবি করলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। শনিবার নয়াদিল্লিতে একাধিক কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে তিনি ফের কটাক্ষ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে। রাহুল সম্প্রতি ভারতের অর্থনীতিকে ‘ অর্থনীতি’ বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন। সেই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় রিজিজুর সাফ জবাব, আজ যখন গোটা বিশ্ব ভারতের অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করছে, তখন নেতিবাচক মন্তব্য শুধু ভ্রান্তই নয়, বরং দেশের ভাবমূর্তিকে কলঙ্কিত করে।সংসদীয় মন্ত্রী বলেন, ভারতের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা আজ বিশ্বের সামনে এক দৃষ্টান্ত। দেশ অর্থনীতি, প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা ও কূটনীতির ক্ষেত্রে যে উচ্চতায় পৌঁছেছে, তা প্রতিটি ভারতীয়ের গর্বের বিষয়। বিরোধীরা দেশকে ছোট করার চেষ্টা করলেও সত্যিটা হলো গোটা বিশ্ব দেখছে-ভারত কীভাবে এগোচ্ছে।তিনি আরও যোগ করেন, সংসদের এই অধিবেশনে আমরা সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিল পাস করব। সংসদ জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ করার জায়গা, তাই দেশবাসীর প্রত্যাশা পূরণের জন্য আমরা দৃ।প্রতিজ্ঞ। বিরোধীদের দায়িত্ব হওয়া উচিত উন্নয়নের সঙ্গে গঠনমূলক ভূমিকা রাখা, শুধুমাত্র সমালোচনা করা নয়।রাহুল গান্ধীর মন্তব্যকে নিশানা করলেও রিজিজুর বক্তব্য ছিল দৃ। অথচ আত্মবিশ্বাসী। তিনি জানান, আন্তর্জাতিক মহলে ভারতের অবস্থান আজ একেবারে আলাদা জায়গায়। দেশ একদিকে যেমন দ্রুত অর্থনৈতিক বৃদ্ধির পথে হাঁটছে, তেমনই প্রযুক্তি ও গবেষণায় নতুন নতুন দিশা খুলছে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা, মহাকাশ অভিযানে সাফল্য কিংবা বিশ্বের কাছে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের গ্রহণযোগ্যতা-সব মিলিয়ে ভারত আজ এক শক্তিশালী ও আত্মবিশ্বাসী রাষ্ট্র।শনিবারই ছিল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ীর প্রয়াণ দিবস। সেই উপলক্ষে কিরেন রিজিজু পৌঁছেছিলেন সদাইভ অটল স্মৃতিসৌধে। সেখানে তিনি পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে অটলজির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বাজপেয়ীর রাজনৈতিক দর্শন ও অবদানের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, আমরা সবাই অটলজিকে স্মরণ করতে এখানে এসেছি। তাঁর জীবন আমাদের অনুপ্রেরণা। তাঁর আদর্শই আজও আমাদের পথ দেখাচ্ছে।অটল বিহারী বাজপেয়ীর কর্মজীবন ভারতীয় রাজনীতিতে নতুন অধ্যায় রচনা করেছিল। জাতীয়তাবাদী আদর্শকে সামনে রেখে তিনি ভারতকে এক শক্তিশালী দেশে পরিণত করার ভিত্তি স্থাপন করেন। সেই উত্তরাধিকার নিয়েই এগোচ্ছে বর্তমান সরকার, এমনই সুর শোনা গেল রিজিজুর কণ্ঠে।দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে বিরোধী দলনেতা ও সরকারের মধ্যে এমন বাক্যযুদ্ধ নতুন নয়। তবে স্বাধীনতা দিবসের পরেই যখন আন্তর্জাতিক মহলে ভারতের সাফল্য নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, তখন রাহুলের মন্তব্যকে হাতিয়ার করে সরকারের পক্ষ থেকে পাল্টা সুর চাপানো স্বাভাবিক। রিজিজুর মন্তব্যও সেই প্রেক্ষিতেই তাৎপর্যপূর্ণ।তিনি বলেন, অর্থনীতি হোক বা অবকাঠামো, প্রতিরক্ষা হোক বা বৈদেশিক কূটনীতি-প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ভারত এগোচ্ছে। শুধু দেশবাসী নয়, আন্তর্জাতিক মহলও ভারতের এই উত্থান প্রত্যক্ষ করছে। তাই নেতিবাচক মন্তব্য করার আগে অন্তত দেশের সাফল্যগুলিকে স্বীকার করা উচিত।অন্যদিকে, বাজপেয়ীর প্রয়াণ দিবসে রিজিজুর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন যেন এক প্রতীকী বার্তাই দিল। অটলজির মতো দূরদর্শী নেতার হাত ধরে ভারত একসময় এগিয়েছিল উন্নয়নের পথে। আজ তাঁর উত্তরসূরিরাও সেই পথেই হাঁটছেন। একদিকে যেমন ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে চলছে তীব্র বাক্যবাণ, অন্যদিকে বাজপেয়ীর মতো নেতার জীবন থেকে প্রেরণা নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন রিজিজু।ভারত যে আজ বিশ্বের দরবারে এক গর্বিত অবস্থানে দাঁড়িয়ে, সে বিষয়ে সরকারের বক্তব্য স্পষ্ট। তবে বিরোধীদের প্রশ্নও যে থামবে না, তা নিশ্চিত। এই পরিস্থিতিতে রিজিজুর মন্তব্য শুধু রাজনৈতিক পাল্টা জবাব নয়, বরং সরকারের আত্মবিশ্বাসী অবস্থানকেও প্রতিফলিত করে-ভারত এগোচ্ছে, আর সেই উন্নয়ন গোটা বিশ্ব প্রত্যক্ষ করছে।আপনি কি চান আমি এই প্রতিবেদনটিকে আরও বিস্তৃত (২০০০-২৫০০ শব্দে) করে বাজপেয়ীর উত্তরাধিকার, সংসদের চলতি অধিবেশনের রাজনৈতিক তাৎপর্য এবং আন্তর্জাতিক মহলে ভারতের অবস্থান নিয়ে গভীর বিশ্লেষণ যোগ করি?

সর্বব্যাপী দুর্নীতি ও উন্মত্ত সংখ্যালঘু তোষণ, কটাক্ষ তথাগতের

কলকাতা, ১৬ আগস্ট, পশ্চিমবঙ্গে সর্বব্যাপী দুর্নীতি ও উন্মত্ত সংখ্যালঘু তোষণ নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া দিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।‘ ভুলে না যাই’ শিরোনামে শনিবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, শিক্ষাক্ষেত্রে চাকরি চুরি ! পুর-নিয়োগে চাকরি চুরি ! কয়লা চুরি ! গরু চুরি ! রেশন চুরি ! চাষের জমি চুরি ! পিঠে বানানোর ছলে হিন্দু মহিলাদের ইজ্জত চুরি ! বালি চুরি ! পাথর চুরি ! পায়খানা চুরি ! ত্রিপল চুরি ! সাইকেল চুরি ! হাসপাতালের ওষুধ চুরি ! মৃতদেহ চুরি ! ট্যাব চুরি! কাউন্সিলার খুনের চেষ্টা। আর জি করে মহিলা ডাক্তার ধর্ষণ ও খুন মোথাবাড়ি, ধুলিয়ান

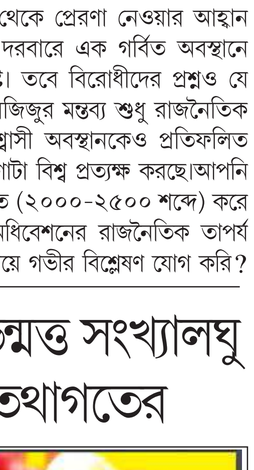

।এর উপর আছে উন্মত্ত সংখ্যালঘু তোষণ।আর রাজ্যে শিল্প আনা ইত্যাদির কথা নাই বা বললাম। এখন বসে আছি সৌরভের গ্রিলের কারখানা কবে চালু হবে, যার জন্য মাননীয়াকে স্পেন পর্যন্ত যেতে হয়েছিল !

রাশিফল

মেষঃআজকে আপনার এরকম নানা ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষা হবে যারা ভবিষ্যতের ঘর সাজানো এবং বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রমাণিত হবে আপনার লক্ষ্য হলো উকৃষ্ট ভাবে চিন্তা এবং কাজ করা তার জন্য আপনাকে বাস্তববাদী থাকতে হবে

বৃষঃআপনার প্রশাসনিক এবং সাংগঠনিক দক্ষতা প্রদর্শন করার জন্য আজ খুবই ভালো দিন।

মিথুনঃকাজ সম্পর্কিত বিষয়ের জন্য, আপনার সব ধরনের লোকের সঙ্গে সাক্ষা হবে। আপনাকে তাদের প্রয়োজন এবং চাহিদাগুলি বুঝতে হবে এবং তা পূরণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে।

কর্কটঃআজকে আপনি আপনার প্রয়োজন মেটানোর জন্য অর্থের সাহায্য নেবেন। আপনার যদি মনে হয় যে কোনও কিছুর পরিবর্তন করার প্রয়োজন আছে, আপনি তার পিছনে টাকা খরচ করে সেই বদল আনতে চাইবেন। বিবাহের যোগ।

সিংহঃব্যস্ত সময়সূচি সামলাতে গিয়ে, আপনি কিছু মানসিক চাপে ভুগতে পারেন। আপনাকে মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে হবে। শুভ দিন হতে পারে আজ।

কন্যাঃ আজ আর একঘেঁয়ে দৈনন্দিন কাজ করতে ইচ্ছে করবে না। তবে তিলকে তাল করে ফেলবেন না। তবে কোনকিছুই আপনার কাজের উৎসাহকে কমাতে পারবে না। সংসারে শান্তি হবে।

তুলাঃআপনি আপনার প্রকৃতির বিপরীত আচরণ করবেন এবং জীবনকে আরো গুরুত্ব সহকারে দেখবেন। এটি আপনার মতো নয়, তবে আপনার গাম্ভীর্যতা আপনাকে আরও দায়িত্ব গ্রহণের সুযোগ দেবে,

বৃশ্চিকঃরক্তের সম্পর্কের মূল্য সবকিছুর থেকে বেশি এবং আজকে আপনি তা সত্যি সত্যি অভিজ্ঞতা করবেন। আজকের দিনটি আপনার বন্ধু এবং পরিবারকে উৎসর্গ করুন, উপভোগ করুন এবং আনন্দ করুন।

ধনুঃআজ মেজাজ খুবই খারাপ থাকবে। রাগের ওপরে লাগাম পরান ও নিয়ন্ত্রণে রাখুন। যাই হোক, এটি কোথাও না কোথাও গিয়ে থামবে।

মকরঃ আপনি রসিক এবং বুদ্ধিমান। আপনার অসাধারণ দূরদর্শিতা এবং বুদ্ধিমত্তা দিয়ে, আপনি অনেককেই তাদের পেশার ক্ষেত্রে সাহায্য করেন

কুম্ভঃ সংসারে শান্তি হবে।শুভদিন। বিবাহের যোগ হবে। কাজের যোগে

মীনঃনতুন প্রকল্প শুরু করার জন্য আজ শুভ দিন, আজকের দিনে আপনি ভবিষ্যতের জন্য ভালোরকম বিনিয়োগ করবেন। আপনার পরিবারই আপনার

আবহাওয়া

কমবেশি বৃষ্টি হচ্ছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। তবুও ঘর্মাক্ত গরম কাটছেই না। জলীয় বাষ্প বাতাসে বেশি রয়েছে, তাই বাড়ছে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিও। আপাতত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ওঠানামা করবে তাপমাত্রার পারদ। রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.১ ডিগ্রি বেশি।আগামী বুধবার, ১৩ আগস্ট উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। তাই আগামী কিছু দিন দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই কম-বেশি বৃষ্টি হবে। কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টিও প্রত্যাশিত। আগামী ২৪ ঘণ্টায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গে। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, কালিম্পং ও কোচবিহার এই ৫টি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে।আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, সোমবার ফের অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা উত্তরবঙ্গে। অতি ভারী বৃষ্টি হবে কালিম্পং, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলাতে। ভারী বৃষ্টি হবে কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুর জেলাতে। মঙ্গলবার অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে। ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দার্জিলিং, কালিম্পং এবং কোচবিহারে। বুধবার এবং বৃহস্পতিবার বিক্ষিপ্তভাবে দু-একটি জেলায় ভারী বৃষ্টি হবে। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি আলিপুরদয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলা।। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৩ ডিগ্রি বেশি। তাপমাত্রা- ২৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন- ২৫ ডিগ্রী সেলেসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯১ শতাংশ এবং ৮২সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ০২.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয়।জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট। ভাটা-দুপুর ০১টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ আজ সকাল থেকে ৫টা ০২মিনিটে হবে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২০মিনিটে।

দম্পতির উপর কুড়ুল হামলা

বাসন্তী, ১৬ আগস্ট ঃ নিশুতি রাতে রক্তাক্ত ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীতে। শুক্রবার গভীর রাতে তালদা শিকারী পাড়ায় এক দম্পতির ঘরে ঢুকে এলোপাথাড়ি কুড়ুল দিয়ে হামলা চালায় প্রতিবেশী এক যুবক। ঘটনায় গুরুতর জখম হন তপন মণ্ডল ও তাঁর স্ত্রী প্রতিমা মণ্ডল। বর্তমানে তাঁদের কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বাসন্তী থানার আমঝাড়া পঞ্চায়েত এলাকায় এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, স্থানীয় যুবক চিন্তামণি পুরকাইত হঠাৎই মণ্ডল দম্পতির ঘরে ঢুকে পড়ে। হাতে ছিল কুড়ুল। ঘরে প্রবেশ করেই তিনি দম্পতিকে এলোপাথাড়ি কোপাতে শুরু করেন। তাঁদের চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে চিন্তামণিকে ধরে ফেলে। এরপর তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। জখম দম্পতিকে প্রথমে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁদের কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। স্থানীয়দের দাবি, অভিযুক্ত চিন্তামণি বেশ কিছুদিন ধরেই মানসিকভাবে অস্বাভাবিক আচরণ করছিল। এলাকায় যত্রতত্র ঘুরে বেড়াত এবং গ্রামবাসীদের প্রাণনাশের হুমকিও দিত। শুক্রবার রাতে হঠাৎ করেই সে মণ্ডল দম্পতির উপর নৃশংস হামলা চালায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ। ঠিক কী কারণে এই হামলা চালানো হল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ধৃতকে জেরা করে তদন্তকারীরা ঘটনার মূল কারণ উদঘাটনের চেষ্টা চালাচ্ছেন। হঠাৎ এই রক্তাক্ত ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজিত হলো অমৃত ইন্টার্নশিপ

পুরুলিয়া, ১৬ আগস্ট ঃ শিক্ষা ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলে দিলো পুরুলিয়ার সিধু কানু বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়। এর ফলে বিজ্ঞান প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যেমন নতুন ভাবনার প্রকাশ ঘটবে তেমনই প্রচুর কর্মসংস্থান হবে। সূত্রের খবর,ভারতীয় সার কোম্পানি ইন্ডিয়ান পটাশ লিমিটেড তথা উদ্যোগে আয়োজিত হল অমৃত ইন্টার্নশিপ। পুরুলিয়ার সিধু কানহু বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। মূলত বৈজ্ঞানিকভাবে কৃষিকাজের বিষয়ে চাষিদের সার্বিক জ্ঞান প্রদান করতেই এই ইন্টার্নশিপ আয়োজিত হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৪ জন ছাত্রছাত্রী এই ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। জানা যাচ্ছে, বিগত তিন মাস ধরে প্রতিনিয়ত তাঁরা মাঠে-ঘাটে নেমে চাষিদের সঙ্গে সমানভাবে কৃষিকাজের বিষয়ে সহযোগিতা করছেন। কোন পদ্ধতিতে চাষ করলে লাভ বেশি, সেই বিষয়ে কৃষকদের সম্পূর্ণভাবে করেন পড়ুয়ারা। এই ইন্টার্নশিপের জন্য প্রতি মাসে ছাত্রছাত্রীরা ৬ হাজার টাকা করে তিন মাসে মোট ১৮ হাজার টাকা পেয়েছেন। এখানেই শেষ নয়! এই ৫৪ জনের মধ্যে থেকে ২০ জনকে বেছে নেওয়া হবে। আগামী দিনে তাঁরা এগ্রিকানেক্ট প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তার দরুণ প্রত্যেক মাসে ২০ হাজার টাকা করে স্টাইপেন্ড মিলবে। পরবর্তীতে এর থেকে স্থায়ী চাকরিরও সুযোগ পাবেন ছাত্রছাত্রীরা।

সল্টলেকে ফের দুর্ঘটনা,আহত ডেলিভারি বয়

কলকাতা, ১৬ আগস্ট ঃ সল্টলেকে ফের ঘটল ভয়াবহ দুর্ঘটনা। শুক্রবার সকালে সিটি সেন্টারের কাছে একটি চার চাকার গাড়ি সজোরে ধাক্কা মারে একটি স্কুটিকে। স্কুটিটি চালাচ্ছিলেন এক ডেলিভারি বয়। ধাক্কার ফলে তিনি ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। স্থানীয়দের দাবি, দুর্ঘটনার পর গাড়ি থেকে নেমে ওই চালক আহত যুবককে বেধাক মারধর করেন এবং নানা ভাবে হেনস্তা করেন। ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। স্থানীয়রা তৎক্ষণা আহত ডেলিভারি বয়কে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিধাননগর থানার পুলিশ। অভিযুক্ত গাড়ি চালককে আটক করা হয়েছে। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল এবং ঘটনার পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজও খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই সল্টলেক ৮ নম্বর ব্রিজের কাছে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিলেন এক ডেলিভারি যুবক। সেই ঘটনার পর উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল গোটা এলাকা। ফের এমন দুর্ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে পুলিশের নজরদারি নিয়ে।

স্বাধীনতা দিবসের মঞ্চে পরিযায়ী শ্রমিক ইস্যুতে তোপ, বাংলার মর্যাদা নিয়ে কটাক্ষ সাংসদের

বারাকপুর, ১৬ আগস্ট ঃ ৭৯তম স্বাধীনতা দিবসের মঞ্চে দাঁড়িয়ে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস তুলে আনলেন বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রসঙ্গ। শুক্রবার, বারাকপুরের ঐতিহাসিক গান্ধী ঘাটে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় স্বাধীনতা দিবস উদ্যাপন। এদিনের অনুষ্ঠানে রাজ্যপালের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, একাধিক প্রশাসনিক আধিকারিক এবং বারাকপুরের তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিক। বিশেষ অতিথিদের আসনে বসা সাংসদের পাশেই রাজ্যপালের জায়গা বরাদ্দ ছিল। পতাকা উত্তোলন শেষে রাজ্যপাল সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, ভিনরাজ্যে গিয়ে কাজ করা বাংলা ভাষাভাষী শ্রমিকদের সমস্যার দিকটি ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক স্তরে আলোচনায় এসেছে। তিনি বলেন, বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকরা বহু সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। এই বিষয়টিকে প্রশাসনিক মহল অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখছে। আশা করা যায়, দ্রুত এর সমাধান হবে। যদিও ভিনরাজ্যে বাঙালি শ্রমিকদের উপর পুলিশি অত্যাচারের অভিযোগ নিয়ে তিনি সরাসরি কোনও মন্তব্য করেননি। রাজ্যপালের বক্তব্যের পর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে সাংসদ পার্থ ভৌমিক সাফ বলেন, স্বাধীনতার ইতিহাসে বাংলার অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর অভিযোগ, আজ বিজেপি শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাভাষী শ্রমিকদের নিপীড়নের শিকার হতে হচ্ছে। শুধু তারা বাংলায় কথা বলছে বলেই তাদের হেনস্তা করা হচ্ছে। সাংসদ আরও এক ধাপ এগিয়ে অভিযোগ করেন, আন্দামানের সেলুলার জেলের বন্দি তালিকা থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে দুই বাঙালি স্বাধীনতা সংগ্রামী-বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং উল্লাসকর দত্তের নাম। এটি বাংলার প্রতি চরম অবমাননা বলেও মন্তব্য করেন তিনি। পার্থ ভৌমিকের কথায়, স্বাধীনতার ৭৯ বছর পরেও বাংলার মর্যাদা ও বাংলাভাষার অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই চলছে। তাঁর দাবি, আজ আমরা স্বাধীনতা দিবস পালন করছি ঠিকই, কিন্তু একই সঙ্গে বাংলার ভাষা, সংস্কৃতি এবং ইতিহাস রক্ষার জন্য আবারও আন্দোলনের সময় এসে গিয়েছে। রাজ্যপাল যে পরিযায়ী শ্রমিকদের সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন, তা নিয়েও কটাক্ষ করেন সাংসদ। তাঁর বক্তব্য, ভাল লাগছে যে উনি আশ্বস্ত করেছেন। কিন্তু যাদের উপর ভরসা করে তিনি এই আশ্বাস দিচ্ছেন, সেই সরকার এবং প্রশাসনের উপর বাংলার মানুষের আস্থা নেই। এদিন পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি গান্ধী ঘাটের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার অগ্রণী ভূমিকার কথাও স্মরণ করা হয়। বাংলার মাটিতে মহাত্মা গান্ধীর পদচিহ্ন, সুভাষচন্দ্র বসু থেকে শুরু করে অসংখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামীর অবদান-সবকিছুর ছাপ রয়েছে বারাকপুরে। সেই আবহের মধ্যেই রাজ্যপালের বক্তব্যে উঠে এল শ্রমজীবী বাঙালির দুর্দশা, আর সাংসদের প্রতিক্রিয়ায় সামনে এল বাংলার মর্যাদা রক্ষার দাবি। প্রসঙ্গত, স্বাধীনতা দিবসের মতো জাতীয় উৎসব সাধারণত রাজনৈতিক টানাপোড়েনের ঊর্ধ্বে থাকে। কিন্তু এদিনের অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল এবং সাংসদের মন্তব্যে ফের সামনে এল রাজ্য-রাজনীতি এবং কেন্দ্রীয় নীতির টানাপোড়েন। একদিকে রাজ্যপাল প্রশাসনিক পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিলেন, অন্যদিকে সাংসদ অভিযোগ করলেন কেন্দ্রের প্রতি বাঙালি শ্রমিকদের অবহেলা এবং বঞ্চনার। ফলে স্বাধীনতার আবহে রাজনৈতিক বার্তাও সমানভাবে প্রতিধ্বনিত হল বারাকপুরের গান্ধী ঘাটে। অন্যদিকে, রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, রাজ্যপালের এই বক্তব্য নিছক প্রশাসনিক আশ্বাস নয়, বরং বাংলার সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থা তৈরি করার প্রচেষ্টা। আর সাংসদের প্রতিক্রিয়া তার পাল্টা সুর। স্বাধীনতার ৭৯তম বর্ষে দাঁড়িয়ে বাংলার মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল, স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে মর্যাদা ও ভাষার লড়াইও এখনও শেষ হয়নি। মোটকথা, পতাকা উত্তোলনের উজ্জ্বল মুহূর্তে বাংলা গৌরবগাথা যেমন আলোচিত হল, তেমনই উঠে এল পরিযায়ী শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশার প্রশ্ন এবং কেন্দ্র-রাজ্যের রাজনৈতিক টানাপোড়েনের বাস্তবতা। স্বাধীনতা দিবসের আবহে এই বিতর্ক নিঃসন্দেহে নতুন মাত্রা যোগ করল রাজনীতিতে।

কল্যাণী এইমসে সিঙ্গুরের নার্সের ময়নাতদন্ত, পরিবারের অভিযোগে বাড়ল রহস্য

হুগলী, ১৬ আগস্ট ঃ সিঙ্গুরের নার্স মৃত্যুর ঘটনায় ময়নাতদন্ত ঘিরে তৈরি হলো নতুন বিতর্ক। অবশেষে পরিবারের দাবি মেনে কল্যাণীর এইমস হাসপাতালে সম্পন্ন হলো ওই নার্সের দেহের ময়নাতদন্ত। হাসপাতাল সূত্রে খবর, প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে এই প্রক্রিয়া চলে। শনিবার ফরেন্সিক মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে স্বচ্ছতার স্বার্থে পুরো প্রক্রিয়াটি ভিডিয়োগ্রাফি করা হয়। ময়নাতদন্তের সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন এক ম্যাজিস্ট্রেটও। এর আগে শুক্রবার দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু মৃতার পরিবারের অভিযোগ, এই বিষয়ে তাঁদের কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। তাঁদের দাবি ছিল, কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন কোনও হাসপাতালেই ময়নাতদন্ত করতে হবে। পরিবারের অবস্থানের পরই শেষমেশ দেহ কল্যাণী এইমসে পাঠানো হয়। প্রসঙ্গত, গত বুধবার রাতে সিঙ্গুরের একটি বেসরকারি নার্সিংহোম থেকে ওই নার্সের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃত তরুণী নন্দীগ্রামের বাসিন্দা। বেঙ্গালুরুর একটি কলেজ থেকে নার্সিং ট্রেনিং করার পর তিনি হুগলির সিঙ্গুরের বোড়াই তেমাথা এলাকায় অবস্থিত ওই নার্সিংহোমে চাকরি নেন। কিন্তু সেখানে যোগ দেওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই ঘটে এই মর্মান্তিক ঘটনা। পরিবারের অভিযোগ, বুধবার রাত ১১টা নাগাদ নার্সিংহোম থেকে তাঁদের ফোন করে জানানো হয়, তরুণী গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। দ্রুত সেখানে পৌঁছনোর অনুরোধ জানানো হয়েছিল। কিন্তু রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ গাড়ি ভাড়া করে সিঙ্গুরে পৌঁছে তাঁরা দেখেন, মেয়ের দেহ নার্সিংহোমে নেই। এই নিয়েই ক্ষোভ উগরে দেন মৃতার বাবা। তাঁর প্রশ্ন, কেন পরিবারকে না জানিয়েই দেহ সরিয়ে ফেলা হলো? তিনি স্পষ্ট অভিযোগ করেন, তাঁর মেয়েকে খুন করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ওই নার্সিংহোমের মালিককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পেলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে। আত্মহত্যা নাকি পরিকল্পিত খুন-সব রহস্যের উত্তর মেলাবে সেই রিপোর্টই। পরিবারের দাবি, তাঁদের মেয়ে অত্যন্ত মেধাবী ও পরিশ্রমী ছিলেন। জীবনের প্রতি তাঁর কোনও হতাশা ছিল না। তাই আত্মহত্যার অভিযোগ মানতে নারাজ তাঁরা। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে আসছে, কর্মক্ষেত্রে নানা কারণে মানসিক চাপে ছিলেন ওই তরুণী। তবে সেই চাপই কি তাঁকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিল, নাকি এর আড়ালে রয়েছে আরও কোনও চক্রান্ত, তা জানতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে পরিবার। একদিকে তদন্তকারীরা তথ্যপ্রমাণ জোগাড়ে ব্যস্ত, অন্যদিকে পরিবারের আঙুল উঠছে সরাসরি নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের দিকে। ঘটনার জেরে স্থানীয় মহলেও চাঞ্চল্য ছা।য়েছে। অনেকের মতে, কর্মক্ষেত্রে তরুণীদের নিরাপত্তা নিয়েই বড় প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হলো এই ঘটনায়। ফরেনসিক রিপোর্ট প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত জল্পনা-কল্পনার অবসান হবে না। তবে ইতিমধ্যেই এই মৃত্যু ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজাও। বিরোধীরা প্রশ্ন তুলছে, কেন এত গোপনীয়তার মধ্যে দেহ সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল? অন্যদিকে স্থানীয় প্রশাসন বলছে, ঘটনার সম্পূর্ণ তদন্ত করা হবে এবং কোনও অপরাধ প্রমাণিত হলে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। মোটকথা, কল্যাণীর এইমসে ময়নাতদন্ত সম্পূর্ণ হলেও, সিঙ্গুরের নার্সের রহস্যমৃত্যু আরও গভীর অন্ধকারে ঢেকে গেল। এখন নজর সবার সেই রিপোর্টের দিকে, যা প্রকাশ্যে এলে হয়তো মিলবে সত্যিকার উত্তর।

বীরভূমে জেলা কংগ্রেস সভাপতি অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়, ক্ষোভে উত্তাল স্থানীয় নেতৃত্ব

বীরভূম, ১৬ আগস্ট ঃ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র এবং একদা কংগ্রেস সাংসদ অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় ফের কংগ্রেসে ফিরে আসার পর এবার তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বীরভূম জেলা কংগ্রেস সভাপতির পদে। কিন্তু তাঁর এই নিয়োগ মেনে নিতে নারাজ স্থানীয় কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের একাংশ। দলের ভেতরে ইতিমধ্যেই ক্ষোভ এবং অসন্তোষ ফেটে বেরিয়েছে। অভিযোগ, বাবার পরিচয় ছাড়া অভিজিতের নিজের কোনও রাজনৈতিক পরিচিতি নেই। অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০১২ সালে। প্রণব মুখোপাধ্যায় রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর তাঁর সংসদীয় কেন্দ্র জঙ্গিপুর শূন্য হয়। সেখানেই উপনির্বাচনে প্রার্থী হয়ে জয় পান অভিজিৎ। এরপর ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ফের জয়ী হলেও ২০১৯ সালে জঙ্গিপুর আসনে পরাজিত হন। সেই হারের পর ধীরে ধীরে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত ২০২১ সালের ৫ জুলাই তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেন তৃণমূলে। তবে প্রায় চার বছর পর, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে অভিজি ঘোষণা করেন, তৃণমূলে যোগ দেওয়া তাঁর জীবনের ভুল সিদ্ধান্ত ছিল এবং তিনি ফের কংগ্রেসে ফিরে আসেন। কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তনের কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁকে দেওয়া হলো গুরুত্বপূর্ণ জেলা সভাপতির দায়িত্ব। বীরভূম জেলা কংগ্রেস সভাপতির পদে মিল্টন রশিদের জায়গায় বসানো হয়েছে তাঁকে। আর এখানেই ক্ষোভ বাড়ছে স্থানীয় কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের মধ্যে। তাঁদের দাবি, অভিজিৎ বীরভূমের ভূমিপুত্র হলেও জেলার সংগঠনের সঙ্গে তাঁর সরাসরি কোনও যোগাযোগ নেই। প্রবীণ কংগ্রেস কর্মী সুশীল সিনহা ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, উনি কি এখানে থাকেন? সংগঠনের কাজকর্ম উনি কতটা বোঝেন? জঙ্গিপুরের সাংসদ থাকা অবস্থাতেও কোনও উল্লেখযোগ্য কাজ করেননি। উন্নয়ন দেখে তৃণমূলে চলে গিয়েছিলেন। এখন আবার কংগ্রেসে ফিরে এলেন কেন? কাল যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডাকেন, তাহলে আবার চলে যাবেন। আসলে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের ছেলে ছাড়া তাঁর আর কোনও পরিচয় নেই। বরং মিল্টন রশিদ অনেক ভাল নেতা ছিলেন। শুধু সরাসরি বক্তব্য নয়, সোশ্যাল মিডিয়াতেও ক্ষোভ ঝরছে কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে। একাধিক স্থানীয় নেতা লিখেছেন, তাঁরা অন্য দলে যোগ দেবেন না ঠিকই, তবে কংগ্রেসের হয়ে ভোট ময়দানে নামবেন না। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন দলের হয়ে কাজ করা কর্মীদের উপেক্ষা করে বাইরের লোককে জেলা সভাপতির পদে বসানো হলো। তবে কংগ্রেসের অন্য একটি অংশ কিছুটা সংযত সুরে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। রামপুরহাট সাব-ডিভিশনের কংগ্রেস সভাপতি আকাশ বলেন, উনি একসময় বলেছিলেন, আসল কংগ্রেস আসলে তৃণমূল। সেই তৃণমূল ছেড়ে কেন ফের কংগ্রেসে এসে জেলা সভাপতির দায়িত্ব নিলেন, তা আমাদের কাছে প্রশ্ন। তবে দল যেহেতু সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আমাদের মানতে হবে। স্থানীয় ক্ষোভের পাশাপাশি বিজেপিও এই সিদ্ধান্তকে হাতিয়ার করে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি। বিজেপির বীরভূম সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, বীরভূমে কংগ্রেসের হয়ে মানুষ তাঁকে কোনও মিটিং-মিছিলে দেখেছে কি না, তা নিয়েই সন্দেহ আছে। দিল্লিতে বসে রাজনীতি করলে হবে না, বীরভূমের মাটিতে নেমে কাজ করতে হবে। যেই তৃণমূল প্রণব মুখোপাধ্যায়কে রাষ্ট্রপতি করার সময়ে বিরোধিতা করেছিল, সেই দলে গিয়েছিলেন তিনি। যদি প্রণববাবু বেঁচে থাকতেন, তাহলে ছেলে অভিজিতের এই সিদ্ধান্তে সবচেয়ে বেশি দুঃখ পেতেন। অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়ের তরফে এখনও এই বিতর্ক নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে কংগ্রেসে ফেরার সময় তিনি নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে তৃণমূলে যোগ দিয়ে তিনি ভুল করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, আমার জায়গা কংগ্রেসেই। প্রণব মুখোপাধ্যায়ের আদর্শের পথেই আমি এগোতে চাই। সব মিলিয়ে, প্রণবপুত্রকে জেলা সভাপতির দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্তে বীরভূম জেলা কংগ্রেসে অস্বস্তি স্পষ্ট। দলের অনেক প্রবীণ ও কর্মী অভিজিতের নেতৃত্ব মেনে নিতে নারাজ। আবার একাংশ বলছে, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। ফলে আগামী দিনে অভিজি মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বীরভূম জেলা কংগ্রেস কতটা ঐক্যবদ্ধ থেকে সংগঠনকে শক্তিশালী করতে পারে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

রেফারিকে লাথি মেরে শিরোনামে পৌরপ্রধানের ভাইপো

খড়গপুর, ১৬ আগস্ট ঃ মেদিনীপুরে ফুটবল খেলা চলাকালীন মাঠে ঢুকে রেফারির উপর হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূল নেতার ভাইপোর বিরুদ্ধে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, হঠাই মাঠে নেমে এসে রেফারির গায়ে সটান লাথি মারেন অভিযুক্ত রাজা খান। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এবং শাসকদলের অস্বস্তি বেড়েছে। বিজেপির তরফে ইতিমধ্যেই ওই ঘটনার ভিডিয়ো প্রকাশ করা হয়েছে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে শাসক দলকে কটাক্ষ করেছেন। জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত রাজা খান স্থানীয় পুরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন খানের ভাইপো। আরও বিতর্ক বাড়িয়েছে এই ঘটনায় খেলার শেষে রাজাকে খড়গপুর গ্রামীণের বিধায়ক দীনেন রায় এবং তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুজয় হাজরার সঙ্গে ছবি তোলার ঘটনা। মেদিনীপুর শহরে শুক্রবার ওল্ড প্রদীপ সংঘের মাঠে ছোটদের ফুটবলের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে রেফারির ভূমিকায় ছিলেন লক্ষ্মণ মাণ্ডি। খড়্গাপুর সাব-ডিভিশন রেফারি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য তিনি। ভাইরাল ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, মাঠে ঢুকে রেফারির সঙ্গে আঙুল উঁচিয়ে কথা বলছেন রাজা। তেড়ে যাচ্ছেন। ধাক্কাধাক্কিও করছেন। মাঠে উপস্থিত অনেকেই তাঁকে আটকানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু লাভ হয়নি। একসময় রেফারির পেটে সজোরে লাথি মারেন তিনি। স্থানীয় সূত্রে খবর, একটি গোলকে কেন্দ্র করে বচসার সূত্রপাত হয়েছিল। সেই গোল বাতিল করানো হয়। অভিযোগ, রাজা গায়ের জোরে রেফারির উপর হম্বিতম্বি করে গোলটিকে বাতিল করিয়েছেন। শুভেন্দু এই ভিডিয়ো পোস্ট করে বাংলার নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনেছেন। লিখেছেন, কুরুচিকর আক্রমণ তৃণমূলের সংস্কৃতি। তা ভোটের ময়দানে রেফারির ভূমিকায় থাকা জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আক্রমণই হোক বা স্থানীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় এই পুঁচকেপাঁচকা তৃণমূলী রাজা খান হোক। তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী ঘটনার নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন, এই ঘটনা কোনও ভাবেই সমর্থন করা যায় না। কিন্তু তৃণমূল নেতার ভাইপো বলে তাঁর দায় কেন তৃণমূলকে নিতে হবে? ইনদওরে কৈলাস বিজয়বর্গীয়ের ছেলে আকাশ বিজয়বর্গীয় ব্যাট দিয়ে সরকারি আধিকারিককে পিটিয়েছিল। বিজেপির কেউ নিন্দাও করেনি। ওদের মুখে জ্ঞানের বাণী শুনব না। বাংলায় আইনের শাসন আছে। ব্যবস্থা হবে।

বাঁকুড়ার ওন্দায় চুরির কিনারা, গ্রেফতার দুই দুষ্কৃতী, উদ্ধার হল বহু সোনা ও টাকা

বাঁকুড়া, ১৬ আগস্ট ঃ গত দেড় মাস ধরে বাঁকুড়ার কোতুলপুর ও জয়পুর থানা এলাকায় ধারাবাহিক চুরির ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। বারবার একই ধরনের ঘটনায় ক্ষুব্ধ ছিলেন সাধারণ মানুষ। তবে শেষ পর্যন্ত পুলিশি তৎপরতায় সেই চক্রের কিনারা হলো। দু'টি পৃথক ঘটনায় জড়িত দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে দুই বাড়ি থেকে খোয়া যাওয়া বিপুল পরিমাণ সোনার অলঙ্কার ও নগদ টাকা। পুলিশের দাবি, উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মোট মূল্য প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। যদিও এখনও চক্রের আরও এক দুষ্কৃতী পলাতক, তার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। প্রথম ঘটনা ঘটে গত ১০ জুলাই। কোতুলপুর থানার বামুনাইরি মোড়ে সেনাকর্মী গণেশ মহন্তর বাবা প্রশান্ত মহন্ত থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ, বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগ নিয়ে দুষ্কৃতীরা প্রায় ৪২ গ্রাম সোনার গয়না এবং ৫০ হাজার নগদ টাকা লুঠ করে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে তপর হয় কোতুলপুর থানার পুলিশ। কিন্তু তদন্ত চলাকালীন ফের একই ধরনের ঘটনা ঘটে জয়পুর থানা এলাকায়। গত ৫ অগস্ট জয়পুরের হাটতলা দত্তপাড়া গ্রামে জনার্দন গরাইয়ের বাড়িতে হানা দেয় চোরের দল। অভিযোগ, মেয়ের বিয়ের জন্য বাড়িতে রাখা ২৯ গ্রাম সোনার গয়না ও ৩৫ হাজার নগদ টাকা চুরি হয়ে যায়। কোতুলপুর ও জয়পুর-দুটো থানাতেই একই রকমভাবে ফাঁকা বাড়িতে চুরি হওয়ায় তদন্তকারীরা নিশ্চিত হয়ে যান, একই চক্র এই ঘটনায় জড়িত। এরপর শুরু হয় প্রযুক্তিগত নজরদারি। অবশেষে ১১ অগস্ট পুলিশ অভিযান চালিয়ে বাঁকুড়ার ওন্দা থানার পুনিশোল গ্রাম থেকে দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের নাম আব্দুল রব খান এবং মতিউর রহমান মণ্ডল। তাদেরকে বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পেশ করলে আদালত পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয়। হেফাজতে নিয়ে দফায় দফায় জেরা করে পুলিশ। সেই জেরার ভিত্তিতেই শুক্রবার রাতে ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় দু'টি বাড়ি থেকে খোয়া যাওয়া সমস্ত সোনার গয়না ও নগদ টাকা। পুলিশের হিসেব অনুযায়ী, উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মোট বাজারমূল্য প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। পুলিশ জানিয়েছে, চুরির ঘটনায় আরও কয়েকজন যুক্ত রয়েছে। তাদের শনাক্ত করা হয়েছে এবং ধৃতদের সহযোগিতায় বাকি অভিযুক্তদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। পুলিশ সূত্রে খবর, এক অভিযুক্ত এখনও পলাতক, তাকে গ্রেফতারে বিশেষ অভিযান চালানো হচ্ছে। টানা দেড় মাসে একাধিক চুরির ঘটনায় এলাকাজুড়ে তৈরি হওয়া আতঙ্কের পর দুষ্কৃতী গ্রেফতার ও সামগ্রী উদ্ধারের ঘটনায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশের দাবি, চক্রটি ধরা পড়ায় এই অঞ্চলে চুরি রোধে বড় সাফল্য মিলল। তবে তদন্তকারীরা নিশ্চিত, চক্রটি আরও বিস্তৃত এবং এই ঘটনায় নতুন নতুন নাম সামনে আসতে পারে। সব মিলিয়ে, ধারাবাহিক চুরির ঘটনায় পুলিশের সক্রিয়তা এবং প্রযুক্তির সাহায্যে তদন্ত যে ফল দিয়েছে, তা স্পষ্ট। তবে স্থানীয়দের একাংশ মনে করছেন, দুষ্কৃতীদের সম্পূর্ণ চক্র ভাঙা না গেলে আবারও একই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। সেই আশঙ্কা থেকেই এলাকাজুড়ে এখনো চাপা আতঙ্ক বিরাজ করছে।

মাওবাদী পোস্টার চাঞ্চল্য, বনধে স্বাভাবিক জনজীবন

বাঁকুড়া, ১৬ আগস্ট ঃ বাঁকুড়ার তালডাংরা থানা এলাকায় ফের মাওবাদীদের নামে পোস্টার উদ্ধার হওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়াল। শনিবার সকালে পাঁচমুড়া কলেজ মোড়ের কাছে বিদ্যুতের খুঁটিতে লাল কালিতে লেখা সেই পোস্টার ঘিরে আতঙ্ক দেখা দেয় স্থানীয়দের মধ্যে। পোস্টারে স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে-১৬ অগস্ট বাংলা বনধ মানতে হবে, না হলে মৃত্যুদণ্ড। এই বার্তাকে ঘিরেই জল্পনা তুঙ্গে, তবে পুলিশের দাবি-এটি বিভ্রান্তি ছড়ানোর উদ্দেশ্যেই কেউ বা কারা মাওবাদীদের নাম ভাঙিয়ে পোস্টার লাগিয়েছে। প্রসঙ্গত, এর আগের দিন স্বাধীনতা দিবসের সকালে একই থানার রুকনি খালের কাছে এমনই একটি পোস্টার পাওয়া গিয়েছিল। সেখানে মাওবাদী নেতা কিষেনজি ও সিধুর মৃত্যুর বদলা নেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি আটক মাও নেতা প্রশান্ত বোস ও বিকাশের মুক্তির দাবিও উঠে আসে। শুধু তাই নয়, আদিবাসীদের পাট্টা দেওয়ারও দাবি জানানো হয়েছিল সেই পোস্টারে। আর সেই পোস্টারেই ১৬ অগস্ট বাংলা বনধের ডাক দেওয়া হয়। বনধ না মানলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে বলেও হুমকি ছোড়া হয়েছিল। প্রথম পোস্টার উদ্ধারের পর এখনও ২৪ ঘণ্টা কাটেনি, তার মধ্যেই ফের তালডাংরার অন্য প্রান্তে মাওবাদী নামাঙ্কিত আরেকটি পোস্টার মিলল। লেখার ধরণ, ভাষা ও হাতের লেখার মিল দেখে পুলিশ মনে করছে-এ দু'টি পোস্টার একই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাজ। খবর পেয়েই পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পোস্টার ছিঁড়ে ফেলে। তবে এই পোস্টারের প্রভাব কিন্তু কোথাও পড়েনি। এদিন ঘোষিত বাংলা বনধে বাঁকুড়ার জনজীবন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল। দোকানপাট খোলা ছিল, বাসসহ অন্যান্য যানবাহন চলাচল করেছে আগের মতোই। এলাকার সাধারণ মানুষও ভীত নন। স্থানীয় বাসিন্দা প্রদীপ দে বলেন, আমার দোকান রয়েছে এখানে। সকালে দেখলাম কিছু লোক হইচই করছে। গিয়ে দেখি, মাওবাদীদের নামে পোস্টার পড়েছে। এই এলাকায় প্রথমবার এমন ঘটনা দেখলাম। তবে তেমন ভয় পাচ্ছি না। সব দোকান খোলা আছে, গাড়িও চলছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্যে স্পষ্ট, বনধ ডাক দিয়ে কোনও সাড়া পায়নি পোস্টার লাগানো সংগঠন বা ব্যক্তি। ফলে এটিকে কেন্দ্র করে এলাকায় কার্যত কোনও আতঙ্ক তৈরি হয়নি। তবে বারবার মাওবাদীদের নাম ব্যবহার করে পোস্টার লাগানোয় প্রশ্ন উঠছে-এলাকায় মাওবাদীদের প্রভাব ফের বাড়ছে কি না। পুলিশের শীর্ষকর্তারা অবশ্য প্রথম থেকেই পরিষ্কার করে দিয়েছেন, এই ঘটনার সঙ্গে প্রকৃত মাওবাদীদের যোগ নেই। প্রাথমিক তদন্তে তাঁদের অনুমান, স্থানীয়ভাবে কিছু দুষ্কৃতী বিভ্রান্তি ছড়াতেই এই ধরনের কাগজে লেখা বার্তা টাঙিয়েছে। পুলিশের একাংশ মনে করছে, এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অশান্ত করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবেই এমন প্রচেষ্টা হতে পারে। এই ঘটনার পর থেকেই এলাকায় পুলিশি টহল আরও জোরদার করা হয়েছে। বাসিন্দাদের আশ্বস্ত করা হয়েছে যে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। পুলিশ বলছে, এলাকায় যাঁরা পোস্টার লাগিয়েছে তাদের দ্রুত চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। সিসিটিভি ফুটেজ ও অন্যান্য প্রযুক্তিগত প্রমাণও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মাওবাদী কার্যকলাপ একসময় বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও ঝাড়গ্রামের জঙ্গলমহল অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় ছিল। পরে নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতায় সেই কার্যকলাপ অনেকটাই দমন হয়। কিন্তু হঠাৎ করে ফের মাওবাদীদের নামে পোস্টার দেখা যাওয়ায় নতুন করে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। যদিও স্থানীয়রা এই মুহূর্তে কোনও প্রকৃত মাওবাদী সক্রিয়তা অনুভব করছেন না। সব মিলিয়ে, তালডাংরায় উদ্ধার হওয়া মাওবাদীদের নামে পোস্টার ঘিরে কৌতূহল ও প্রশ্ন তৈরি হলেও বনধের ডাক ব্যর্থ হয়েছে। জনজীবন স্বাভাবিক থেকেছে। আর পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী, প্রকৃত মাওবাদীদের সঙ্গে এর কোনও যোগ নেই, এটি নিছক বিভ্রান্তিমূলক প্রচেষ্টা। তবু ঘটনার পুনরাবৃত্তি প্রশাসনকে সতর্ক করেছে। ফলে এলাকায় এখন বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা নজরদারি, যাতে কোনওরকম আতঙ্ক ছড়ানো না যায়।

জামুরিয়ায় তালাবদ্ধ ঘরে স্ত্রীর দেহ

জামুড়িয়া, ১৬ আগস্ট ঃ আসানসোলের জামুরিয়া থানার হিজলগড়ায় এক ভয়াবহ ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছা।য়েছে। বাইরে থেকে তালা দেওয়া ভাড়া ঘরের ভেতরে খাটের নিচে উদ্ধার হয়েছে এক গৃহবধূর দেহ। মৃতার নাম রেণুকা দাস, বয়স মাত্র ২২। অন্যদিকে, তাঁর স্বামী বৈদ্যনাথ পাত্র ও এক বছরের শিশুপুত্র নিখোঁজ। এই ঘটনায় রহস্য দানা বাঁধছে, ক্রমশ জোরালো হচ্ছে খুনের আশঙ্কা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জামুরিয়ার চুরুলিয়া ফাঁ।রি বাসিঃদা বৈদ্যনাথ কয়েক বছর আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘির বাসিঃদা রেণুকার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জ।য়ে প।নে। পরবর্তীতে তাঁদের বিয়ে হয় এবং জন্ম হয় এক পুত্রসন্তানের। বৈদ্যনাথ প্রায় দুই বছর ধরে জামুরিয়ার একটি স্যামসেল কারখানায় কাজ করছিলেন। হিজলগ।ার একটি ভা।। ঘরেই স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে থাকতেন তিনি। প্রতিবেশীদের দাবি, দম্পতির মধ্যে প্রায়ই অশান্তি চলত। শুক্রবার বৈদ্যনাথ ভা।। মিটিয়ে দেওয়ার পর ঘরের দরজা তালাবন্ধ করে বেরিয়ে যান। সঙ্গে ছিল তাঁদের এক বছরের শিশু। তবে স্ত্রীকে কোথাও না দেখে বা।ওিয়ালার সংেদহ হয়। তিনি বিকেলে জামুরিয়া থানার কেংদা ফাঁ।িতে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে খাটের নিচে চাদরে ঢাকা অবস্থায় রেণুকার নিথর দেহ উদ্ধার করে। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, এটি আত্মহত্যা নাকি পরিকল্পিত খুন। তবে স্বামীর গা ঢাকা দেওয়ার ঘটনায় স্বাভাবিকভাবে সংেদহের তীর তাঁর দিকেই যাচ্ছে। প্রতিবেশীদের বক্তব্য, বৈদ্যনাথ স্ত্রীর সঙ্গে নিয়মিত ঝগ।।ঝাঁটি করত, তাই তাঁদের অনুমান স্ত্রীকে খুন করেই ছেলে নিয়ে চম্পট দিয়েছে সে। পুলিশ এখন নেপথ্যের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২৫৬, রবিবার, ৩১ শ্রাবণ ১৪৩২

মহিষাসুরমর্দিনীর বাণীকুমার

স্বনামধন্য গীতিকার, প্রযোজক ও নাট্যপরিচালক বাণীকুমার। বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য যিনি বাণীকুমার নামেই বেশি পরিচিত। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট বাঙালি বেতার সম্প্রচারক, গীতিকার, প্রযোজক ও নাট্য পরিচালক। তিনি কলকাতার বাসিন্দা ছিলেন। পঙ্কজকুমার মল্লিক ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সমসাময়িক বাণীকুমার ১৯৩০-এর দশক থেকে সুদীর্ঘকাল অল ইন্ডিয়া রেডিওয় বেতারকেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাণীকুমারের সর্বাধিক পরিচিতি তাঁর 'মহিষাসুরমর্দিনী' নামক বেতার সঙ্গীতালেখ্যটির রচনা ও প্রবর্তনার জন্য। ১৯৩১ সাল থেকে অদ্যাবধি মহালয়ার দিন ভোর চারটের সময় কলকাতার আকাশবাণী থেকে এই অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হয়। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এই অনুষ্ঠানের ভাষ্য ও শ্লোকপাঠ করেছেন। বাণীকুমারের পিতৃদত্ত নাম বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য। তিনি ১৯০৭ সালের ২৩ নভেম্বর হাওড়ার কানপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও ইতিহাসবিদ বিধুভূষণ ভট্টাচার্য এবং মা অপর্ণা ভট্টাচার্য। তাঁদের দুই ছেলে ও দুই মেয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন বাণীকুমার। তাঁদের আদি নিবাস ছিল হুগলির আঁটপুরে। বাণীকুমার হাওড়া জেলা বিদ্যালয়ে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ করেন। সেখানে শিক্ষক তথা কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগ্রহে কাবিতা রচনায় তিনি মনোনিবেশ করেন। এরপর প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে তিনি ইংরেজিতে স্নাতক হন। তাঁর পিতা ও পিতামহের সংস্কৃতে জ্ঞান থাকায় তিনিও সংস্কৃত বিষয়ে পড়াশোনা করেন এবং 'কাব্যসরস্বতী' উপাধি পান। সাংসারিক চাপে পড়াশোনা বেশিদূর না করতে পারায় তিনি টাঁকশালে চাকরি করা শুরু করেন। সৃষ্টিশীল মননের অধিকারী হওয়ায় ১৯২৭ সালে গার্স্টিন প্লেসে এক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে কলকাতা বেতারকেন্দ্র স্থাপিত হলে তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে বেতারকেন্দ্রে যোগ দেন। তৎকালীন সময়ে বেতারকেন্দ্রের ভারতীয় অনুষ্ঠান বিভাগের অধিকর্তা নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদারের আগ্রহে বেতারকেন্দ্র যোগদান করেন রাইচাঁদ বড়াল, পঙ্কজকুমার মল্লিক, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র প্রমুখ শিল্পী। সেখানেই রাইটার স্টাফ আর্টিস্ট হয়ে বৈদ্যনাথ কাজে যোগদান করেন এবং 'বাণীকুমার' নামে তাঁর বেতার জীবন শুরু করেন। মহিষাসুরমর্দিনী বেতার অনুষ্ঠানের রচয়িতা হিসেবে তিনি সর্বাধিক পরিচিত। তাঁর রচিত কবিতা গুলি হল -চিত্রলেখা, বিদুষী, জাগৃহী, মরু-মায়া ইত্যাদি। এছাড়াও রাজপুত্রনাটকে এবং ভাগ্যচক্র , দেনা-পাওনা , রূপলেখা ও দেবদাস ছবিতে বাণীকুমার রচিত গান গাওয়া হয়েছে। তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন। তার প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য , সন্তান , সপ্তর্ষি , গীতবল্লকী , কথা-কথালি , মহিষাসুর মর্দিনী , রায়বাঘিনী , হাওড়া হুগলীর ইতিহাস , স্বরলিপিকা (২ খন্ড) ইত্যাদি। তিনি ১৯৪১ সালে কাজী নজরুল ইসলামের ওমর খৈয়াম-এর বেতার নাট্যরূপ রচনা করেছিলেন। ১৯৭৮ সালের ১৫ অগস্ট কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়। বণীকুমার না থাকলে মহালায়র বেতার অনুষ্ঠানটি কর সম্ভব হতো কিনা তা নিয়ে অতি অবশ্য বিতর্ক রয়েছে। তিনি না থাকলে কেউই সাহস করে এত সুন্দর মহিষাসুরমর্দিনী লিখতে পারতেন না। তার সঙ্গে রয়েছেন পঙ্কজ কুমার মল্লিকের মতো সুরকার। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, পঙ্কজকুমার মল্লিক এবং বাণীকুমার মিলিত উদ্যোগে বেতারকেন্দ্রের প্রভাতী অনুষ্ঠানীটি করা সম্ভব হয়েছে।

শহিদ ভবানী প্রসাদ

আমরা সকলেই বর্তমান সময়ে কলকাতায় অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সি. আই. ডি. ডিপার্টমেন্টের অন্যতম হেডকোয়ার্টার ভবানী ভবনের নাম জানি। কিন্তু কার নামে নামাঙ্কিত হয়েছে এই হেডকোয়ার্টার.. জানেন..? ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক গঠিত বি. ডি. বা বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্সের কথা বলে শেষ করা যায় না। ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনকে সামনে রেখে তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্ব সুভাষচন্দ্র বসুকে জি. ও. সি. ঘোষণা করে যে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তৈরি করে, পরবর্তীকালে সেই সংগঠনই হয়ে ওঠে দুর্ধষ বিপ্লবী সংগঠন বেঙ্গল। ভলেন্টিয়ার্স। তাবড় তাবড় বিপ্লবী নেতাদের নেতৃত্বে এবং ক্ষুরধার পরিকল্পনায় ব্রিটিশ সরকারের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলো বি.ভি.-র বিপ্লবীরা। বিনয়-বাদল-দীনেশ, যতীন দাস, উপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, হেমচন্দ্র ঘোষ থেকে শুরু করে বি.ভি.-র বিপ্লবীদের কথা বলে শেষ করা যায় না। এই বি. ভি-র ই একজন অকুতোভয়, তরুণ বিপ্লবী ছিলেন শহীদ ভবানী প্রসাদ ভট্টাচার্য (ডাকনাম টুনা); যাঁর নামে আজকের পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সি. আই. ডি. বিভাগের হেডকোয়ার্টারের নাম নামাঙ্কিত হয়েছে ভবানী ভবন। ভবানীপ্রসাদের জন্ম হয় ১৯১৪ সালের ১০ই জুন, বরিশাল জেলার বাঁদরি গ্রামে। পিতার নাম বসন্ত ভট্টাচার্য। মাতা দময়ন্তী দেবী। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন সাহসী, প্রতিবাদী, অথচ ভদ্র ও শান্ত স্বভাবের। রীতিমতো শরীর চর্চা করতেন। গ্রামের কারো কোনো বিপদ হলেই এগিয়ে আসতেন ভবানী। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য তাঁর পিসতুতো ভাই ছিলেন। ভাওয়ালের রাজা রমেন্দ্র নারায়ণ রায় (সন্ন্যাসী রাজা)। তরুণ বয়সে সুভাষচন্দ্র বসুর অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্সে যোগদান করেন। ভারতে তখন ব্রিটিশ অত্যাচার চরমে উঠেছে। তবে বিপ্লবীরাও চুপ করে বসে ছিলেন না। মারের বদলা পাল্টা মার নীতি নিয়ে তাঁরাও ব্রিটিশ শাসনের ভীত কাঁপিয়ে দিতে লাগলেন। মাস্টারদার নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ছিল ব্রিটিশদের উপর এক চরম আঘাত। মাস্টারদা এবং তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসি হয় ১২ই জানুয়ারি ১৯৩৪ সালে। ভবানীপ্রসাদ, রবিরঞ্জন অ্যান্ডারসনকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। ভবানীর গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। এন্ডারসন তার মহিলা স্টেনোগ্রাফারের পেছনে গা বাঁচালেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

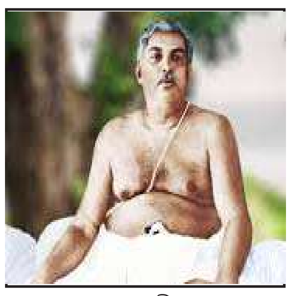

তিনি আছেন বলে সবাই সুস্থভাবে বেঁচেবর্তে থাকেন। তিনি না থাকলে এই জগ রক্ষা করা খুবই মুশকিল হতো। ঠাকুর বললেন, মা এর পুজো করতে হবে। জগতমাতার আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তবেই তিনি সাড়া দিয়ে থাকেন। মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। পাপটাকে মন থেকে দূর করে দিতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। পরম দেবতা শরীরে অবস্থান করেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জগত প্রবাহিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগত পতি।

ভগিনী নিবেদিতা

ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে ফিরে তাকালে চলবে না। সব সময় সম্মুখের দিকে তাকিয়ে চলতে হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের হচ্ছে শক্তির উৎস। শক্তির ভাণ্ডার। সমাজে নারীদের মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। নারীদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। যদি শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেরা সম্পদশালী হলে দেশটা সম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন, মা সারদা হচ্ছেন মহাশক্তি। জ্ঞানশক্তিদায়িনী। ধর্মের জয়ী সব সময়ে। অধর্মের পরাজয় ঘটে। অর্থকে ত্যাগ করে মানব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে

মহামানবদের কেন্দ্র করে বহু অলৌকিক কাহিনী ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র যা অতি বিস্ময়কর মনে হয়

বিশেষ প্রতিবেদক

এই না হলে স্বামীজীর ভাই-মহাঋষি মহেন্দ্রনাথ দত্ত। ামীজীর মেজভাই শ্রীমহেন্দ্র নাথ দত্তের এই বছর দেড়শো বছর । অনন্য এই ঋষি সুলভ মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অনেক সভা হচ্ছে জ্জ আমিও ওনার লেখার একজন বিশেষ অনুরাগী। ওনার লেখা অনুধ্যান তা সে শ্রী রামকৃষ্ণ,

স্বামী ব্রহ্মানন্দ, শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী যে বইই হোক না কেনো যেন মনে হয় চরিত্রগুলো চোখের সামনে হেঁটে বেড়াচ্ছে। আমি ওনার আরো একটা বই পড়তে খুব ভালোবাসি সেটার নাম সাধু চতুষ্টয়। বইটা যে কতবার পড়েছি বিশেষ করে মথুরা দাসের জীবন অনুধ্যান। বইটা উনি গৌরীমার সারদেশ্বরী আশ্রমে সব সত্ব দিয়ে যান। বইটা প্রথম ভোলা গিরি মহারাজের এক শিষ্য ,প্রবীণ সন্ন্যাসী আমার মাকে পড়তে দিয়েছিলেন। মাকে বলেছিলেন 'মশাই (উনি সব মেয়েদেরই বলতেন মশাই) বইটা যার লেখা উনি সাধু নন সাধুর বাপ' কাজের ভিড়ে ইদানিং ওনার দেড়শো বছরের জন্মদিনের কথা মনেই ছিলোনা। এই দুদিন আগে একটা বেল আইকন দিয়ে ইউ টিউবের একটা লেকচার শ্রী মহেন্দ্রনাথ দত্তর ওপর আসতে হঠাৎ স্মৃতির অতল থেকে একটা ঘটনা ঝিলিক দিয়ে উঠলো। বোধ হয় ইংরেজির ১৯৯৫ সাল হবে বছরটা একদম ঠিক মনে নেই হয়তো একবছর এধার -ওধার হলেও হতে পারে , গড়িয়া বিবাদী বাগ মিনিবাস টার্মিনাস থেকে একটা বাস এ উঠে সামনের সিট এ বসার জায়গা পেলাম। জানলার দিকে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক বসে, আমি বাস ছাড়ার অপেক্ষা না করে সাধু চতুষ্টয় বইটা বার করে পড়তে শুরু করলাম কারণ থিয়েটার রোড যেতে প্রায় সওয়া এক ঘন্টা লেগে যেত গড়িয়া থেকে। নিবিষ্ট মনে পড়ছি

পাশ থেকে ভদ্রলোক বলে উঠলেন 'আচ্ছা যে বইটা পড়ছেন সেটা কার লেখা খেয়াল করেছেন ?' আমি ও উত্তর দিলাম ''হ্যাঁ, শ্রী মহেন্দ্র নাথ দত্ত। উনি বললেন 'উনি কে ছিলেন জানেন ?' আমি বললাম 'স্বামীজীর পরের ভাই।'

ভদ্রলোক বলতে লাগলেন,' জানেন আপনি বইটা পড়ছেন দেখে আমি আর থাকতে পারলাম না। আমি না ,ওনাকে ভীষণ কাছ থেকে দেখেছি, ভীষণ ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছি। উনি আমার ভীষণ আপনার ছিলেন।''

এতক্ষণ আমি বই থেকে চোখ না তুলেই উত্তর দিছিলাম, কিন্তু এখন আমি বিস্ময়ে হতবাক ।তাকিয়ে দেখি ভদ্রলোক মোটা চশমার ফাঁক দিয়ে মিটিমিটি হাসছেন কিন্তূ মনটা বোধয় দূর কোনো রাজ্যে বিচরণ করছে। নিজে থেকেই বলতে শুরু করলেন 'ঢাকা থেকে সবে কলকাতায় এসেছি কলেজে ভর্তি হবো বলে তখন এদেশে আমার পরিচিত কেউ ছিল না। আমি বেলুড় মঠে যেতে একজন মহারাজের সাথে আলাপ হলো বললেন ' তা বাবা তুমি তো সিমলা স্ট্রিটের কাছেই মেসে থাকো ওখানে স্বামীজীর মেজভাই শ্রী মহেন্দ্রনাথ দত্ত থাকেন ওনাকে সবাই দাদু বলে, দেখো উনি তোমাকে আপনার লোকের মতোই ভালোবাসবেন'

ভদ্রলোক বলে যেতে থাকলেন 'আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি তো একেবারে নতুন ওনাকে চিনবো কেমন করে ?' মহারাজ উত্তর দিলেন ' সব তারাদের মধ্যে চাঁদকে চিনে নিতে যেমন অসুবিধে হয় না তেমনি ওনার চেহারা এমন যে অপরিচিত কোনো ব্যক্তিরও চিনে নিতে অসুবিধে হবে না। ওখানে পাড়ার মোড়ে একটা চায়ের দোকান আছে ওখানে সকালে বসে থাকবে উনি সকালে হাঁটতে বেড়োন। ঠিক চিনে নিতে পারবে'

ভদ্রলোক বলে যেতে থাকলেন, আমি সেই মতো পরের দিনই ওই চায়ের দোকানে গিয়ে বসে আছি। চায়ের দোকানের ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস ও করে ফেললাম,' উনিও একই উত্তর দিলেন ঔসকালে উনি হাঁটতে বেড়োন, দেখলেই চিনতে পারবেন। আসতে আসতে চায়ের দোকানেও ভিড় জমতে শুরু করেছে। আমি বসেই আছি। হালকা ঠান্ডা ও পড়েছে। হঠাৎ দেখি ফর্সা টুকটুকে, লম্বা, বেশ মোটা একজন মানুষ হেঁটে এইদিকেই আসছেন হাফ হাতা ফতুয়া, পেটের কাছের বোতামগুলো খোলা ,হাঁটু অবধি ধুতি, মন বললো ঐযে- ঐযে তিনি আসছেন। যেন মনে হলো এতদিন যে ছিলেম বসে পথ চেয়ে আর কালগুনে দেখা পেলেম ফাল্গুনে। আমি দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম 'আপনি কি দাদু মানে মহেন্দ্রনাথ দত্ত?' উনি বললেন 'হ্যাঁ ! কিন্তু তোমাকে তো চিনতে পারলাম না হে।' আমি প্রণাম করলাম এইবার দুজনে হাঁটতে হাঁটতে কথা শুরু হলো বললাম বেলুড়ের মহারাজের কথা । আমার এখানে পরিচিত কেউ নেই তাও জানালাম, বাড়ি অবধি পৌঁছে গেলাম উনি দোতলায় ওনার ঘরে নিয়ে গেলেন কিছু কথা হলো। বললেন 'মাঝে মাঝে এস'। এরপর থেকে কলেজের পর মাঝে মাঝেই চলে যেতাম দাদুর কাছে কোনো সংকোচ নেই ।একেবারে নিজের দাদু কত কথা কত ইয়ার্কি আবার কখনো সিরিয়াস কথা সেগুলো সব বুঝতামও না ।আমার টাকার তখন বড়ো কষ্ট, দেশ থেকে ঠিকমতো টাকা আসতো না ' দাদু বলতেন, তুইও ফকির আমিও ফকির। কদিন দাদুর কাছে যাওয়াতে দাদু বললেন, ওই রাস্তার মোড়ের চায়ের দোকান থেকে একটু চা খাওয়াতে পজ্জড়ি ? আমি বললাম, আমার কাছেও পয়সা নেই আপনার কাছেও নেই কি করে চা আনব? দাদু বললেন, দেখনা তোর পকেটে নিশ্চয় পাবি। আমি বললাম এই কাচা প্যান্টটা পড়ে এসেছি এর পকেটটা উল্টো করে শুকোতে দিয়েছিলাম এক পয়সাও নেই কোথা থেকে চা আনব? উনি বললেন, পকেটে হাত দিয়ে দ্যাখ চারআনা পাবি। আমি তর্ক করতে লাগলাম,বলছি না পকেটটা উল্টো করে প্যান্টটা শুকোতে দিয়েছিলাম একটা আনাও নেই। কিন্তু ওনার পীড়াপীড়িতে পকেটে হাত দিয়ে দেখতেই হলো,আমি বিস্ময়ে হতবাক ! সত্যিতো পকেটে একটা চার আনা আমি স্তম্ভিত কথা বলার অবস্থায় নেই। কোথা থেকে এল এই চার আনা ।আমার পকেট তো ফাঁকা গড়ের মাঠ ছিল ।দুজনের জন্য দুকাপ চা নিয়ে এলাম।

ভদ্রলোক বলে চলেছেন,এর আরো কিছুদিন পরের ঘটনা বর্ষাকাল সকাল থেকে তুমুল বৃষ্টি সেদিন কলেজে যাইনি। মেসেও মন টিকছিলো না। মনে হলো যাই দাদুর কাছ থেকে ঘুরে আসি। খুব বৃষ্টি দাদু বললেন, কিরে লুচি মাংস খাবি ? তুই তো লুচি মাংস খেতে ভালোবাসিস। আমি হেসে বললাম,তাতেকি আপনিও তো ভালোবাসেন কিন্তু আপনার কাছে কি পয়সা আছে? একটা টাকাও তো নেই ! উনি বললেন,বলনা খাবি কিনা ? আমি হাসলাম, উনি বললেন, ওই বেরিয়ে পড়েছে দেখবি ঠিক এগারোটা নাগাদ এসে যাবে। আমি ভাবলাম বয়েস হয়েছে তো কথা বাড়ালাম না। বৃষ্টি ক্রমশই বাড়ছে। প্রায় এগারোটা বাজতে যায় হঠাৎ সদর দরজায় ধাক্কা তার সাথে কার যেন ডাক দাদু আছেন,দাদু ? ঘড়িতে তাকিয়ে দেখি ঠিক এগারোটা। দৌড়ে গিয়ে দরজা খুললাম, দেখি এক ভদ্রলোক পুরো ভেজা হাতে একটা বড়ো টিফিন ক্যারিয়ার আমায় জিজ্ঞেস করছেন, দাদু আছেন ?

আমি শশব্যস্তে ওনাকে ওপরে নিয়ে এলাম। দাদু উঠে বসেছেন, ভদ্রলোক টিফিন ক্যারিয়ারটা মাটিতে রেখে দাদুকে প্রণাম করে বললেন, কালকে অনেক রাতে ফিরেছি আজকে তোমার জন্য লুচি মাংস করে নিয়ে এলাম। তোমার সাথে না দেখা করে গেলে ভালো লাগেনা। এইবার সত্যি আমি বাকরুদ্ধ। দাদু আমাকে গামছা এনে দিতে বললেন ভদ্রলোক মাথা মুছতে মুছতে আমাকে বলতে লাগলেন। দিল্লিতে কাজ করি কাল অনেক রাতে ট্রেন ঢুকলো দাদু লুচি মাংস খেতে ভালো বাসেন কিনা তাই আজকেই লুচি মাংস নিয়ে চলে এলাম। দেখা না করে গেলে মন খারাপ লাগে। হঠাৎ কন্ডাক্টরের চিৎকারে চটক ভাঙলো পরের স্টপেজ মিন্টো পার্ক (আমি মিন্টো পার্কে নেমে বেলভিউয়ের সামনে দিয়ে হেঁটে থিয়েটার রোড পৌঁছে যেতাম) আমিও যেন কোনো ঘোরের মধ্যে চলে গেছিলাম। ভদ্রলোকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পরের স্টপে নেমে গেলাম । শেষের ঘটনা শুনে একটা ভাবনা গ্রাস করে ফেলেছিলো এটার নামই কি বিশ্বমনের সাথে এক হয়ে যাওয়া। এরপরের আরেকটা ঘটনা আমার বাবার কাছে শোনা। বলেছিলেন একই রকমের আক আশ্চর্য অবাক হওয়ার কাহিনী।

বিশ্বের দরবারে ভারতের আর্থিক উন্নয়ন এখন চ্যালেঞ্জ

ভারতীয় অর্থনীতি চ্যালেঞ্জের মুখে ঃ উন্নয়নের পথে বাধা ও সম্ভাবনার সন্ধান। ভারতীয় অর্থনীতি বর্তমানে এক জটিল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। একদিকে বিগত কয়েক বছরে দেশের জিডিপি বৃদ্ধির হার কিছুটা স্থিতিশীলতা দেখালেও, অন্যদিকে একাধিক কাঠামোগত সমস্যা এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এই অগ্রগতিকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। মূল্যস্ফীতি, বেকারত্ব, শিল্পোৎপাদন হ্রাস, কৃষি খাতের সংকট, এবং আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা কমে যাওয়া;এই সব মিলিয়ে অর্থনীতির উপর এক ধরণের চাপ তৈরি হয়েছে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং নীতি নির্ধারকদের জন্য এই পরিস্থিতি যেমন চ্যালেঞ্জ, তেমনি এটি সঠিক পদক্ষেপ নিলে উন্নয়নের নতুন পথও খুলে দিতে পারে।

প্রথমত, মূল্যস্ফীতি এখন সাধারণ মানুষের জীবনে এক বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। খাদ্যপণ্যের দাম থেকে শুরু করে জ্বালানির খরচ; সব কিছুর দাম বাড়ায় নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির উপর বাড়তি চাপ পড়ছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতেও এর প্রভাব স্পষ্ট, কারণ কৃষকদের উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ায় তাদের লাভ কমে যাচ্ছে। একই সঙ্গে, বেকারত্বের হার তরুণ প্রজন্মের মধ্যে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। চাকরির বাজারে নতুন সুযোগ তৈরি হলেও, সেই সুযোগের সংখ্যা এবং গুণগত মান অনেক ক্ষেত্রেই পর্যাপ্ত নয়। এর ফলে শিক্ষিত তরুণদের একটি বড় অংশ হতাশায় ভুগছে।

দ্বিতীয়ত, শিল্পোৎপাদনের গতি মন্থর হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে ছোট ও মাঝারি শিল্প খাত, যা দেশের কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস, তা নানা সমস্যার সম্মুখীন। কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি, সরবরাহ চেইনের ব্যাঘাত, এবং অর্থায়নের সীমাবদ্ধতা অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসাকে বন্ধ হওয়ার মুখে ঠেলে দিচ্ছে। ডিজিটালাইজেশন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার ক্ষেত্রে অনেক প্রতিষ্ঠান পিছিয়ে পড়ছে, যার ফলে তারা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছে না।

কৃষি খাতের সমস্যাও অর্থনীতির উপর বড় প্রভাব ফেলছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অনিয়মিত বৃষ্টিপাত ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ফসলের ক্ষতি করছে, যা খাদ্য নিরাপত্তা ও গ্রামীণ আয়ের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। কৃষি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা চললেও, বাস্তবায়নে নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এর ফলে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্য এখনও অনেক দূরে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ভারতীয় অর্থনীতি চাপের মুখে পড়েছে। বৈশ্বিক অর্থনীতির মন্থর গতি, প্রধান বাণিজ্য সহযোগী দেশগুলির আমদানি চাহিদা হ্রাস, এবং ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা রপ্তানি খাতকে প্রভাবিত করছে। প্রযুক্তি ও পরিষেবা খাতে কিছুটা ইতিবাচক প্রবণতা থাকলেও, উৎপাদন শিল্পের উপর আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ও আমদানি নির্ভরতা এখনো উদ্বেগের বিষয়। এ অবস্থায় নীতি নির্ধারকদের জন্য প্রয়োজন সাহসী ও বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ। অবকাঠামো উন্নয়ন, বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, শিল্প ও কৃষিতে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, এবং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির দিকে জোর দেওয়া অপরিহার্য। বিশেষ করে, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় সংস্কার এনে তরুণদের আধুনিক কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত করা দরকার। একইসঙ্গে, আর্থিক খাতকে শক্তিশালী করে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সহজে ঋণপ্রাপ্তির সুযোগ বাড়াতে হবে। ভারতীয় অর্থনীতি বহুবার সংকট মোকাবিলা করে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। এই মুহূর্তে যে চ্যালেঞ্জগুলো রয়েছে, সেগুলি সঠিক নীতি, দূরদৃষ্টি ও সহযোগিতার মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব। তবে এর জন্য রাজনৈতিক মতভেদ পেরিয়ে দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া জরুরি। কারণ অর্থনীতি কেবল সংখ্যার খেলা নয়, এটি কোটি কোটি মানুষের জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ করে।

যদি সাহসী পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তবে বর্তমান সমস্যাগুলি উন্নয়নের পথে বাধা না হয়ে বরং নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে পারে। আর যদি দেরি হয়, তবে এই সংকট গভীরতর হয়ে ভবিষ্যতের অগ্রগতিকে থামিয়ে দিতে পারে। ভারতীয় অর্থনীতির এই সন্ধিক্ষণে, সঠিক দিকনির্দেশ ও সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টাই পারে দেশকে আবারও স্থিতিশীল ও টেকসই উন্নয়নের পথে ফিরিয়ে আনতে। ভারতের আর্থিক উন্নয়ন এখন অতি ধীর গতিতে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। যদি এই রকমভাবে আর্থিক অগ্রগতি হতে থাকে তাহলে কিন্তু ভারত ক্রমশ সমানের দিকে এগিয়ে চলতে থাকবে। বিশ্ব আর্থিক অবস্থা ক্রমশ জটিল হতে শুরু করে দিয়েছে। বিশ্ব উন্নয়ন দ্রুত গিতে এগোতে পারছে না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে যুদ্ধের পরিবেশ। ইউক্রেন এবং ইজরায়েল যুদ্ধ বিশ্বের আর্থিক উন্নয়নের গতিতে একেবারে শ্লথ করে দিয়েছে। ভারত পাকিস্তান, চিনের মধ্যে সামরিক উত্তেজনা রয়েছে। ভারত খুবই মাথা ঠাণ্ডা করে সামনের দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে চিন ভারত এখন সামরিক উত্তেজনা প্রশমিত করেছে।

অবৈধ ভোটার তালিকা ইস্যুতে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি উত্তপ্ত

বিশেষ প্রতিবেদক

অবৈধ ভোটার ইস্যুতে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক তাপমাত্রা চরমে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে উত্তাপ নতুন নয়, তবে সাম্প্রতিক সময়ে 'অবৈধ ভোটার' ইস্যু সেই উত্তাপকে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছে, এই বিতর্ক ততই বিস্তৃত হচ্ছে এবং রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশকে উত্তপ্ত করে তুলছে। শাসক দল থেকে শুরু করে বিরোধী শিবির;

সকলেই এই প্রসঙ্গকে নিজেদের রাজনৈতিক কৌশলের কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে। একদিকে শাসক দল এই অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করছে, অন্য দিকে বিরোধীরা অভিযোগ করছে যে রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ ভোটারদের মদত দিয়ে একটি ভোটব্যাংক রাজনীতি চালানো হচ্ছে। এই পরস্পরবিরোধী অবস্থানই রাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গনকে তীব্র সংঘাতে ঠেলে দিয়েছে।

রাজনৈতিক ইতিহাসে দেখা গেছে, ভোটার তালিকা নিয়ে বিতর্ক কোনও নতুন বিষয় নয়। তবে বর্তমানে বিষয়টি শুধু নির্বাচন কমিশনের কাজের সীমারেখায় আটকে নেই, বরং এটি এক বৃহত্তর রাজনৈতিক বিতর্কে পরিণত হয়েছে। বিরোধী শিবির দাবি করছে, সীমান্তবর্তী জেলা এবং কিছু অভ্যন্তরীণ এলাকায় বিপুল সংখ্যক অবৈধ ভোটার সক্রিয়, যাদের পরিচয়পত্র ও ভোটার কার্ড জাল নথির মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে। তাদের অভিযোগ, এই প্রক্রিয়া কেবল নির্বাচনের সুষ্ঠুতা নষ্ট করছে না, বরং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিতকেই দুর্বল করে দিচ্ছে।

অন্যদিকে শাসক দল এই অভি যোগকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলে আখ্যা দিচ্ছে। তাদের বক্তব্য, এই ধরনের দাবি মূলত রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজ এবং জনকল্যাণমূলক প্রকল্প থেকে মানুষের মনোযোগ সরানোর কৌশল। তারা দাবি করছে, ভোটার তালিকার হালনাগাদ প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণে এবং এই প্রক্রিয়ায় কোনও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই। ফলে এই অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই এবং এটি কেবলমাত্র নির্বাচনী রাজনীতির একটি হাতিয়ার।

এই দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে নির্বাচন কমিশনের অবস্থাও ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। কমিশন যদিও বলছে যে তারা অভিযোগগুলিকে গুরুত্ব সহকারে দেখছে এবং ভোটার তালিকার পর্যালোচনার কাজ চলছে, কিন্তু রাজনৈতিক চাপ এবং জনমতের তীব্রতা এই কাজকে আরও কঠিন করে তুলছে। বিশেষ করে, সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে ভোটার তালিকা পর্যালোচনার সময় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে।

অবৈধ ভোটার ইস্যু কেবল রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক সমস্যা নয়, এটি সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক স্তরেও প্রভাব ফেলছে। বিরোধীরা দাবি করছে, অবৈধভাবে রাজ্যে প্রবেশকারীরা শুধু ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন না, বরং তারা স্থানীয় অর্থনীতি, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক ভারসাম্যেও প্রভাব ফেলছেন। অন্যদিকে শাসক শিবির বলছে, এই ধরনের বক্তব্য সামাজিক বিভাজন এবং অবিশ্বাসের জন্ম দিচ্ছে, যা গণতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর।

রাজ্যের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এই ইস্যু একধরনের মানসিক চাপ এবং ভয়ও সৃষ্টি করছে। সাধারণ ভোটারদের মনে প্রশ্ন উঠছে; তাদের ভোটের মূল্য কি আদৌ সঠিকভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে, নাকি তা অবৈধ প্রভাবের দ্বারা বিকৃত হচ্ছে? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে দরকার নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ এবং কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ, যা নির্বাচন কমিশনের ন্যায়নিষ্ঠতার উপর নির্ভর করে।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা। শাসক বা বিরোধী;কেউই এই ইস্যুতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নয়। অনেক সময় দেখা যায়, যে দল ক্ষমতায় থাকে, তারা এই অভিযোগকে উপেক্ষা করে বা খারিজ করে দেয়, আর বিরোধী দল সেই একই ইস্যুকে হাতিয়ার করে জনমত গড়ার চেষ্টা করে। ক্ষমতার পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থানও বদলে যায়। এর ফলে মূল সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে তা রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার ক্ষেত্রেই বেশি ব্যবহৃত হয়।

রাজ্যের গণতান্ত্রিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে হলে এই প্রবণতা থেকে সরে আসা জরুরি। ভোটার তালিকা একটি দেশের গণতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তি, এবং তার স্বচ্ছতা বজায় রাখা রাজনৈতিক দলগুলির নৈতিক দায়িত্ব হওয়া উচিত। এই বিষয়ে রাজনৈতিক ঐক্যমত্য গড়ে তোলা প্রয়োজন, যাতে নির্বাচন কমিশন অবাধে এবং নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করতে পারে।

এছাড়া, নাগরিক সমাজ এবং সংবাদমাধ্যমেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সংবাদমাধ্যমকে কেবল রাজনৈতিক বিবৃতি প্রচারের বাইরে গিয়ে তথ্য-ভিত্তিক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন সামনে আনতে হবে। নাগরিক সমাজকে সচেতনতা বাড়াতে হবে, যাতে প্রতিটি নাগরিক নিজের নাম সঠিকভাবে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কি না তা যাচাই করেন এবং কোনও অনিয়ম চোখে পড়লে তা জানান। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বিতর্ক নতুন কিছু নয়, কিন্তু অবৈধ ভোটার ইস্যু এক ভিন্ন মাত্রা এনে দিয়েছে। এটি নির্বাচনকেন্দ্রিক বিতর্ক নয়।

লেখকের কলমে 'মনোহরা'

বিশেষ প্রতিবেদক

জমিদারের মন হরণ করেছিল জনাইয়ের 'মনোহরা', ইতিহাস মনে রেখেছে পরান ময়রাকে , হুগলির জনাই এর ' মনোহরা '। এই বিখ্যাত মিষ্টির স্বাদ অমৃত সমান । জনাইয়ের জমিদার তখন কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ান ছিলেন। সমৃদ্ধি ছিল শহরে। এমনই এক সময় ইংরেজ এক সাহেবের আগমনে জমিদার বাড়ি (কালীবাবুর বাড়ি) জুড়ে হইহই রইরই। মিষ্টি তো সবাই বানায়। তবে রসের বাঁধন থাকবে, ধাঁচ হবে শুকনো এমন মিষ্টি কোথায় পাওয়া যায়? সালটা ১৮৬৮ হবে, কালীবাবুর অনুরোধেই ন্যাড়া ময়রা বানালেন দুর্দান্ত স্বাদের এক মিষ্টি, নাম তখনও অজানা। ইংরেজ সাহেবের পাতে পড়তেই স্বাদ আস্বাদনে আর দেরি করলেন না। মিষ্টি মুখে দেওয়ার পরেই, এক্কেবারে মিলিয়ে গেল। আবেগে আপ্লুত সাহেব কাটা কাটা বাংলায় বললেন, এই মিষ্টি আমার মন হরণ করে নিয়েছে। ব্যস! সেই থেকে মন হরণ করা এই মিষ্টির নাম ' মনোহরা'।

ছোটকর্তা পার্বতীচরণ কোপন স্বভাবের মানুষ। অল্পেই রেগে আগুন। তাই এবার তুষ্ট করতে না পারলে শাস্তি জোটাও অসম্ভব কিছু নয়। যথারীতি অষ্টমীর দিন জমিদারবাবুরা বন্ধুবান্ধব মিলে খেতে বসেছেন। শেষপাতে পরিবেশিত হল বিশেষ মিষ্টান্ন। সকলের থালায় নিজহাতে পরিবেশন করলেন প্রাণ নাগ। অনেক কষ্ট করে বুদ্ধি খাটিয়ে বানিয়েছেন সেবারের মিষ্টি। রূপে-রঙে-রসে একেবারে নতুন। সকলে খাওয়া শুরু করেছে। কিন্তু প্রাণ ময়রার নজর শুধুমাত্র পার্বতীবাবুর দিকে। জমিদারভ্রাতা হাতে তুলেই মুখে পুরেছেন। আর বারকয়েক কামড় দিয়েছেন। হঠাৎ প্রাণ ময়রা খেয়াল করলেন বাবুর মুখ গম্ভীর। অথচ চোখ বুজে এসেছে। এ কী প্রশান্তির সংকেত নাকি বিরক্তির? বোঝার চেষ্টা চালালেন প্রাণ ময়রা। কিন্তু কিছুই মাথায় ঢুকল না। বাধ্য হয়ে জোড় হাতে দুরুদুরু বুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন লাগল বাবু? আপনি খুশি তো?' সাহিত্যের ইতিহাসকারেরা অবশ্য এই শ্রুতিগল্প মানতে নারাজ। তাঁদের মতে, উনিশ শতক নয়, মধ্যযুগ থেকেই বাংলা রসনা সংস্কৃতির সঙ্গে মনোহরার নিবিড় যোগ। 'পদ্মপুরাণে' এই বিশেষ মিষ্টান্নের উল্লেখ রয়েছে। সেই ধারাকেই নিজের গানে সংশ্লেষ করেছেন রামনিধি গুপ্ত। টপ্পা গানের বোলে মিলিয়ে দিয়েছেন মনোহরার মিষ্টত্ব। লিখেছেন, 'খাওয়াইব গন্ডা গন্ডা মনোহরা দেদো মণ্ডা খেয়ে খেয়ে যাবে প্রাণটা, বলবে বলিহারি যাই।' কথাটা কানে যেতেই চোখ খুললেন পার্বতীচরণ। তারপর একগাল হেসে বলে উঠলেন, 'শুধু ভাল? কোন অপূর্ব মিষ্টি বানিয়েছ তুমি! এ যে আমার প্রাণ হরণ করে নিল। মন হরণ করে যে, সেই তো মনোহরা!'

কথায় আছে খাদ্য রসিক বাঙালি। আর সেই খাদ্য রসিকের শেষ পাতে যদি মিষ্টান্ন না পড়ে তাহলে কিছু যেন একটা বাদ পড়ে যায় খাওয়া দাওয়া থেকে। পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রান্তে মিষ্টিমুখের মিষ্টি নিয়ে কাহিনি ও রয়েছে অনেক। ঠিক সেই রকমই এক প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে আসছে জনাইয়ের বিখ্যাত মিষ্টি মনোহরা।

ভিতরে সন্দেশ তার উপরে ডিমের খোলসের মতন চিনির আবরণ। যা মুখে দিলেই একেবারে গলে যাবে। মনোহরা ইতিহাস ২০০ বছরের। কনরম সন্দেশ গড়ে, পেস্তা, এলাচ

দেশের ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের

মালিগাঁও, ১৬ আগস্ট ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, ১৫ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে তার এখতিয়ার জুড়ে যথাযথ আড়ম্বর ও জাঁকজমকের সাথে জাতির ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করেছে। উক্ত অনুষ্ঠানটি মালিগাঁওয়ের এনএফআরএসএ কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে-এর জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব রেলওয়ে পরিবারের সদস্য সহ একটি বিশাল সমাবেশের উপস্থিতিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন।

অনুষ্ঠানে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী কন্টিনজেন্ট, টেরিটোরিয়াল আর্মি, সিভিল ডিফেন্স, ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস এবং স্কুলের বাচ্চারা একটি চিত্তাকর্ষক গার্ড অফ অনার প্রদান করে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে / নির্মাণ সংস্থাও এই দিবসটি উদ্‌যাপন করে, যেখানে শ্রী অরুণ কুমার চৌধুরী, জেনারেল ম্যানেজার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ)-এর অফিসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পাঁচটি ডিভিশন, অর্থাৎ তিনসুকিয়া, লামডিং, রঙিয়া, আলিপুরদুয়ার এবং কাটিহারও এই অনুষ্ঠানটি উদ্‌যাপন করে, সংশ্লিষ্ট ডিভিশনেল রেলওয়ে ম্যানেজাররা প্রতিটি ডিভিশনে জাতীয় তিরঙ্গা উত্তোলন করেন। বিশাল জনসমাগমের উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার সময়, জেনারেল ম্যানেজার গর্বের সাথে বছরের মধ্যে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে-এর উল্লেখযোগ্য সাফল্যগুলি শ্বেয়ার করেন, যা ৩৯ 'বিকশিত ভারত-২০৪৭' এর জন্য ২৪x৭ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি ২০২৫ সালের জুন-জুলাই মাসে জাতিঙ্গা লামপুর এবং দিহাখো-মুপা সেকশনে ভয়াবহ লেন্সলাইডের পর রেলপথ পুনরুদ্ধারে রেল কর্মীদের বীরত্বপূর্ণ প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। সুরক্ষার উপর উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে-এর গুরুত্ব তুলে ধরে শ্রী শ্রীবাস্তব জানান যে ১১টি স্টেশনে ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং চালু করা হয়েছে, ১১টি লেভেল ক্রসিং গেট ইন্টারলক করা হয়েছে এবং ২২.২৯ রুট কিলোমিটার অটোমেটিক ব্লক সিগন্যালিং সম্পন্ন হয়েছে। আরও ১৭ টি স্টেশন এবং ১,৪৫০ টি এলএইচবি কোচে অগ্নি সনাক্তকরণ ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে, এবং লামডিং- বদরপুর পাহাড়ি অংশে লেন্সলাইড পুনরুদ্ধার পর্যবেক্ষণের জন্য প্রথমবারের মতো ড্রোন প্রযুক্তি মোতায়েন করা হয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, রানিং স্টাফদের সতর্কতা এবং এআই-ভিত্তিক অনুপ্রবেশ সনাক্তকরণ ব্যবস্থার কারণে এই বছর কোনও হাতির হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। জেনারেল ম্যানেজার অপারেশন, রাজস্ব এবং পরিকাঠামোগত ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির কথা বলেন। ২০২৪-২৫ সালে এখন পর্যন্ত চারটি নতুন ট্রেন পরিষেবা চালু করা হয়েছে এবং ৪৬১টি বিশেষ ট্রেন ট্রিপের মাধ্যমে ৫.৫ লক্ষ অতিরিক্ত বার্থ দেওয়া হয়েছে। নিশ্চিন্তপুর, ধামালগাঁও, মির্জা, বিশ্রামগঞ্জ এবং বালুরঘাটে নতুন মালবাহী টার্মিনাল চালু হওয়ার ফলে যাত্রী আয় ১১.৮৫ এবং মালবাহী আয় ৭.৮৭ বৃদ্ধি পেয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ১,০৪৩ রুট কিলোমিটার বিদ্যুৎতায়ন সম্পন্ন করেছে, ভৈরবী-সাইরাং এবং আরারিয়া- গলগলিয়ার মধ্যে নতুন লাইন চালু করেছে এবং প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে হয়বরগাঁও স্টেশনের ঐতিহাসিক উদ্বোধন প্রত্যক্ষ করেছে। স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে, মালিগাঁওয়ের সেন্ট্রাল হাসপাতালে নবনির্মিত মহিলা সার্জিক্যাল এবং অর্থোপেডিক ওয়ার্ড, চারটি উন্নত কেবিন, একটি পিজি ডাক্তারের হোস্টেল এবং ডরমেটরি এবং একটি উন্নত ল্যাসোট্রনিক্স লেজার ডায়োড সিস্টেম উদ্বোধন করা হয়েছে। কিডনি রোগীদের উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য পিপিপি মডেলের অধীনে একটি নতুন কিডনি ডায়ালাইসিস মেশিনও চালু করা হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে, জিএম নতুন যাত্রী ও কর্মী সুযোগ-সুবিধার উদ্বোধন করেন এবং রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন, যা বছরে ৭৩৮ জন পলাতক শিশু, ৮৯ জন পাচারের শিকারকে উদ্ধার করে এবং ৯২ জন অবৈধ অভিবাসী এবং ৭৮ জন দালালকে গ্রেপ্তার করে। এন.এফ. রেলওয়ে ওমেন ওয়েলফেয়ার অরগনাইজেশন-এর সদস্যরা মালিগাঁওয়ের সেন্ট্রাল হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিতরণ করে দিবসটি উদযাপন করেছেন। জিএম জোনের মধ্যে কল্যাণমূলক কর্ম, শিক্ষা এবং পরিবেশ সংরক্ষণে এন.এফ. রেলওয়ে ওমেন ওয়েলফেয়ার অরগনাইজেশন -এর অবদানের জন্য বিভিন্ন কাজের জন্য ধন্যবাদ ও প্রশংসা করেন। আমিনগাঁওয়ের ইকো পার্কে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপনটি শেষ হয়, যেখানে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততার জন্য বৃক্ষরোপণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সচেতনতামূলক প্রচারণার আয়োজন করে, যা রেলওয়ে সম্পত্তির রক্ষক এবং সামাজিক মূল্যবোধের রক্ষক উভয়ের ভূমিকাকেই পুনর্ব্যক্ত করে।

ফরাক্কার দ্বিতীয় সেতু পুজোর আগেই চালু, উত্তর-দক্ষিণবঙ্গের সড়ক যোগাযোগে আসছে নতুন গতি

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৬ আগস্ট ঃ পুজোর আগেই শেষ হচ্ছে বহুল প্রতীক্ষিত ফরাক্কার দ্বিতীয় সেতুর নির্মাণকাজ। ইতিমধ্যেই সেতুর মূল কাঠামো দাঁড়িয়ে গেছে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর, এখন শুধুমাত্র শেষ মুহূর্তের কাজ-সড়ক চিহ্নিতকরণ, আলোকসজ্জা এবং নিরাপত্তা বেষ্টনী বসানোর প্রক্রিয়া চলছে জোরকদমে। সবকিছু পরিকল্পনা মতো চললে দুর্গাপুজোর আগেই যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে নতুন এই চার লেনের সেতুটি। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এটি এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে বলেই মনে করা হচ্ছে। ২০১৮ সালে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রকের উদ্যোগে শুরু হয়েছিল এই প্রকল্প। প্রায় ৬২২ কোটি টাকা ব্যয়ে সেতুর নির্মাণকাজ হাতে নেয় জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সেতু তৈরি করতে গিয়ে একাধিক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল নির্মাণ সংস্থাকে। কখনও খারাপ আবহাওয়া, কখনও শ্রমিক সমস্যা, কখনও যন্ত্রপাতি সরবরাহে জটিলতা, এমনকি করোনা পরিস্থিতিতেও কাজ দীর্ঘ সময় থমকে যায়। নির্ধারিত সময়সীমা বারবার পিছিয়ে যায়। তবুও অবশেষে সমস্ত জটিলতা কাটিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে সেতুর কাঠামো, যা উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের মানুষের কাছে স্বস্তির খবর। ফরাক্কার গুরুত্ব নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। এই সেতুর উপর দিয়েই কার্যত উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে সড়ক যোগাযোগের প্রধান স্রোত বয়ে যায়। প্রতিদিন হাজার হাজার ছোট-বড় গাড়ি যাতায়াত করে এই পথে। ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক এই অঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র। কিন্তু ফরাক্কা ব্যারাজের উপর যে পুরনো সেতুটি রয়েছে, তা মাত্র দু'লেনের। অথচ জাতীয় সড়কের দু'দিকে চার লেনের রাস্তা। ফলে সেতুর উপর এসে গাড়ির গতি হঠাৎই কমে যায়। দিনের পর দিন যানজটের সমস্যায় নাজেহাল হতে হয়েছে যাত্রী ও পরিবহণ ব্যবসায়ীদের। উৎসবের মরসুমে বা ছুটির দিনে এই পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। অ্যাম্বুল্যান্স আটকে পড়া থেকে শুরু করে জরুরি পরীক্ষার্থীর দেরি, বহু সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে সাধারণ মানুষকে। এই প্রেক্ষাপটে নতুন চার লেনের সেতুর গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, নতুন সেতুটি চালু হলে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের দূরত্ব কার্যত কমে যাবে। যাত্রাপথে সময় সাশ্রয় হবে আধা ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা পর্যন্ত। পুরনো সেতুর উপর চাপ অনেকটাই কমবে, ফলে গাড়ির গতি বাড়বে এবং যানজটের সমস্যাও অনেকটা লাঘব হবে। উত্তরবঙ্গের পর্যটন শিল্পও উপকৃত হবে। দার্জিলিং, ডুয়ার্স বা শিলিগুড়ির মতো জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্রে দক্ষিণবঙ্গ থেকে যাতায়াত অনেক সহজ হবে। অন্যদিকে, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এই সেতু বড় ভূমিকা নেবে। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ বা বিহার-ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে সংযোগ দ্রুত হবে। কৃষিজাত পণ্য, শিল্পপণ্য বা অন্যান্য মালপত্র পরিবহণের গতি বাড়বে। এর ফলে শুধু রাজ্যের অর্থনীতিই নয়, সমগ্র পূর্ব ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে গতি আসবে। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে এই সেতু শুধু একটি অবকাঠামোগত উন্নয়ন নয়, বরং বহু দিনের স্বপ্নপূরণ। তাঁদের মতে, এই সেতু চালু হলে দীর্ঘ দিনের ভোগান্তি অনেকটাই কমবে। বহুবার পুরনো সেতুর যানজটে পড়ে দেরি হয়েছে অফিসগামী মানুষদের, সমস্যায় পড়েছে স্কুল-কলেজের পড়ুয়ারা। দুর্গাপুজোর মতো সময়ে নতুন সেতু খুলে যাওয়া নিঃসন্দেহে তাঁদের কাছে এক বড় উপহার। সব মিলিয়ে, ফরাক্কার দ্বিতীয় সেতু চালু হওয়া শুধু একটি প্রকল্প সম্পূর্ণ হওয়ার খবর নয়, বরং রাজ্যের উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করার প্রতীক। বহু প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে এই সেতু উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গকে আরও কাছাকাছি নিয়ে আসবে। এটি প্রমাণ করে, অবকাঠামোগত উন্নয়ন শুধু যোগাযোগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে না, বরং একটি অঞ্চলের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে। দুর্গাপুজোর আগে এই সেতুর উদ্বোধন নিঃসন্দেহে গোটা রাজ্যের জন্য এক ইতিবাচক বার্তা বহন করছে।

Government of West Bengal
ABRIDGED NOTICE INVITING TENDER
SNIT No.:- WBIW/EE/MED/ SNIT-04/2025-26

Short Tenders notice are hereby invited by the Executive Engineer, Mahananda Embankment Division from the eligible & resourceful Contractors having requisite similar nature credential for execution of restoration of embankments. Last date & time of application for Tender Form on **19.08.2025 Up to 17.00 Hours.** Details may be seen at the website : **www.wbiwd.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer
Mahananda Embankment Division
Green Park, Malda

১৭ আগস্ট পর্যন্ত জাতীয় সড়ক ১০ এ যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ আগস্ট ঃ জাতীয় সড়ক-১০-এ-তে যানবাহন চলাচলের জন্য নিষেধাজ্ঞা বাড়ানো হয়েছে। জেলা প্রশাসন ১৭ আগস্ট পর্যন্ত সব ধরণের যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, সেলফিদারা, ২৯ মাইল, ২৭ মাইল সহ জাতীয় সড়কের বিভিন্ন স্থানে এখনও ভূমিধসের ঘটনা ঘটছে। ফলে রাস্তা মেরামতের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। ধ্বংসাবশেষ অপসারণের সময় নতুন করে ভূমিধসের কারণে রাস্তা আবারও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার ১৫ আগস্ট পর্যন্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এই সময়কাল আরও বাড়ানো হতে পারে বলে আশঙ্কা ছিল। পুজোর আগে জাতীয় সড়ক ঘন ঘন বন্ধ থাকায় পর্যটন ব্যবসায়ীরা চিন্তিত। শিলিগুড়ি থেকে সিকিম যাওয়ার মূল রাস্তা বন্ধ থাকায় ব্যবসায়ীরা সমস্যায় পড়ছেন। তবে জাতীয় সড়ক-১০ বন্ধ থাকায় বিকল্প রুট ঘোষণা করেছে প্রশাসন। ভারী বা পণ্যবাহী যানবাহন গোরুবাথান, লাভা, আলঘারা এবং পেদং হয়ে যাচ্ছে। ছোট যানবাহন শিলিগুড়ি এবং পেশক রোড হয়ে তিস্তা বাজারে যাচ্ছে।

আলিপুরদুয়ারের উৎপন্ন চা দেবে বিদেশ পাড়ি

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৬ আগস্ট ঃ এবারে আলিপুরদুয়ার জেলায় উৎপন্ন চা দেবে বিদেশ পাড়ি। চায়ের নাম শুনলে চোখ জ্বলজ্বল করে উঠবে আপনার। সোনার গয়না তো কিনেছেন। একবার সোনার চা কিনে পান করে না হয় বুঝুন। এমনটাই বলছে মাঝেরডাবড়ি চা বাগান কর্তৃপক্ষ। আলিপুরদুয়ারের মাঝেরডাবরি চা বাগান এবার এমন এক চা নিয়ে হাজির হয়েছে, যার দাম শুনলেই চোখ কপালে উঠবে। প্রতি কেজির দাম এক লক্ষ টাকা। এই বিরল চায়ের নাম 'গোল্ড টি'। তবে শুধু সোনার মতো দাম নয়, এতে সত্যিই রয়েছে সোনার ছোঁয়া। আর সেই 'গোল্ড টি' নিয়েই দুবাইয়ের আন্তর্জাতিক ট্রেড ফেয়ারে পা রাখছে ডুয়ার্সের এই চা বাগান কর্তৃপক্ষ। চা বাগানের ম্যানেজার চিন্ময় ধর জানান, দুটি ধরনের সোনা আছে। তার মধ্যে একটি ' গোল্ড' বা খাওয়ার যোগ্য সোনা। সেই সোনার গুঁড়ো দিয়েই তৈরি হচ্ছে এই চা। সঙ্গে যোগ হয়েছে সুগন্ধি গোলাপের পাপড়ি। ফলে এর স্বাদ ও গন্ধ হয়ে উঠেছে অনন্য। বর্তমানে মাঝেরডাবরি চা বাগান ৪২ ধরনের স্বাদের চা উৎপাদন করছে। ডুয়ার্সের বিভিন্ন চা বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়ার আবহে মাঝেরডাবরির এই নতুন উদ্ভাবন নিঃসন্দেহে শিল্পে নতুন দিশা দেখাচ্ছে। চিন্ময় ধর বলেন, বহুদিন ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এই প্রিমিয়াম চা তৈরি হয়েছে। প্রথম দফাতেই এটি রফতানি হবে দুবাইয়ের আন্তর্জাতিক ট্রেড ফেয়ারে। পাশাপাশি দিল্লির ডাবরির আউটলেটে এর বিক্রিও শুরু হয়েছে। এবার বিদেশি বাজারে জায়গা করে নিতে চলেছে এটি। দুবাইয়ের ট্রেড ফেয়ারে প্রদর্শনের পর আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের কাছ থেকেও ভাল সাড়া পাওয়ার আশা করছি।

বেলুড় মঠে প্রথামাফিক জন্মাষ্টমীর ভোরে দেবী দুর্গার কাঠামো পুজোর মাধ্যমে পুজোর প্রস্তুতি শুরু হলো

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৬ আগস্ট ঃ বেলুড় মঠে প্রথামাফিক জন্মাষ্টমীর ভোরে দেবী দুর্গার কাঠামো পুজোর

মাধ্যমে পুজোর প্রস্তুতি শুরু হলো। শনিবার জন্মাষ্টমীর ভোরে বেলুড় মঠে দুর্গার কাঠামো পুজো হয়। এদিন ভোরে মঠের মূল মন্দিরে মঙ্গলারতির পর মন্দিরের ভিতরে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেবের মূর্তির পাশেই শুরু হয় কাঠামো পুজো। ফুল, ধূপ, বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ এবং মঠের সন্ন্যাসীদের সমবেত প্রার্থনা দিয়ে দেবীর কাঠামো পুজো হয়। প্রসঙ্গত, দেবীর এটি স্থায়ী কাঠামো। প্রতিবার দশমীতে গঙ্গায় বিসর্জিত হওয়ার পর সেটি গঙ্গা থেকে তুলে এনে রাখা হয় এবং সেটিতেই দুর্গার মূর্তি তৈরি হয়। এককথায় বলা যায় এদিন জন্মাষ্টমী থেকেই বেলুড় মঠে দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। প্রসঙ্গত, বিগত বছরগুলোর মতো এবছরও রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রধান কার্যালয় বেলুড় মঠে শ্রী শ্রী দুর্গাপূজা ২০২৫ আয়োজন করা হবে। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে, ২০২৫ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর, ৩০ সেপ্টেম্বর এবং ১ অক্টোবর যথাক্রমে সোমবার, মঙ্গলবার এবং বুধবার বেলুড় মঠে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে। ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ সোমবার সপ্তমীর পূজা শুরু হবে ভোর ৫.৩০ মিনিটে। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ মঙ্গলবার মহাষ্টমীর পূজা শুরু হবে ভোর ৫.৩০ মিনিটে। ওইদিন কুমারী পূজা শুরু হবে সকাল ৯.০০ মিনিটে। সন্ধি পূজা হবে বিকেল ৫.৪৩ মিনিট থেকে সন্ধ্যা ৬.৩১ মিনিট পর্যন্ত। ১ অক্টোবর ২০২৫ বুধবার মহানবমী। ওইদিনের পূজা শুরু হবে ভোর ৫.৩০ মিনিটে। হোম হবে শ্রী শ্রী মা দুর্গার ভোগারতির পর। পুষ্পাঞ্জলি হবে প্রতিদিন শ্রী শ্রী মা দুর্গার ভোগারতির পর। সন্ধ্যা আরতি হবে প্রতিদিন শ্রীশ্রী ঠাকুরের আরতির পর।

হোটেল ভাড়ায় জর্জরিত সাধারণ মানুষ, তারাপীঠে কৌশিক অমাবস্যায় কমছে পর্যটকদের সংখ্যা

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৬ আগস্ট ঃ আর দিন কয়েক পরেই তারাপীঠের ভাদ্র মাসের কৌশিকী অমাবস্যা। এক কথায় তারাপীঠের সবচেয়ে বড় মেগা উৎসব এটি। এমনিতে প্রত্যেকদিন দেশ ছাড়িয়ে বিদেশের বহু পর্যটক তারাপীঠ মা তারার মন্দির দর্শনের জন্য ছুটে আসেন। তবে এই ভাদ্র মাসের কৌশিকী অমাবস্যার এক অন্য প্রাধান্য এবং গুরুত্ব রয়েছে। ভক্তদের বিশ্বাস এই অমাবস্যার দিন মা তারার কাছে কোনও মনস্কামনা করলে এবং মা তারার কাছে মন ভরে প্রার্থনা করলে অসাধ্য সাধন হয়। আর সেই কারণেই প্রত্যেক বছর এই তারাপীঠ চত্বরে প্রায় কয়েক লক্ষ পর্যটকদের সমাগম ঘটে। তবে বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে কৌশিকী অমাবস্যার দিন তারাপীঠে পর্যটকদের সংখ্যা অনেকটাই কমেছে। তবে হঠাৎ কেন এমন অবস্থা হল? এই বিষয়ে পর্যটক থেকে শুরু করে প্রশাসনের দাবি প্রশাসনের তরফ থেকে একাধিকবার মানা করার পরেও বেশ কিছু হোটেল অতিরিক্ত ভাড়া নির্ধারিত করছে পর্যটকদের জন্য। অন্যদিকে তিনদিনের জন্য প্যাকেজেরও সিস্টেম করে দিচ্ছে হোটেল কর্তৃপক্ষ। আর তার ফলে মধ্যবিত্তদের পক্ষে অমাবস্যার দিন পুজো দিতে এসে তিন দিনের প্যাকেজে তারাপীঠে থেকে এত টাকা খরচা করার মত সামর্থ্য হয়ে উঠছে না। আর সেই কারণেই এই বছর হোটেল অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কোনভাবেই তিন দিনের প্যাকেজ রাখা যাবে না। কোনও পর্যটক যদি এসে একদিন থেকে মা তারা পুজো দিয়ে ফিরে যেতে চান তাহলে সেই সমস্ত পর্যটকদের একদিনের জন্যও হোটেল ভাড়া দিতে হবে সমস্ত হোটেল মালিককে। তারাপীঠ হোটেল অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি সুনীল গিরি জানান, প্রত্যেক বছর পর্যটকদের কাছ থেকে এরকম অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে যে হোটেল ভাড়া অতিরিক্ত নেওয়া হচ্ছে। আর সেই কারণেই এই বছর তিন দিনের প্যাকেজ বন্দ্ধ রাখা হয়েছে। অন্যদিকে, কৌশিক আমাবস্যা দিন তারাপীঠে আগত পর্যটকদের হোটেল সংক্রান্ত যদি কোন সমস্যা হয় সেজন্য খোলা থাকবে হেল্প ডেস্ক বলে জানা গেছে। যদি কোনও হোটেল কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত ভাড়ার দাবি করেন তাহলে সেই হেল্প ডেস্ক এ এসে জানালে হোটেল অ্যাসোসিয়েশন সঙ্গে সঙ্গে সেই হোটেলের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

স্টুডেন্টের অনুপস্থিতিতে ঘরে আটকে রেখে গৃহশিক্ষিকার শ্লীলতাহানির অভিযোগ পড়ুয়ার বাবার বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৬ আগস্ট ঃ স্টুডেন্টের অনুপস্থিতিতে ঘরে আটকে রেখে গৃহশিক্ষিকার শ্লীলতাহানির অভিযোগ পড়ুয়ার বাবার বিরুদ্ধে , লিলুয়া থানায় অভিযোগ দায়ের। নার্সারি পড়ুয়া ও তার মা বাড়িতে না থাকার সুযোগ নিয়ে টিউশন পড়াতে আসা দিদিমনির শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল স্টুডেন্টের বাবার বিরুদ্ধে। জানা গেছে, শনিবার বেলা দশটা নাগাদ হাওড়ার লিলুয়া থানা এলাকার গোলবাড়িতে ওই ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, নার্সারি ক্লাসের এক পড়ুয়াকে টিউশন পড়াতে এসেছিলেন তরুণী দিদিমণি। সেই সময় ওই পড়ুয়া এবং তার মা বাড়িতে কেউই ছিল না। জোর করে ঘরের দরজা বন্ধ করে স্টুডেন্টের বাবা ওই দিদিমণির শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ। এমনকি, সেই কথা কাউকে জানালে প্রাণে মেরে দেওয়ার হুমকির অভিযোগ উঠেছে। পেশায় ভ্যানচালক অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে লিলুয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই গৃহশিক্ষিকা তরুণী। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে লিলুয়া থানার পুলিশ। নির্যাতিতার মা বলেন, আমি সিঙ্গেল মাদার। এই কারণে আমি মেয়ের পড়ার খরচ টানতে পারি না। সেই কারণে মেয়ে টিউশনি করে। এদিন মেয়ে টিউশন পড়াতে গিয়েছিল। সেই সময় আমি কাজে গিয়েছিলাম। মেয়ে মাসির কাছে অভিযোগ করে ঘরে স্টুডেন্ট না থাকার সুযোগ নিয়ে তার বাবা ঘরের ভিতর বসিয়ে রেখে মেয়ের সঙ্গে অশ্লীল আচরণ করেন। এই আচরণ দেখে চিৎকার করে মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। অভিযুক্ত হুমকি দেয়, চিৎকার -চেঁচামেচি করলে ক্ষতি হবে। গোলবাড়ির শনি মন্দির বাসস্ট্যান্ডের সামনে ওরা ভাড়া থাকে। আমি লিলুয়া থানা এলাকার গোলবাড়ি ভট্টনগরে বাপের বাড়িতে থাকি। এদিকে, নির্যাতিতা তরুণী বলেন, আমি এদিন সকালে নার্সারি স্কুলের এক স্টুডেন্টকে পড়াতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি স্টুডেন্ট এবং তার মা নেই। তার বাবা সেখানে রয়েছে। কখন আসবে জিজ্ঞাসা করায় সেই স্টুডেন্টের বাবা জানান এক্ষুনি চলে আসবে। কিছুক্ষণ বসতে অনুরোধ করেন তিনি। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর আবার যখন জিজ্ঞাসা করলাম কখন তারা আসবে তখন তিনি বলেন যে একটু বাদেই চলে আসবে। বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকার পর যখন কেউ আসেনি তখন বেরিয়ে আসতে চাইছিলাম। কিন্তু তিনি আসতে দিচ্ছিলেন না। দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এরপর আমাকে জবরদস্তি করছিলেন। তারপর আমার সাথে অশ্লীল আচরণ করেন। এই ঘটনা কাউকে জানালে ক্ষতি হবে বলেও হুমকি দিয়েছিলেন তিনি। এই ব্যাপারে থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে।

রোগী মৃত্যুতে উত্তপ্ত মালবাজার, গাফিলতির অভিযোগ চিকিৎসকের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ১৬ আগস্ট ঃ রোগী মৃত্যুতে উত্তপ্ত মালবাজার। কর্তব্য গাফিলতির অভিযোগ চিকিৎসকের বিরুদ্ধে। মৃত্যুর কারণ জানতে সঠিক তদন্তের আবেদন পুলিশের কাছে। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার দুপুরে ডান পায়ে একটি ফোঁড়া নিয়ে মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি হয় বছর ১৯ এর অমিত ওরাওঁ। অমিতের বাড়ি রাঙামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের নিউগ্লাঙ্কো চা বাগানের ৪ নম্বর লাইনে। ভর্তির দিন সেই মোটামুটি সুস্থ থাকলেও শুক্রবার সন্ধ্যা নাগাদ আচমকাই তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। তারপর পুরুষ বিভাগের ওয়ার্ডেই মারা যায় সেই রোগী। তবে সেই ওয়ার্ডের কিছু রোগীর পরিবারের থেকে জানা গেছে, অমিত ওরাওঁ যন্ত্রনায় ছটফট করছিল। তারপরই মৃত্যু হয় তার।

সাব ট্রাফিক গার্ড ব্যারাক ও মেসের নতুন ভবনের উদ্বোধন

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৬ আগস্ট ঃ বীরহাটা সাব-ট্রাফিক গার্ডে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন নতুন ব্যারাক ও মেসের

ভবনের উদ্বোধন করলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাস। শনিবার আয়োজিত অনুষ্ঠানে জেলা পুলিশের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ট্রাফিক গার্ডে আগে যে পুরনো ভবন ছিল, সেটি ভেঙেই নতুন এই ব্যারাক ও মেস তৈরি হয়েছে। নতুন ভবনে কর্মরত পুলিশ কর্মী ও সিভিক ভলেন্টিয়ারদের থাকার পাশাপাশি খাওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পুলিশ সুপার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অর্ক ব্যানার্জি, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুরজি দে, ট্রাফিক ওসি চিন্ময় ব্যানার্জি-সহ জেলা পুলিশের অন্যান্য আধিকারিকরা। এদিন বীরহাটা সাব-ট্রাফিক গার্ডের পক্ষ থেকে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। পুলিশ কর্মী ও সিভিক ভলেন্টিয়াররা সকলে রক্তদান করেন। উদ্বোধনের সময় পুলিশ সুপার সায়ক দাস বলেন, দুর্গাপুজো-সহ নানা গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে পুলিশ কর্মীদের বাড়তি চাপের মধ্যে কাজ করতে হয়। নতুন এই ভবন তাদের বিশ্রামের ক্ষেত্রে বড় সহায়ক হবে। পুলিশ সূত্রে আরও জানা যায়, ট্রাফিক ওসি চিন্ময় ব্যানার্জির উদ্যোগে এবং বর্ধমান শহরের স্বনামধন্য ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতায় নতুন ব্যারাক ও মেস ভবনটি নির্মিত হয়েছে।

পরিদর্শনে কমিশনার

কলকাতা, ১৬ আগস্ট ঃ শ্রী সুমিত সিংহল, রেলওয়ে নিরাপত্তা কমিশনার উত্তর-পূর্ব সার্কেল আজ (১৬.০৮.২০২৫ তারিখে) দম দম ক্যান্টনমেন্ট থেকে জয় হিন্দ বিমানবন্দর পর্যন্ত হলুদ লাইনের অংশ পরিদর্শন করেছেন। তিনি মেট্রো ট্রেন পরিচালনার সমস্ত উপ-ব্যবস্থা, যেমন ট্র্যাক, ট্রেন, জরুরি প্রতিক্রিয়া বৈশিষ্ট্যগুলির বিস্তারিত পরিদর্শন করেছেন যা যাত্রী পরিষেবার জন্য যেকোনো মেট্রো সেকশন খোলার পূর্বশর্ত। তিনি দম দম ক্যান্টনমেন্ট থেকে জয় হিন্দ বিমানবন্দর মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত একটি ট্রলি পরিদর্শনও করেছেন। এছাড়াও, জয় হিন্দ বিমানবন্দর স্টেশন থেকে নোয়াপাড়া স্টেশন এবং পিছনে গতি পরীক্ষাও তাঁর উপস্থিতিতে করা হয়েছিল। অনুজ মিত্তল, প্রধান প্রধান প্রকৌশলী / মেট্রো রেলওয়ে এবং মেট্রো রেলওয়ের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এই পরিদর্শনের সময় উপস্থিত ছিলেন। যাত্রী পরিষেবার জন্য সম্পূর্ণ অংশের প্রস্তুতিতে সিআরএস সন্তোষ প্রকাশ করেছে। সিআরএসের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন পাওয়ার পর, নোয়াপাড়া থেকে জয় হিন্দ বিমানবন্দর পর্যন্ত অংশটি চালু করা হবে।

বিজ্ঞপ্তি

বীরভূম জেলার অন্তর্গত থানা- বোলপুর মৌজা- সুরুল, জেএল নং-১০৪ খতিয়ান নং-১৩২০৩ এল. আর দাগ নং-৬৪১। পরিমান ৫৩ শতক, আমি উক্ত জমির মালিক ও দখলীকার এই সম্পত্তি আমি আদিবাসী -সম্প্রদায়কে বিক্রয় করিতে চাই। যার বাজার মূল্য ৩৪,০০,০০০ /- (চৌত্রিশ লক্ষ টাকা) ক্রয় করতে ইচ্ছুক আদিবাসীবৃন্দ যোগাযোগ করুন। কালিচড়ণ কিস্কু, পিতা- কালা কিস্কু কুলবানী , বগদৌড়া, বোলপুর। মোঃ-৮৭৫৯৩৬৩৬০০

হাওড়া বিভাগ নিবিড় পরিচ্ছন্নতা অভিযানের মাধ্যমে স্বচ্ছতা অভিযানকে শক্তিশালী করছে

কলকাতা, ১৬ আগস্ট ঃ চলমান স্বচ্ছতা অভিযানের অংশ হিসেবে, পূর্ব রেলের হাওড়া বিভাগ তার নেটওয়ার্ক জুড়ে নিবিড় পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করেছে, যাত্রীদের একটি পরিষ্কার, স্বাস্থ্যকর এবং পরিবেশ বান্ধব ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে। হাওড়া, আজিমগঞ্জ, ব্যান্ডেল, কাটোয়া, তারকেশ্বর, আদি সপ্তগ্রাম, বোলপুর, মগরা এবং রামপুরহাট স্টেশনগুলিতে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। প্রচারণা চলাকালীন, স্টেশন প্রাঙ্গণ, অপেক্ষা কক্ষ, প্রদক্ষিণ এলাকা, প্ল্যাটফর্ম এবং ট্র্যাকগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিষ্কার করা হয়েছে। যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধাগুলিও পরিদর্শন করা হয়েছে, উন্নত রক্ষণাবেক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা হয়েছে। যান্ত্রিক পরিষ্কার এবং আবর্জনা অপসারণের পাশাপাশি, যাত্রী, কর্মী

এবং স্থানীয় অংশীদারদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে সংবেদনশীল করার জন্য সচেতনতা প্রচারণা চালানো হয়েছিল। রেল প্রাঙ্গণ পরিষ্কার রাখার যৌথ দায়িত্বের উপর জোর দেওয়ার জন্য সাইনবোর্ড এবং পাবলিক ঘোষণা ব্যবহার করা হয়েছিল। দেশব্যাপী স্বচ্ছতা অভিযানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে হাওড়া বিভাগ একটি পরিষ্কার এবং সবুজ রেল পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে অবিচল রয়েছে। এই ধরনের উদ্যোগ কেবল যাত্রীদের আরামই বাড়ায় না বরং পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং সম্প্রদায়ের কল্যাণেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। পূর্ব রেলওয়ে সমস্ত যাত্রী এবং নাগরিকদের কাছে তাদের সহযোগিতা প্রসারিত করার এবং একটি পরিষ্কার এবং আরও টেকসই ভবিষ্যতের লক্ষ্যে এই সম্মিলিত প্রচেষ্টায় হাত মেলানোর জন্য আবেদন করছে।

৭৯তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে বর্ধমান সদর এমআর ডিলার্স এসোসিয়েশনের উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হলো বর্ধমান সদরের বিজয়রাম জেলা অফিসে। এই সুন্দর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসোসিয়েশনের রাজ্য কমিটি মেম্বার ও ব্লক সভাপতি আব্দুস সালাম, ব্লক সম্পাদক , ব্লকের কোষাধ্যক্ষ সহ এসোসিয়েশনের অন্যান্য সদস্য সদস্যা বৃন্দ।

পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের জন্য ই-নিলাম

পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** পিএএনডিইউ-০১, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট)ঃ** ২৮-০৮-২০২৫ তারিখের **১১.০০** ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ২৮-০৮-২০২৫ তারিখের **১১.৩০** ঘণ্টা, **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, **ট্রিপ/দিনঃ** ১০৯৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-এপিডিজে-এনওকিউ-টিওআই-৫৩-২৪-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট)	নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেট পরিচালনা।

উপরের ই-নিলামটি ইতিমধ্যে ই-নিলাম পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেট মডিউলের অধীনে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Office of the Chekya Gram Panchayat
Vill+PO- Chekya, PS-Kotshila, Dist-Purulia
NIT No. 01(2025-26)

Sealed Tender is invited for the 21(Twenty-one)Nos. different works. By the Pradhan, Chekya Gram Panchayat. Date of sale of tender form on any working days from **12/08/2025 to 19/08/2025 from 12.00 noon to 3.00 pm.** Last date of dropping of sealed tender form on or before **19/08/2025 up to 12.30 pm.** Date and time of opening of tender **20/08/2025 at 1.00 pm.** For details please visit office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Chekya Gram Panchayat

OFFICE OF THE CHAKALTORE GRAM PANCHAYAT
P.O.-CHAKALTORE, PURULIA-I DEV. BLOCK, PURULIA

E- Tenders are hereby invited by the Pradhan Chakaltore Gram Panchayat under Purulia-I Dev. Block Dist:-Purulia (W.B.) ie. **WBPUR/CGP/NIeT-02/25-26 DATED - 14.08.2025.MEMO NO 103/ CGP/2025 .**, Documents download/sale start date **18.08.2025 from 10.00 AM.** Bid Submission closing date **25.08.2025 (upto 11.00 AM)** . Date of Opening of E-Tender on **29.08.2025 (at 11.30 am)** at G.P.Office Meeting Hall. For more details contact with the Pradhan Chakaltore GP in office hours.

Sd/- Pradhan
Chaklatore Gram Panchayat

ইয়ার্ড উন্নয়নের সাথে সংযুক্ত সিগন্যালিং-এর কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ আরএন-এসটি-১৫-২০২৫-২৬, তারিখ ঃ ১৩-০৮-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার নং ঃ** আরএন-এসটি-১৫-২০২৫-২৬; **কাজের নাম ঃ** রঙিয়া ডিভিশনের বিজি-I সেকশনে কৈঠালকুছি, টিহু, পাঠশালা, সরুপেটা বরপেটা রোড এবং সরভোগ স্টেশনে ইয়ার্ড উন্নয়নের জন্য সিগন্যালিং-এর কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪৩,৬৫,১৪৮.৪২/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৮৭,৩০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৫:০০** ঘন্টায় এবং খোলা **০৮-০৯-২০২৫** তারিখে **১৫:৩০** ঘন্টয়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এস অ্যান্ড টি), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Shaping Dual Intelligence
GTT DATA SOLUTIONS LIMITED
(Formerly known as Cinerad Communications Limited)

CIN: L62099WB1986PLC218825
নিবন্ধিত অফিসঃ ৮০ বুরতোলা স্ট্রিট, বড়বাজার, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০৭
যোগাযোগঃ +৯১ ৭৭১৯৯ ১৩৩৫১ । ইমেলঃ **compliance@gttdata.ai** I ওয়েবসাইটঃ **www.gttdata.ai**
৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত একত্রিত আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি (লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩০.৬.২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩১.৩.২৫ (পরীক্ষিত) (নোট ৩)	৩ মাস শেষে ৩০.৬.২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১.৩.২৫ (পরীক্ষিত)
১.	কার্যক্রম থেকে রাজস্ব	২,৫৪৩.৫৩	৫০১.৭০	৩০৪.৯৪	১,৬১২.৮৪
২	ব্যতিক্রমী আইটেম এবং করের আগে লাভ /(ক্ষতি)	(৩৮৫.৭৪)	(৪২৪.০৩)	(১০৬.৯৬)	(৬৮০.২৯)
৩	কর আগে লাভ / (ক্ষতি)	(৩৮৫.৭৪)	(৪২৪.০৩)	(১০৬.৯৬)	(৬৮০.২৯)
৪	কর পরে লাভ / (ক্ষতি)	(৪১১.১৩)	(৪১৬.৮৬)	(১২১.৬৪)	(৭০৬.১১)
৫	এই সময়ের জন্য কর পরবর্তী লাভ / (ক্ষতি)	(৪৫১.৭০)	(৪৪৭.১০)	(১০৬.৭৪)	(৭৪৮.৮৬)
৬	এই সময়ের জন্য মোট সামগ্রিক আয়	(৪১১.১৩)	(৪৩০.১৫)	(১২১.৬৪)	(৭১৯.৪০)
৭	ইকুইটি শেয়ার মূলধন (১০ টাকা প্রতি)	৪,১৪২.৪২	২,৩৯৫.২৪	১,৯১৬.১৯	২,৩৯৫.২৪
৮	মোট সংরক্ষিত	--	--	--	২,৭৭৯.৫৫
৯	প্রতি ইকুইটি শেয়ার আয় ভিত্তি				
	মূল	(০.৯৮)	(২.১৬)	(০.৬৩)	(৩.৬২)
	মিশ্র	(০.৯৮)	(২.১৬)	(০.৬৩)	(৩.৬২)

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি (লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩০.৬.২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩১.৩.২৫ (পরীক্ষিত) (নোট ৩)	৩ মাস শেষে ৩০.৬.২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১.৩.২৫ (পরীক্ষিত)
১.	কার্যক্রম থেকে রাজস্ব	৪৭.৫৬	২৮৬.৩১	২.৭১	৪৩৭.৯৮
২	ব্যতিক্রমী আইটেম এবং করের আগে লাভ /(ক্ষতি)	(৪১১.১১)	(৪৫৩.৯৯)	(৮০.৬১)	(৮৬৮.১৫)
৩	কর আগে লাভ / (ক্ষতি)	(৪১১.১১)	(৪৫৩.৯৯)	(৮০.৬১)	(৮৬৮.১৫)
৪	কর পরে লাভ / (ক্ষতি)	(৪১১.১১)	(৪৫৩.৯৯)	(৮০.৬৮)	(৮৬৮.২২)
৫	এই সময়ের জন্য মোট সামগ্রিক আয়	(৪১১.১১)	(৪৫৩.৪৬)	(৮০.৬৮)	(৮৬৮.৬৯)

দ্রষ্টব্য
১. উপরে উল্লেখিত তথ্যগুলি SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি উদ্ধৃতি। বিস্তারিত ফর্মাটে তিন মাস ফলাফল, BSE ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.gttdata.ai-তে পাওয়া যাবে। নীচে প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করেও এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারেঃ
২. অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (স্বতন্ত্র এবং সমন্বিত) অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১৪ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা এই ফলাফলের উপর একটি অপরিবর্তিত নিরীক্ষা মতামত প্রকাশ করেছেন।
৩. ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যানগুলি আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া নয় মাসের সীমিত পর্যালোচনা করা পরিসংখ্যানের মধ্যে পার্থক্যকে প্রতিনিধিত্ব করে।
৪. বর্তমান সময়ের শ্রেণীবিভাগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যানগুলি পুনর্গঠিত / পুনঃশ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে এবং তাদের পক্ষে
স্বা /-পঙ্কজ রমেশ সামানি
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN:06799990

তারিখঃ ১৪-০৮-২০২৫

চাষবাস

পাহাড়ে লাগাতার বর্ষণে আশার আলো দেখছেন চা চাষিরা

এবার চাষীরা আশা করছেন চা ভালো হবে। লাগাতার বর্ষণে ভাসছে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের একাধিক এলাকা। সেই সময় কার্যত অনাবৃষ্টির পরে পর্যাপ্ত বৃষ্টি পেয়ে খুশি চা চাষি মহল। তাঁদের আশা বৃষ্টির দাপটে কমবে রোগ পোকার আক্রমণ। বা।বে উপাদন।

উত্তরে বর্ষার সূচনা হয় ১০ জুন। এবার নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে ২৯ মে বর্ষা ঢুকলেও শুরুতে একটানা বৃষ্টির দেখা মেলেনি। বিক্ষিপ্তভাবে যতটুকু বৃষ্টি হয়েছিল তা যথেষ্ঠ ছিল না বলেই জানিয়েছিলেন শ্রমিকরা। তারপরই তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি থেকে ৩৬ ডিগ্রি

অ্যাসোসিয়েশনর চেয়ারম্যান রজত রায় কার্জি বললেন, আবহাওয়া পরিবর্তনের জেরে উত্তরের চা শিল্পে উৎপাদনে ঘাটতি বেড়েই চলেছে। লোকসানের ধাক্কায় ইতিমধ্যে পাহড়-সমতলে ১৯টি বড় চা বাগান বন্ধ হয়েছে। বেকার হয়েছেন প্রায় ৪০ হাজার শ্রমিক। ধুকে চলছে

ক্ষুদ্র চা চাষি সংগঠন সূত্রে জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর এবং শিলিগুড়ি মহকুমায় ৫০ হাজার ছোট চা বাগান রয়েছে। সেখানে বছরে গড়ে ১ হাজার ২৫০ মিলিয়ন কেজি কাচা চা পাতা উৎপাদন হয়। ওই সমস্ত বাগানে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। বৃষ্টি না হওয়ায় চা বাগানের বেহাল দশায় তাঁদের ভবিষ্য অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। তবে প্রকৃতি তাঁদের বাঁচিয়ে দিয়েছে বলে জানাচ্ছেন তাঁরা।

সেলসিয়াসে পৌঁছে যায়। সেই সঙ্গে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় চা বাগানে লুপার, লাল মাক।সার তাণ্ডব বেড়েছে। রাতারাতি হেক্টরের পর হেক্টর বাগানে গাছের পাতা খেয়ে ফেলছিল পোকা। ফলে গাছের বৃদ্ধি কমে যায়। ওই পরিস্থিতিতে যখন চা পাতা উৎপাদন উদ্বেগজনক ভাবে কমে যাওয়া শঙ্কা বেড়েছিল ঠিক তখন শুরু হয়েছে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হয়। যার ফলে খুশির হাওয়া চা বলয়জড়ে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড ফোরাম অফ স্মল টি গ্রোয়ার্স আরও অন্তত দশটি চা বাগান। পুজোর মুখে সেগুলোর ঝাঁপ বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এরই মধ্যে ভারী থেকে অতিভারী বর্ষণের দেখা মিলতে আশার আলো জেগেছে। নর্থ বেঙ্গল টি প্রডিউসার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি তথা দার্জিলিং পাহাড়ে কয়েকটি চা বাগান মালিক সতীশ মিত্রুকা পর্যাপ্ত বৃষ্টি নিয়ে বলেন, এটা চা শিল্পে আশীর্বাদের মতো। বৃষ্টির অভাবে এবার মরশুমের শুরু থেকে উৎপাদন মার খেয়েছে। এখন দেখা যাক কতটা ঘাটতি পূরণ হয়।

অতি বর্ষণে শোলার দাম বাড়ল তিনগুণ, পুজোর আগে ক্ষতির আশঙ্কা শিল্পীদের

অতি বর্ষণের জেরে ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে শোলা চাষের। এবছর শোলার জোগানের অভাবে সংকটের মধ্যে পড়েছেন মঙ্গলকোটের বনকাপাসি গ্রামের শিল্পীরা। শোলার যে বাজারমূল্য থাকে তার চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি দাম দিয়ে কিনতে হচ্ছে। অথচ ও বিক্রি হয় শারদোসবের মরশুমে। দুর্গাপুজো থেকে জগদ্ধাত্রী পুজো পর্যন্ত কয়েক কোটি টাকার শোলার সাজের কারবার চলে।

কিন্তু এবছর অতিবর্ষণের প্রভাব পড়েছে শোলাশিল্পে। স্থানীয় শোলাশিল্পী প্রসাদ ঘোষ, কাশীনাথ পালরা বলেন, ‘ বেশিরভাগ দাম বেড়ে গিয়েছে।

শোলাশিল্পীরা জানান, বনকাপাসি গ্রামের শোলার কাজ দুর্গাপুজোর সময় অসম, উত্তরপ্রদেশ, ত্রিপুরা, দিল্লি ও দক্ষিণ ভারতেও যায়। এছাড়া বিদেশ থেকেও অর্ডার আসে। সেই অনুযায়ী, বছরের প্রথম দিকেই বরাত নিয়ে নিয়েছেন

পুজোকমিটি বা উদ্যোক্তাদের সঙ্গে দামের চুক্তি সাত-আট মাস আগেই হয়ে গিয়েছে। চড়া দামে শোলা কিনে সাজসজ্জা বিক্রি করে আখেরে এবছর ক্ষতির মুখে পড়তে চলেছেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন শোলাশিল্পীরা।

মঙ্গলকোটের বনকাপাসি গ্রাম। পঞ্চাশটির কাছাকাছি শোলারসাজ তৈরির কারখানা রযেছে। এই গ্রামের প্রায় হাজার দেড়েক মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরক্ষোভাবে শোলা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। সারা বছরই কমবেশি শোলার সাজের চাহিদা কমবেশি থাকে। তবে সবচেয়ে বেশি শোলার সাজ তৈরি কাঁচামাল আসে নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ থেকে। কিছু আসে জয়নগর এলাকা থেকে। কিন্তু এবছর অতিবর্ষণের কারণে শোলার জোগান একেবারে কম। যেটুকু মাল পাওয়া যাচ্ছে তা দ্বিগুণ, আড়াই গুণ দাম দিয়ে কিনতে হচ্ছে। কিন্তু আমরা অর্ডার ধরেছি জানুয়ারি ফ্রেবুয়ারি মাস থেকেই। তাই চড়া দামে শোলা কিনে আমাদের ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে।’’

আগে শোলার একটি বান্ডিল (১২ পিস) কেনা পড়ত ৪০-৫০ টাকা। এখন প্রতি পিস ১০-১২ টাকা অর্থাৎ ওই বান্ডিলের দাম পড়ছে ১২০-১৪০ টাকা। প্রায় তিনগুণ

শোলাশিল্পীরা। কিন্তু এবছর শোলার দাম যে এতটা চড়া হবে তা অনুমান করতে পারেননি কেউ।

শিল্পী ভুবন গড়াই বলেন, সপ্তাহ দুযেকের মধ্যেই আমরা শোলার সাজ অর্ডার অনুযায়ী পাঠিয়ে দিতে শুরু করব। তার সমস্ত মাল তৈরি রাখতে হবে। কিন্তু একদিকে যেমন শোলার যোগান কম, পাশাপাশি শ্রমিকেরও অভাব রযেছে। তাছাড়া এই পেশায় নতুন প্রজন্ম আসতে চাইছে না। তাই সবদিক থেকেই আমাদের এবছর খারাপ পরিস্থিতি চলছে। কীভাবে বরাত অনুযায়ী, সাজ নির্দিষ্ট সময়ে ডেলিভারি দেব তাই নিয়ে চিন্তায় রয়েছি।

জয়নগরে খেলা দিবস উপলক্ষে নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১৬ আগস্ট ঃ খেলাধূলা হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের থেকে।বর্তমান সময়ের ছেলে মেয়েরা খেলাধূলায় সময় না দিয়ে মোবাইলে সময় বেশি করে দিচ্ছে। খেলাধূলার মধ্যে দিয়ে শরীর চর্চা হয়।পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলার প্রতি মনোসংযোগ থাকলে শরীর, স্বাস্থ্য ও মন সব ঠিক থাকে।তাইতো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬ ই অগাস্ট দিনটিকে খেলা হবে দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন।আর তাই এই দিনটিতে সারা রাজ্যে সরকারি উদ্যোগে খেলা হবে দিবস পালন করা হয়।জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার উদ্যোগে এই উপলক্ষে ১৫ ই অগাস্ট থেকে তিনদিনের নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় পৌরসভার ইন্দিরা উদ্যানে।শুক্রবার এই খেলার সূচনা করেন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মন্ডল সহ একাধিক কাউন্সিলার।মোট ৮ টি দলের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা মূলক ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়।এবারই প্রথম মহিলা দল ফুটবল খেলায় অংশ নেন।অংশ গ্রহন কারী দল গুলো হল - জয়নগর ইনস্টিটিউশন,মজিলপুর এ কে ভি বি বিদ্যাপীঠ,মজিলপুর জে এম ট্রেনিং স্কুল জয়নগর পিসি পাল ইনস্টিটিউশন, শান্তি সংঘ, এমএলএ ফ্যান ক্লাব, জয়নগর ইনস্টিটিউশন ফর গার্লস, শ্যামসুন্দর বালিকা বিদ্যোলয়, মজিলপুর অ্যাথলেটিক্স ক্লাব, সানডে টাইমস, ১০ নম্বর ওয়ার্ড যুবশক্তি, বাইশহাটা লোকাল উন্নয়ন সংস্থা, দক্ষিণ বারাসাত ফুটবল ক্লাব, ডিনাকা মেগা পাওযার।প্রতিদিনই এই খেলা দেখতে মাঠে উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, একাধিক কাউন্সিলার, পৌর কর্মী সহ বহু খেলা প্রেমী মানুষ জন।রবিবার এই খেলার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে।

৭৮ তম বার্ষিকী উপলক্ষে গোরখপুরে জাতীয় পতাকা উত্তোলনে করেন উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জিএম শ্রীমতী সৌম্য মাথুর

গোরখপুর, ১৬ আগস্ট ঃ উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার, শ্রীমতী সৌম্য মাথুর ১৫ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে দেশের স্বাধীনতার ৭৮ তম বার্ষিকী উপলক্ষে গোরখপুরের সৈয়দ মোদী রেলওয়ে স্টেডিয়ামে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং রেল সুরক্ষা বাহিনীর কর্মী, সিভিল ডিফেন্স অর্গানাইজেশন এবং উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস এবং রেলওয়ে স্কুলের শিক্ষার্থীদের দ্বারা উপস্থাপিত কুচকাওয়জের অভিবাদন গ্রহণ করেন।এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে, মহাব্যবস্থাপক শ্রীমতী সৌম্য মাথুর রেল কর্মচারী, তাদের পরিবারের সদস্য, রেল ব্যবহারকারীদের স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য তাদের সর্বস্ব উৎসর্গকারী মুক্তিযোদ্ধা এবং দেশপ্রেমিকদের অভিবাদন জানান। তিনি সীমান্তে নিয়োজিত সেনাবাহিনী এবং নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মীদের বীরত্ব এবং নিষ্ঠার প্রশংসা করেন।জেনারেল ম্যানেজার বলেন যে এই রেলপথের ব্রডগেজ লাইনের রেল অংশের ১০০ বিদ্যুতায়িত করা হয়েছে এবং আধুনিকীকরণের কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। মিসেস মাথুর বলেন যে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় মোট ৫৮টি স্টেশন পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে, যার মধ্যে গোমতী নগর, রামঘাট হল্ট, স্বামী নারায়ণ ছাপিয়া, গোলা গোকরনাথ, সিদ্ধার্থনগর, ময়লানি, বলরামপুর, উঝানি, হাথরাস সিটি, ইজ্জতনগর, বেরেলি সিটি, সুরেমানপুর এবং থাওয়ে স্টেশনগুলির পুনর্নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন। লখিমপুর স্টেশনের পুনর্নির্মাণের কাজও সম্পন্ন হয়েছে। বাকি স্টেশনগুলির পুনর্নির্মাণের কাজ চলছে।জেনারেল ম্যানেজার বলেন যে অবকাঠামোগত উন্নয়নের প্রক্রিয়ায়, এ বছর এখন পর্যন্ত মোট ৬১ কিলোমিটার ট্র্যাক চালু করা হয়েছে। এর মধ্যে, বিদ্যুতায়ন সহ ২৪.৯২ কিলোমিটার তৃতীয় লাইন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাহরাইচ-নানপাড়া (৩৫.৬১ কিমি) এর গেজ রূপান্তর কাজ সম্পন্ন হয়েছে, যার মধ্যে বিদ্যুতাযনও রয়েছে। তিনি বলেন, ৭টি রেল সেকশনে ব্লক প্রোভিং অ্যাক্সেল কাউন্টার (বিপিএসি) স্থাপন করা হয়েছে।

অতি বর্ষণে পাট জাঁক দেওয়ার চিন্তা নেই! লক্ষ্মীলাভের আশায় কাটোয়ার কৃষকরা

টানা বর্ষণ। ভাগীরথী নদী কানায় কানায় পূর্ণ। গ্রামীণ এলাকার ছোট নদী-নালাগুলিও ভরে রয়েছে। অতিরিক্ত বর্ষণে সবজি চাষে ক্ষতি হলেও এবছর মুখে হাসি পাটচাষিদের। কারণ পর্যাপ্ত জলের কারণে পাট জাঁক দেওয়ায় চিন্তা নেই। উপরন্তু অতিরিক্ত জলের জন্যই পাটের গুনগত মান এবছর খুব ভালো হবে। তাতে লাভও হবে প্রায় দ্বিগুণ। এমনটাই আশা করছেন কাটোয়ার পাটচাষিরা।

পাটের গুণগত মান নির্ভর করে পাটের রঙের উপর। উন্নতমানের পাট পেতে হলে জাঁক দেওয়ার সময় প্রয়োজন হয় পর্যাপ্ত জলের। কিন্তু বিগত দু’বছরে সেভাবে বৃষ্টি হয়নি। খালবিল, নালা, গ্রামীণ এলাকার জলাশয়গুলিতে সেভাবে জল ছিল না। তাই পাটের জাঁক দেওয়ার সময় চাষিদের প্রচণ্ড বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। এমনকি কৃষিজমিতে খাল কেটে সাবমার্সিবল পাম্পের জল কিনে কোনও কোনও চাষিকে পাট জাঁক দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। জলের সংকটের কারণে বিগত দু’বছর ভালো মানের পাট পাননি তাঁরা। এবছর উল্টো ছবি। তাতেই মুখে হাসি পাট চাষিদের। ভাগীরথীর তীরবর্তী এলাকায় অনেক পাটচাষ হয়। নদীর জল অনেক বেড়েছে। ছাড়িগঙ্গা থেকে নিচু জমিগুলিতে জল জমে রয়েছে। তাই জাঁক দেওয়ায় কোনও সমস্যা নেই।

কৃষিদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কাটোয়া মহকুমা এলাকায় গড়ে ৯৭৫-৯৮০ হেক্টর জমিতে পাট চাষ

হয়। তার মধ্যে কাটোয়া ১ ব্লকে প্রায় ১৭০ হেক্টর, কাটোয়া ২ ব্লকে ৪৬৫ হেক্টর, কেতুগ্রাম ১ ব্লকে প্রায় ৬৫-৭০ হেক্টর, কেতুগ্রাম ২ ব্লকে ২১৫ ও মঙ্গলকোটে ৬০ হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয়। এছাড়া পূর্বস্থলী -২ ব্লকে উল্লেখ্যযোগ্য হারে পাট চাষ হয়। প্রায় ৪০০০ হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয় পূর্বস্থলী ২ ব্লকে।

কৃষিদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, পাটগাছ তৈরি হতে সময় লাগে প্রায় ১২০ দিন। এরপর পাটগাছকে তুলে জলে জাঁক দিতে হয়। ১২০ দিনের বেশি পেরিয়ে গেলে তন্তুর মান ও রং খারাপ হয়ে যেতে পারে। আর পাট জাঁক দিতে লাগে প্রচুর জল। বিশেষ করে যেখানে জলের অল্প স্রোত থাকে সেই জলাশয় হল সবচেয়ে উকৃষ্ট। তাতে পাটের মান খুব ভালো হয়।

কাটোয়া এলাকায় সাধারণত পাট বিক্রির কোনও সমস্যা নেই। জুট কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া লিমিটেডের কাটোয়া আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে পাট ক্রয় করা হয়। গুনগত মান অনুযায়ী দাম পাওয়া যায়। ২০২৪-’২৫ বর্ষে কাটোয়াতে চাষিদের থেকে এক হাজার কুইন্টাল পাট সংগ্রহ করেছিল জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া। এবছর সেই পরিমাণ বাড়বে বলেই অনুমান।

অল্প ব্যয়ে সারাবছর আয়ের দিশা দেখাচ্ছে লেবুচাষ, কী বলছেন চাষিরা?

গতানুগতিক প্রথা ছো। বিকল্প হিসাবে পাতিলেবু চাষকেই বেছে নিচ্ছেন পূর্বস্থলীর অনেক চাষি। কারণ, অল্প ব্যয় ও পরিশ্রমে ব্যবসায়ীদের। ফলে এই চাষে লাভ যে রয়েছে তা বলাই বাহুল্য। এদিকে এতে যত্নের প্রয়োজন হয় না, তাই পরিশ্রমও কম লাগে।

অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছেন তারা। এই রাজ্যের পাশাপাশি ভিনরাজ্যে পাতিলেবু পা।ি দেওয়ায় ‘ হচ্ছে তাঁদের। কর্মসংস্থান হচ্ছে চাষের সঙ্গে যুক্ত থাকা মহিলাদেরও।

বাড়ি হোক বা অনুষ্ঠান, শরবতের দোকান হোক বা হোটেল-রেস্তোরাঁ, সারাবছর ধরেই পাতিলেবুর চাহিদা থাকে। গরম বাড়তেই সেই চাহিদা ওঠে তুঙ্গে। কোনও কোনও সময় পাতিলেবুর দাম চড়া হতেই চিন্তার ভাঁজ পড়ে যায় শরবত অত্যধিক গরম বা আর্দ্রতায় গাছের তেমন কোনও ক্ষতি হয়না। শুধু তাই নয়, একটি লেবু গাছ ফল দেয় প্রায় এক দশক ধরে। পূর্বস্থলীর এক চাষি বলেন, প্রায় কুড়ি বছর ধরে আমরা হাইব্রিড পাতিলেবুর চাষ করে চলেছি। বেশ লাভজনক চাষ। খরচ কম। যাদের জমি জায়গা বেশি আছে, তারা এই লেবুগাছ বেশি লাগাচ্ছেন। তিনি বলেন, গাছ লাগানোর দু-তিন বছরের মধ্যেই ফলন পাওয়া যায়। একটি গাছ পাঁচ থেকে দশ বছর পর্যন্ত ফল দেয়। পাতিলেবু চাষে বছরে দুবার ফল পাওয়া যায়। একটি বড় গাছে চার থেকে পাঁচ হাজার ফল মেলে। পৌষ মাষে পাতিলেবুর দামটা বেশি পাওয়া যায়। প্রতি লেবু পাইকারি ৩-৪ টাকা দরে দাম মেলে। বাকি সময়ে ২-৩ টাকা দরে বিক্রি হয়। এই লেবু নিতে ব্যবসায়ীরা বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড থেকে আসেন। লেবু তোলার জন্য প্রয়োজন হয় কর্মীদের। মহিলা কর্মীরা এই কাজে বেশি দেখা যায়। লেবু তোলার জন্য প্রতিদিন তাদের পারিশ্রমিকও মেলে বলে জানান। কৃষি বিশেষজ্ঞ পার্থ ঘোষ জানান, কাঁটা প্রকৃতির এই গাছে গবাদি পশুর উপদ্রব কম। কষ্টসহিষ্ণু এই গাছের পরিচর্যাও কম। অন্যান্য ফসলের তুলনায় পাতিলেবু চাষের ঝুঁকি অনেকটাই কম ও লাভজনক। তিনি বলেন, করোনা পরবর্তীকালে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ভিটামিন ‘ ভরপুর পাতিলেবু ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে বেশি পরিমাণে। এছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠান, হোটেলে পাতিলেবুর চাহিদা রয়েছে। এই ফসল সহজেই যেকোনও বাজারে বিক্রি হয়। তাই এখন লেবু চাষের দিকে বেশি ঝোঁক বেড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

মধ্যপ্রদেশে ট্রাক-ট্রাভেলার মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ৪, আহত ৭

শিবপুরী, ১৬ আগস্ট ঃ মধ্যপ্রদেশের শিবপুরী জেলায় এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি ঘটেছে , শনিবার শিবপুরী-ঝাঁসি জাতীয় সড়কে। জানা গেছে ,একটি ট্রাক ও যাত্রিবাহী ট্রাভেলার বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন কমপক্ষে ৪ জন, গুরুতর আহত হয়েছেন আরও ৭ জন। এদিন পুলিশ সূত্রে জানা গেছে , গুজরাটের একটি সংগীতশিল্পী দল কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে আয়োজিত শিবকথা অনুষ্ঠানে পরিবেশনা শেষে ফিরছিল। ফেরার পথে শিবপুরী জেলার আমোলা ঘাটির কাছে ট্রাভেলারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে উঠে অপর লেনে ঢুকে পড়লে ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। দুর্ঘটনায় সঙ্গীতশিল্পী হার্দিক দাভে (৪০) ঘটনাস্থলেই মারা যান। পরে হাসপাতালে মৃত্যু হয় রাজা ঠাকুর (২৮), অঙ্কিত ঠাকুর (১৭) ও রাজপাল সোলঙ্কির (৬০)-এর। গুরুতর আহতদের শিবপুরী জেলা হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের ধারণা, ট্রাভেলার চালক ঘুমে ঢলে প।ায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। আহতরা বর্তমানে চিকিৎসাধীন ।

কুকুরের সংখ্যা সর্বাধিক আমেরিকায়, কুকুরের সংখ্যা অনুযায়ী সেরা ১০ দেশ কারা?

১৬ আগস্ট ঃ এদেশে আনুমানিক ১.৫৩ কোটি পথকুকুরের বাস। যা অনেক সময়ই নানা সমস্যার কারণ হচ্ছে বলে মনে করেন অনেকেই। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলের পথকুকুরগুলোকে আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তরের নির্দেশ দিয়েছে। সরকার আগামী এক বছরের মধ্যে দেশের ৭০ রাস্তার কুকুরকে বন্ধ্যাত্বকরণ ও টিকাদানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য হল মানুষের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং ক্রমবর্ধমান কুকুরের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আনা। কিন্তু জানেন কি পথকুকুর ও পোষ্য মিলিয়ে সারমেয়র সংখ্যায় কোন দেশ এগিয়ে?

বিশ্বব্যাপী কুকুরের ভিন্ন পরিসংখ্যান সামনে এসেছে। বিশেষ কিছু প্রতিবেদন অনুযাযী, ভারতে কুকুরের সংখ্যা সবচেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও তালিকায় চতুর্থ স্থানে রয়েছে আমাদের দেশ। শীর্ষে আমেরিকা। এরপর রয়েছে ব্রাজিল ও চীন। এই তিনটি দেশে কুকুরের সংখ্যা ভারতের থেকে অনেকটাই বেশি। জেনে নেওয়া যাক বিশ্বে কুকুরের সংখ্যা অনুযায়ী প্রথম ১০টি দেশ কোনগুলি।

১০. রোমানিয়া ঃ রোমানিয়ায় কুকুরের সংখ্যা ৪০ লক্ষেরও বেশি। আশির দশকে বহু বাসিন্দা গ্রাম থেকে শহরে চলে আসার সময় পোষ্য ফেলে দেওয়ায় পথকুকুরের সংখ্যা বেড়ে যায়। একসময় ব্যাপকভাবে কুকুর নিধন চালানো হলেও, প্রাণী অধিকার গোষ্ঠীগুলির সমালোচনার কারণে তা বন্ধ হয়ে যায়।

৯. ফ্রান্সঃ ফ্রান্সে প্রায় ৭৫ লক্ষ কুকুর রয়েছে। তাদের চিহ্নিত করার জন্য প্রতিটি কুকুরের শরীরে মাইক্রোচিপ রয়েছে। কুকুরকে টিকা দেওয়ার বিষয়টি ফ্রান্সে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়।

৮. আর্জেন্টিনাঃ আর্জেন্টিনায় প্রায় ১ কোটি কুকুর রয়েছে। পোষা প্রাণীর সংখ্যাও বাড়ছে। সরকার পরিচালিত টিকাদান ও বন্ধ্যাত্বকরণ কর্মসূচি তাদের সংখ্যা ও নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে।

৭. ফিলিপিন্সঃ ফিলিপিন্সে কুকুরের সংখ্যাটা ১ কোটি ১৬ লক্ষ। দেশটি দীর্ঘদিন ধরে জলাতঙ্ক-সংক্রান্ত মৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছে। পথকুকুরের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকার কুকুর নিধনের পথ ত্যাগ করে মানবিক উপায়ে টিকা প্রদান ও বন্ধ্যাত্বকরণের নীতি নিয়েছে।

৬. জাপানঃ জাপানে কুকুরের সংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষেরও বেশি। ওদেশের অনেক বাসিন্দা সন্তানের পরিবর্তে পোষা প্রাণী দত্তক নেন এবং কুকুরদের পরিবারের সদস্যের মতো আচরণ করেন।

৫. রাশিয়াঃ তালিকায় পঞ্চম স্থানে রয়েছে পুতিনের দেশ। সেদেশে কুকুর রয়েছে দেড় কোটিরও বেশি। যার মধ্যে বিখ্যাত ‘ কুকুর’ ও আছে, যারা ওদেশে গণপরিবহণ ব্যবহার করে চলাফেরা করে। ভবঘুরে কুকুরের সংখ্যা বাড়ছে, তবে নাগরিক ও কর্তৃপক্ষ তাদের যত্ন নিচ্ছে।

৪. ভারতঃ ভারতে ১ কোটি ৫৩ লাখ পথকুকুর রয়েছে। তাদের সংখ্যার নিয়ন্ত্রণ ও জনসাধারণের ঝুঁকি কমাতে সরকার এক বছরের মধ্যে এদের ৭০ শতাংশকে টিকা দেওয়া ও নির্বীজকরণ করার পরিকল্পনা করেছে।

৩. চিনঃ চিনে কুকুরের সংখ্যা ২.৭৪ কোটির মতো। সেদেশ পোষা প্রাণী পালনের হারও দ্রুত বাড়ছে। এক সময় বেজিংয়ের মতো শহরে কুকুর পালন সীমাবদ্ধতা ছিল, কিন্তু এখন তা অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে, যা চিনের পোষ্য প্রাণীর বাজারকে যথেষ্ট চাঙ্গা করছে।

২. ব্রাজিলঃ ব্রাজিলে প্রায় ৩.৫৭ কোটি কুকুর রয়েছে। দেশে প্রায় অর্ধেক পরিবারে অন্তত একটি করে কুকুর রয়েছে। সরকারের তরফে টিকাদান কর্মসূচি ও পোষা প্রাণীর সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়।

১. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ঃ বিশ্বে তালিকার শীর্ষে আমেরিকা। আনুমানিক সাড়ে ৭ কোটি সারমেয়র বাস মার্কিন মুলুকে। সেখানে কুকুরের জন্য পার্ক, গ্রুমিংয়ের পাশাপাশি কঠোর প্রাণীকল্যাণ মূলক আইন ব্যাপকভাবে প্রচলিত, প্রাণী নির্যাতনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

বাজপেয়ীর রাজনৈতিক জীবন ভারতীয় রাজনীতিকে নতুন দিশা দেখিয়েছে ঃ যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ১৬ আগস্ট ঃপ্রয়াণ বার্ষিকীতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। শনিবার সকালে লখনউয়ের লোকভবনে বাজপেয়ীর ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন যোগী আদিত্যনাথ।

পরে মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ বলেছেন, আজ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর মৃত্যুবার্ষিকী। এই উপলক্ষে, তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, আমি রাজ্যের জনগণের পক্ষ থেকে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাচ্ছি। তাঁর ৬ দশকের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন সমগ্র ভারতীয় রাজনীতিকে এক নতুন দিশা দেখিয়েছে।

কিশতওয়ারে পুরোদমে চলছে উদ্ধারকাজ, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ওমরের

কিশতওয়ার, ১৬ আগস্ট ঃ মেঘভাঙা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত জম্মু ও কাশ্মীরের কিশতওয়ারে পুরোদমে চলছে উদ্ধারকাজ। হড়পা বানে বিধ্বস্ত কিশতওয়ারের চাসোটি গ্রামে অনুসন্ধান ও তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে সেনাবাহিনী, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন।সামগ্রিক পরস্থিতি পর্যবেক্ষণে শনিবার সকালেই চাসোটি গ্রামে যান জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ, উদ্ধারকাজ, অনুসন্ধান-সহ সামগ্রিক পরস্থিতি নিরীক্ষণ করেন তিনি। কথা বলেন আধিকারিকদের সঙ্গে।

মধ্যপ্রদেশে স্নান করতে গিয়ে জলে তলিয়ে মৃত তিন বালক

টিকমগড়, ১৬ আগস্ট ঃ মধ্যপ্রদেশের টিকমগড় জেলাতে পুকুরে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে প্রাণ হারাল ৩ বালক। ঘটনাটি ঘটেছে , শনিবার পলেরা থানা এলাকার জওহরপুরা গ্রামে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত তিন বালকের নাম যশ (১০), ন্যান্স (১২) ও সংস্কার (১২)। দুপুরে বাড়ির কাউকে কিছু না জানিয়ে তারা সাইকেলে চেপে গ্রাম থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে এক পুকুরে যায় স্নানের জন্য। স্নানের সময় পুকুরটির গভীর জলে সংস্কার হঠা তলিয়ে গেলে তাকে বাঁচাতে ঝাঁপ দেয় যশ ও ন্যান্স। ফলে তিনজনেই গভীর জলে তলিয়ে প্রাণ হারায়। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, ওই পুকুরটি ক্ষেতের ভেতরে তৈরি, বর্ষার জলে প্রায় সাত-আট ফুট গভীর হয়েছে। এর আগে কখনও এমন ঘটনা ঘটেনি। বর্তমানে পরিবার শোকে ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

Name variation

I, ABDUL HANNAN LASKAR (DOB: 01.04.1961), son of Late ABDUL MAJID LASKAR, residing at Kabi Nazrul Sarani, PO & PS: Baruipur, South 24 Parganas, Kolkata – 700144, declare [vide Affidavit No. 5961 dated 11.08.2025, sworn before the Judicial Magistrate (1st Class), Baruipur, South 24 Parganas] that my name ABDUL HANNAN LASKAR, as recorded in various documents related to me, and my penname HANNAN AHSAN refer to one and the same person – myself, ABDUL HANNAN LASKAR.

বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়ির মনসা পুজো ৫১৫ বছরে পদার্পণ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৬ আগস্ট ঃ মনসার পুজোয় ঘোর আপত্তি থাকলেও লক্ষিন্দরের প্রাণ ফেরাতে পুজো করতে বাধ্য হয়েছিলেন চাঁদ সদাগর। মনসামঙ্গল কাব্যের সেই সব চরিত্রদের নিয়েই পাঁচ শতাধিক বছর ধরে মনসা পুজো করে আসছে জলপাইগুড়ির বৈকুন্ঠপুর রাজ পরিবার। এই বছর রাজবাড়ির মনসা পুজো ৫১৫ বছরে পা দেবে। রাত পোহালেই পুজো। তারই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে বৈকুন্ঠপুরের রাজবাড়িতে। পুজোকে কেন্দ্র করে বসবে মেলা। থাকছে বিষহরি গানের অনুষ্ঠান। তিন দিন ধরে চলবে পুজো। উত্তরবঙ্গ , অসম, নেপাল-সহ দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তরা ছুটে আসেন জলপাইগুড়ি রাজবাড়ির মনসা মন্দিরে। পুজোর দিন স্কুল থেকে ছুটি পায় খুদে পড়ুয়ারা। রাজবাড়ির মনসা পুজো উপলক্ষ্যে এদিন বন্ধ থাকে জলপাইগুড়ি শহর এবং শহর সংলগ্ন গ্রামীন এলাকার প্রাথমিক স্কুলগুলি, কোনও কোনও বিদ্যালয় দেয় অর্ধ দিবসে ছুটি। রাজবাড়ির পুজোয় মাকে আমিষ ভোগ নিবেদন করা হয়। এই বছর মনসা পুজোর দিনই রয়েছে নন্দ উৎসব। নন্দ উৎসবের দিন কাদা খেলা। আর সেই কাদা দিয়ে দুর্গার কাঠামো পুজো করে প্রতিমা তৈরির নিয়ম রয়েছে রাজবাড়িতে। এই বছরও অন্যথা হবে সেই পারিবারিক নিয়মের। নিয়ম মেনে এবারও মনসা পুজোর পাশাপাশি একই সঙ্গে দুর্গার কাঠামো পুজো ও প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু হবে বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়িতে।

বাঁকুড়ার জঙ্গলে বাড়ছে বাঘ, চিতা, নেকড়ে! জানালেন কেন্দ্রীয় মুখ্য বনপাল

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৬ আগস্ট ঃ বিগত কয়েক বছরে দক্ষিণবঙ্গে বেড়েছে গাছপালার পরিমাণ, তার সঙ্গে বাঁকুড়াতেও বেড়েছে গাছপালার পরিমাণ, বলছেন মুখ্য বনপাল। কীভাবে হল তা সম্ভব হল? এতে রয়েছে মহিলাদের বিশেষ ভূমিকা! পুরো বিষয়টা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ এবং জেলার জন্য যথেষ্ট ভাল।

গাছপালার সংখ্যা বাড়ার পাশাপাশি জিনাতের পরে বাঁকুড়াতে এসেছে আরেকটি বাঘ। আসছে চিতাবাঘ! বাড়ছে বন্যপ্রাণী সংখ্যা, তাহলে কি পরিবর্তন হচ্ছে বনাঞ্চলের? কী বলছেন মুখ্য বনপাল? কী পরিস্থিতি রয়েছে বাঁকুড়ার বনাঞ্চলে? বিগত কয়েক বছরে দক্ষিণবঙ্গ-সহ বাঁকুড়াতে গাছপালার পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, বললেন বনদফতরের কেন্দ্রীয় মুখ্য বনপাল এস কুনাল ডাইভেল। সম্প্রতি বাঁকুড়ার দক্ষিণ বন বিভাগের সিমলাপাল বীটের বিবড়দা গ্রাম পঞ্চায়েতের খাটাবাঁধা গ্রামে বার্ষিক সাধারণ সভায় তিনি এই কথা বলেন। মুখ্য বনপাল বলেন বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার জঙ্গল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বন্যপ্রাণীরাও ফিরতে শুরু করেছে এই জঙ্গলে। গত কয়েক মাস আগে বাঘিনী জিনাতকে ধরার পর আরও একটি বাঘ এসেছে বাঁকুড়ার জঙ্গলে! এমনকি হাতি, বাঘের পাশাপাশি নেকড়ে, চিতাবাঘেরও উপস্থিত লক্ষ্য করা গিয়েছে বলে তিনি জানান। এছাড়াও জঙ্গল তৈরি ও রক্ষায় মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একটি পরিবারের ভাল-মন্দে যেমন তাঁদের ভূমিকার উপর নির্ভর করে, তেমনই জঙ্গল রক্ষাতেও তাঁদের ভূমিকাও অনস্বীকার্য। মুখ্য বনপাল জানিয়েছেন, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার জঙ্গলে হাতি, বাঘের পাশাপাশি নেকড়ে, শেয়াল ও হরিণ এছাড়া বিভিন্ন ধরনের পশু পাখি আশয় নিচ্ছে। আগের থেকে বাঁকুড়ার জঙ্গলে পশু-পাখির সংখ্যাটা এখন বেড়েছে। কারণ এই জঙ্গলে থাকার জায়গা রয়েছে। আমরা তাদেরকে ধরছি না কোনও রকম বিরক্ত করছি না। অর্থাৎ বাঁকুড়ায় জঙ্গল বাড়ার পাশাপাশি বন্যপ্রাণের সংখ্যাও বাড়ছে। ফলে সার্বিক উন্নতি হয়েছে বাঁকুড়ার জঙ্গল!

জ্বালানি সংগ্রহে গিয়ে মৃত্যু মহিলার, তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ আগস্ট ঃ ভোর তখন ৫টা। বাড়ির জন্য জ্বালানির কাঠ কুড়তে বেরিয়েছিলেন মহিলা। কিছুক্ষণ পর পুকুরে ভেসে উঠল মহিলার দেহ। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল মালদার ইংরেজ বাজারের লক্ষ্মীপুর কলোনির মিঠা পুকুর এলাকায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইংরেজ বাজার থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত মহিলার নাম আরতী মজুমদার (৪৫)। বাড়ি লক্ষ্মীপুর কলোনি এলাকায়। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে আরও জানা যাচ্ছে, শনিবার ভোর ৫টা নাগাদ বাড়ির জ্বালানি সংগ্রহের জন্য বাগানে কাঠ কুড়াতে গিয়েছিলেন নিহত মহিলা। এরপর সকালেই কিছুক্ষণ পর রহস্যজনক ভাবে মিঠাপুকুর এলাকায় এক পুকুরে মহিলার দেহ ভেসে ওঠে। পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন সাতসকালে মিঠাপুকুর এলাকায় স্থানীয়রা পুকুরে দেখতে পান এক মহিলার দেহ জলে ভাসছে। স্থানীয়রাই খবর দেয় পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইংরেজ বাজার থানার পুলিশ। পুলিশ এসে মহিলার মৃতদেহ জল থেকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজ বাজার থানার পুলিশ।

বিপুল পরিমাণ বোমা ও বিস্ফোরক তৈরির সরঞ্জাম-সহ ব্যক্তি গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৬ আগস্ট ঃ স্বাধীনতা দিবসের রাতেই বড়সড় সাফল্য পেল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভূপতিনগর থানার পুলিশ। জেলার আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় এই সাফল্যকে অনেকে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক বলে মনে করছে। পুলিশের দাবি, গোপন সূত্রে খবর পেয়েই পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ বোমা ও বিস্ফোরক তৈরির সরঞ্জাম-সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতের নাম সুবীর মাইতি, তার বাড়ি ভূপতিনগর থানার অন্তর্গত কমলনয়ন বাড় গ্রামে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অভিযুক্ত দীর্ঘদিন ধরে গোপনে অবৈধ বোমা ও বিস্ফোরক তৈরির কাজে যুক্ত ছিল। স্বাধীনতা দিবসের রাতে সেই অবৈধ কর্মকাণ্ডের উপরই নামান হয় পুলিশের বিশেষ অভিযান। পুলিশ সূত্রে খবর, ইটাবেড়িয়া বাজার এলাকায় গোপনে বিপুল পরিমাণ বারুদ ও বোমা তৈরির উপকরণ মজুত রয়েছে, এমন খবর পেয়েই শুক্রবার রাতে হানা দেওয়া হয়। অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল সন্দেহভাজন সুবীর মাইতির দোকান, অভিযোগ, এই দোকানটি ছিল অবৈধ বোমা তৈরির গোপন আড়াল। বহুদিন ধরে এখানেই বোমা তৈরির মশলা মজুত রাখা হত এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন এলাকায় পাচার করা হত। তল্লাশির সময় দোকান থেকে প্রচুর পরিমাণ বারুদ, বোমা তৈরির মশলা, ও অন্যান্য সরঞ্জাম উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনাস্থলেই সুবীর মাইতিকে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশের অনুমান, উদ্ধার হওয়া বিস্ফোরক গাড়িতে করে অন্যত্র পাচারের প্রস্তুতি চলছিল। তবে পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপে সেই পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। জানা গেছে, গত দশ দিন ধরে অবৈধ বাজি ও বিস্ফোরকের বিরুদ্ধে টানা অভিযান চালাচ্ছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ। তারই অংশ হিসেবে এই অভিযানকে ধরা হচ্ছে অন্যতম সফল পদক্ষেপ হিসেবে। পুলিশের দাবি, এই ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে, যাতে কোনও ভাবেই এলাকায় অবৈধ বিস্ফোরক মজুত বা পাচার না হয়। ধৃতকে শনিবার কাঁথি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। পাশাপাশি, এই ঘটনার পেছনে আরও কেউ জড়িত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে শুরু হয়েছে বিস্তারিত তদন্ত। ঘটনাকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক উত্তেজনা।

নদীর তীর থেকে ব্যক্তির দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ আগস্ট ঃ শিলিগুড়ির বাগডোগরার মসজিদ পাড়ার হুলিয়া নদীর তীর থেকে এক অজ্ঞাত ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। শনিবার সকালে স্থানীয়রা নদীর তীরে ওই ব্যক্তির মৃতদেহ দেখতে পান। এরপর বাগডোগরা থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। স্থানীয়দের ধারণা, সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। বাগডোগরা থানার পুলিশ মৃত্যুর কারণ এবং মৃতদেহ শনাক্তের জন্য তদন্ত শুরু করেছে।

অসুস্থ সন্তানের চিকিৎসা করাতে সরকারি হাসপাতালে হাজির মা 'হনুমান'

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৬ আগস্ট ঃ গ্রামের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ঘুরতে ঘুরতে হয়তো কোনওদিন চোখে পড়ে গিয়েছিল সরকারি হাসপাতালে লাগানো পোস্টার, 'এই হাসপাতালে সমস্ত পরিষেবা বিনামূল্যে পাওয়া যায়' । আর কোলের সন্তান আহত হতেই তাকে নিয়ে সেখানেই ছুটলেন উদ্বিগ্ন মা। তবে এই 'মা' কোনও সাধারণ 'মা' নয়। মানবদের পূর্বপুরুষ বানর কুলের অংশ, হনুমান। আহত সন্তানকে নিয়ে কোলে করে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসামা হনুমানের সেই দৃশ্য এখন সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের সুতি -১ ব্লকের বহুতালী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। মুর্শিদাবাদ জেলার প্রত্যন্ত বহুতালী গ্রামে অবস্থিত এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রতিদিন স্থানীয় বহুতালী গ্রাম ছাড়াও হাড়ুয়া এবং সংলগ্ন বীরভূম জেলার একাধিক গ্রাম থেকে প্রচুর মানুষ চিকিৎসা নেওয়ার জন্য আসেন। হাসপাতালের ওপিডি-তে প্রায় সমস্ত রকমের ছোটখাটো চিকিৎসা মেলে। হঠাৎই সকলের নজরে পড়ে হাসপাতালের দরজায় দু'টি পূর্ণবয়স্ক এবং একটি অল্প বয়স্ক হনুমান বসে রয়েছে। ওই দলের মা হনুমানের কোলে একটি অসুস্থ বাচ্চা ছিল। কাতর দৃষ্টিতে মা হনুমান যেন সকলের কাছে প্রার্থনা করছিলো তার কোলে থাকা অসুস্থ বাচ্চার জন্য যেন

একটু চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। সেই সময় হাসপাতলে উপস্থিত বিউটি খাতুন নামে এক মহিলা বলেন, 'সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে গেলে আমাদের সকলকেই টাকা দিয়ে টিকিট কাটতে হয়। কিন্তু আমরা দেখলাম হনুমানগুলোর কাছে কোনও টিকিট না থাকায় তারা হাসপাতালে প্রধান ফটক পার করে ভেতরের না ঢুকে দরজার সামনেই বসে ছিল। ওই দলে মা হনুমানের কোলে থাকা বাচ্চার শরীরে কিছুর আঘাত ছিল। সম্ভবত হনুমানের বাচ্চাটি গাছ বা অন্য কিছুর সঙ্গে ধাক্কা লেগে কিছুটা আহত হয়েছিল এবং তার শরীর দিয়ে অল্প রক্ত বের হচ্ছিল ।' তিনি বলেন, 'কাতর দৃষ্টিতে মা হনুমান হাসপাতালের সকলের কাছে যেন আবেদন করছিল তার সন্তানের জন্য যেন একটু চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।' হাসপাতালের দরজায় হনুমানদেরকে চিকিৎসা পাওয়ার জন্য বসে থাকতে দেখে প্রচুর মানুষের ভিড় জমে যায়। অনেকেই এই দৃশ্য নিজেদের মোবাইল ফোনের ক্যামেরায় বন্দি করে নিতে থাকেন। ভাইরাল ভিডিওতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, অসুস্থ সন্তানের পাশে প্রচুর লোককে জড়ো হতে দেখে একটি পুরুষ হনুমান কিছু লোককে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে । অসুস্থ সন্তানকে কোলে নিয়ে হনুমানকে হাসপাতালের দরজায় অপেক্ষা করতে দেখে হাসপাতালের কর্মীদেরও দয়া হয়। ওই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এক কর্মী জানান, 'আমাদের হাসপাতালে মানুষের চিকিৎসা করার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু এখানে পশু চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা নেই। তা সত্ত্বেও আমরা অসুস্থ হনুমান বাচ্চাটিকে মায়ের কোলে দেখে তার চিকিৎসার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।' তিনি জানান, 'আমরা হনুমানের কোল থেকে তার বাচ্চাটিকে নেওয়ার চেষ্টা করলে মা এবং দলের দু'টি হনুমান আমাদের দিকে বারবার তেড়ে আসছিল। সেই কারণে আমরা দূর থেকে বাচ্চা হনুমানটির গায়ে ওষুধ ছড়িয়ে দিয়ে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছি। ' সূত্রের খবর, মানুষের দেহে ছোটখাটো কোনও আঘাত লাগলে চিকিৎসার জন্য যে ওষুধ ব্যবহৃত হয় সেই ওষুধই অল্প কিছুটা হাসপাতালের কর্মীরা ওই হনুমানের বাচ্চার গায়ে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এরপরই হনুমানের ওই দলটি দ্রুত হাসপাতালের মূল ফটক থেকে সরে গিয়ে হাসপাতালে চত্বরে থাকা গাছে গিয়ে উঠে পড়ে।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করেছে

কলকাতা, ১৬ আগস্ট ঃ ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ সদর দপ্তর, গার্ডেন রিচে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালিত হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের মহাব্যবস্থাপক শ্রী অনিল কুমার মিশ্র জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী, সিভিল ডিফেন্স, সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স ব্রিগেড এবং ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস-এর দল কর্তৃক উপস্থাপিত আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন। স্বাধীনতা দিবসে, মহাব্যবস্থাপক সকলকে শুভেচ্ছা জানান। সাম্প্রতিক সময়ে SER-এর সাফল্য তুলে ধরে, মহাব্যবস্থাপক বলেন যে দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ, যা ব্লু চিপ রেলওয়ে নামে পরিচিত, ভারতীয় রেলের শীর্ষ তিনটি সর্বোচ্চ মালবাহী অঞ্চলের মধ্যে একটি। ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরে, SER ২১২.৩৭ মিলিয়ন টন মালবাহী পরিবহন প্রশংসনীয়ভাবে সম্পন্ন করেছে। জেনারেল ম্যানেজার আরও জানান যে, পরিচালন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত অর্থবছর থেকে ২০২৫ সালের জুলাই পর্যন্ত ১৩৬ কিলোমিটার ডাবলিং/তৃতীয় লাইনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জেনারেল ম্যানেজার জানান যে, যাত্রীদের আরও সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে, গত অর্থবছর থেকে ২০২৫ সালের জুলাই পর্যন্ত বিভিন্ন স্টেশনে ৪৯টি ফুট ওবারব্রিজ, ২২টি লিফট এবং ১৩টি এসকেলেটর চালু করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, ৪২টি প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা বৃদ্ধি, ৩৩টি প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি সম্পন্ন হয়েছে এবং গত অর্থবছর থেকে ২০২৫ সালের জুলাই পর্যন্ত ৬৯টি স্টেশনে ১৮৩টি প্ল্যাটফর্ম শেড প্রদান করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে, যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় নিরসনের জন্য ৪৮৭ টি বিশেষ ট্রেন চালানো হয়েছে। তিনি বলেন, যাত্রীদের নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং SER গত আর্থিক বছর থেকে জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত ৮টি রোড ওভার ব্রিজ এবং

৩৮টি রোড আন্ডারব্রিজের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছে। তাছাড়া, গত আর্থিক বছর থেকে জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত ৪৫টি লেভেল ক্রসিং অপসারণ করা হয়েছে।

নবদ্বীপে নব রূপে চালু হল খাদি ইন্ডিয়ার বিক্রয় কেন্দ্র

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ, ১৬ আগস্ট ঃ মসলিনের সূক্ষতার কিংবদন্তী সত্যি প্রমাণ করছেন নবদ্বীপের মাটিয়ারি কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানের কারিগরেরা। তাদের হাতে বোনা সম্প্রতি মসলিন জি আই রেজিস্ট্রেশন পেল। পশ্চিমবঙ্গ খাদি এবং গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের তরফে মসলিনের জিআই তকমার জন্য প্রথম আবেদন জানানো হয় ২০১৯ সালে। তখন রাজ্য খাদি বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন নদীয়ার গৌরীশঙ্কর দত্ত। কোভিড কালে বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে যায়। অবশেষে গত মার্চ মাসে বাংলার ঐতিহ্যবাহী মসলিনের জি আই অনুমোদন লাভ করে। উল্লেখ্য রাজ্য খাদি বোর্ডের বর্তমান চেয়ারম্যানও নদীয়ার, কল্লোল খাঁ। ৩০০ থেকে ৫০০ কাউন্টের অতিসূক্ষ মসলিনের জন্য জি আই তকমা

পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ খাদি এবং গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ। সংস্থার চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার তথা রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত সচিব মৃদুল হালদার বলেন, জি আই তকমা খাদি বোর্ড পেয়েছে। রাজ্যে আমাদের চারটি নিজস্ব উৎপাদন কেন্দ্র আছে - নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা এবং বীরভূমে। তবে এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৫০০ কাউন্টের অতি সূক্ষ্ম মসলিন সুতো প্রধানত নবদ্বীপের মাটিয়ারি কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানেই উৎপাদন হচ্ছে। কখনও আংটির ভিতর দিয়ে গলে গিয়েছে গোটা শাড়ি, আবার কখনও দেশলাইয়ের বাক্সে এঁটে গেছে একটি গোটা কাপড়। জি আই মসলিন উৎপাদকদের আর্থিক সাফল্য সুনিশ্চিত করবে। সুদীর্ঘ চেষ্টায় আবারও নতুন করে রূপ পাচ্ছে মসলিন। অবশ্যই সে কাজে সবার আগে নবদ্বীপের মাটিয়ারী কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক শুভাশিস চক্রবর্তী জানান, ২০১০ সালে প্রয়াত মুরারি চক্রবর্তীর আমলে পরীক্ষানিরক্ষার পর্ব শুরু হয়। প্রায় একদশকের চেষ্টায় ৫০০ কাউন্টের মসলিন তৈরিতে আমরাই প্রথম সফল হই। এখন বাণিজ্যিক ভাবে উৎপাদন হচ্ছে শাড়ি।

সেবক রোডে একটি ভবনে আগুন, আতঙ্ক এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ আগস্ট ঃ শিলিগুড়ির সেবক রোডে অবস্থিত একটি ভবনে আগুন লাগার ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। ঘটনাটি সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে দমকল বিভাগকে জানানো হয়। খবর পাওয়ার সাথে সাথেই দমকল বাহিনীর গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিযন্ত্রণে আনে। ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। সূত্রের খবর, সেবক রোডে অবস্থিত মাখনভোগ ভবনের রান্নাঘরে এই আগুন লেগেছে। খবর লেখার সময় পর্যন্ত আগুন কীভাবে লেগেছিল তা স্পষ্ট নয়। তবে ঘটনার সময় ধোঁয়ার কারণে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার তথ্য পাওয়ার সাথে সাথে পানিট্যাঙ্কি চৌকির পুলিশ এবং ট্রাফিক পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পরে, এই তথ্য পেয়ে দমকল বিভাগের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই।

৫০০০০ টাকা চাঁদা! বেলঘরিয়ায় জুলুমবাজি, প্রতিবাদীকে মারধর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ আগস্ট ঃ বেলঘরিয়ায় চাঁদার জুলুমবাজি, প্রতিবাদীকে মারধর! রাতের অন্ধকারে প্রতিবাদী যুবকের উপর চড়াও। হাসপাতালে ভর্তি আক্রান্ত ২২ বছরের আদিত্য মোহন্তী। কামারহাটির ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের ঘটনা। দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি পুলিসের। পুজোর চাঁদা নিয়ে জুলুমবাজি, মারধর। পুলিস সূত্রের দাবি, দুই গোষ্ঠীর পুরনো বিবাদের জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে। পুলিস সূত্রে জানা গেছে, এলাকায় কালীপুজোকে কেন্দ্র করে গতবছর থেকেই দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়েছিল। গতবছর কালীপুজোর আগে যারা অভিযোগকারীর ভূমিকায় ছিলেন, তারাই এবারের ঘটনায় অভিযুক্ত। আর শুক্রবার যাঁরা পাল্টা অভিযোগ তুলেছেন, তাঁরা আসলে গতবছরের অভিযুক্ত দলের সদস্য। গতবছর যারা অভিযুক্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যেই একজনকে এবার মারধর করা হয়েছে এবং তিনি এখন ভিকটিম। যদিও ভিকটিমের পরিবারের দাবি, চাঁদা তোলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাতেই ওই যুবককে মারধর করা হয়েছে। অভিযোগ, পঞ্চাশ হাজার টাকা চাঁদা চাওয়া হয়েছে। আদিত্য মোহন্তীর মায়ের অভিযোগ, রাতের বেলা কাজ থেকে বাড়ি ফিরছিল আদিত্য, সেই সময় মাকে ফোন করে বলে গেট খুলে রাখার জন্য, নিজের এলাকা ২৫ নম্বর ওয়ার্ড অঞ্চলে ঢোকামাত্রই শুরু হয় আদিত্যের উপর দুষ্কৃতি হামলা, বাইক থেকে নামিয়ে আদিত্যকে বেধড়ক মারধর করে দুষ্কৃতীরা, ইট দিয়ে মাথায় আঘাত করতে থাকে দুষ্কৃতীরা। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিস মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

আমমোক্তার

এতদ্দারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল মেসার্স প্রানিহা প্রমোটারস প্রাইভেট লিমিটেড, ডাইঃ- নিগম কুমার জালান, সাং ১ নং উড স্ট্রীট ৭ তলা, কলকাতা- ১৬। দুর্গা জয়শোয়াল ও অভিশেক জয়শোয়াল হাওড়া ডিস্ট্রীক রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বুক নং ৪, দলিল নং- ৯৪৩ ও ৬৯৪ তারিখ ১১.০৭.২০০৮ ও ২২.০৫.২০০৯ দলিল দ্বারা ভিভা জয়শোয়াল ও জয় প্রকাশ জয়শোয়াল মহাশয়দের আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার ক্ষমতা বলে মৌজা চকপাড়া, জে. এল, নং- ১১১, সাবেক দাগ নং- ২০২২, ২০২১, হাল দাগ নং- ২৬২৩, ২৬২৪, হাল খতিয়ান নং- ৩৪৮১, জমির পরিমাণ ৮ কাঠা ৮ ছটাক, জমি আমার মক্কেল দুইটি আলাদা দলিলে ক্রয় করেন, দলিল নং ৬২৯ /২০১০, ৬১২/ ২০১০ (এ.ডি.এস.আর. হাওড়া)। বর্তমানে আমার মক্কেল হাওড়া বালী জগাছা বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. ব্লকে পরচার জন্য আবেদন করেছেন। সকলকে অবগত করাইয়া যাইতেছে যে, যদি কাহারো কোনো আইনানুক আধিকার বা আপত্তি থাকে, তাহলে হাওড়া বালী জগাছা বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. ব্লকে এসে বক্তব্য রাখতে পারেন। যাহার মিউটেশান নং- ৮৫২৮ ও ৮৫২৯ সাল ২০২৫।

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/সি, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া- ৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **সিনিয়র ডিইএন/এইচকিউ/এইচডব্লুএইচ : ই-টেন্ডার নং ১২৬_২০২৫-২৬, তারিখ ১৪.০৮.২০২৫।** **কাজের বিবরণ:** (১) হাওড়া স্টেশনে তিনটি টিটিই রেস্ট রুমের ড্রাইভার/গার্ডের রানিং রুমের সমমানের সুবিধার ব্যবস্থা করা। (২) হাওড়ার টিটিই রেস্ট রুমের জন্য গার্ড/লোকো পাইলটের রানিং রুমের সমমানের সুবিধার ব্যবস্থা করা। **আনুমানিক ব্যয়:** ৫৪,৫৯,১৯৭.৫৬ টাকা। **বায়না মূল্য:** ১,০৯,২০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য :** শূন্য। **কাজ শেষের মেয়াদ:** অ্যাক্সেপটেন্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ৪ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ০৮.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার সংক্রান্ত বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হবে। দ্রষ্টব্য : আইআরইপিএস-এ (ই-টেন্ডার পোর্টাল) আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর) গ্রহণযোগ্য হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(HWH-249/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পার্সেল স্থানের জন্যে ই-নিলাম লীজিং

এসএলআর এবং ভিপি লীজিঙের হেতু ই-নিলাম ঠিকা। **বিবরণঃ** এসএলআর কোচে পার্সেল স্থান (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট), **রেট ইউনিটঃ** প্রতি ট্রিপে লাইসেন্স প্রদানের শুল্ক।

অক্সন ক্যাটালগ নং. টিএসকে-এসএলআর-ভিপিএইচ-৬৬

এসইকিউ নং.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	ট্রিপস
এএ/১	১৫৬৪২-এসএলআর-এফ২-এনটিএসকে-এসসিএল-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৫
এএ/২	১৫৯৪৬-এসএলআর-এফ১-ডিবিআরজি-এলটিটি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২০৯
এএ/৩	১৫৯০৯-এসএলআর-এফ১-ডিবিআরজি-এলজিএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৪	১৫৬০৪-এসএলআর-আর১-লিডু-জিএইচওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৫	২০৫০৩-এসএলআর-এফ১-ডিবিআরজি-এনডিএলএস-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৫২২
এএ/৬	১৫৬০৪-এসএলআর-এফ১-লিডু-জিএইচওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৭	২২৫০২-এসএলআর-এফ১-এনটিএসকে-এসএমভিবি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৫
এএ/৮	১৫৯২৬-এসএলআর-এফ১-ডিবিআরজি-ডিজিএইচআর-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৫
এএ/৯	১৫৬৪২-এসএলআর-এফ১-এনটিএসকে-এসসিএল-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৫
এএ/১০	১৫৯৬২-এসএলআর-এফ১-ডিবিআরজি-এইচডব্লিউএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২০৯
এবি/১	১৩২৮১-১৩২৮২-ভিপি-১-ডিবিআরজি-আরজেপিবি-২৫-১ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	১০৫

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৫-০৯-২০২৫ তারিখে ১০.০০ ঘন্টায়। **নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৫-০৯-২০২৫ তারিখে ১২.১০ ঘন্টায়। প্রত্যাশিত টেণ্ডারকর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ ই-নিলাম লীজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল বাণিজ্যিক প্রবন্ধক (আইসি), তিনসুকিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সত্যমেব জয়তে

সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন বিভাগ

ঘোষণা করছে

তফসিলি জাতির জন্য স্কলারশিপ

শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করবে

২০২৫-২৬ সালের জন্য তফসিলি জাতিভুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য ম্যাট্রিক-পরবর্তী বৃত্তি প্রকল্প

যোগ্যতা
- পিতামাতা / অভিভাবকদের বার্ষিক আয় **২.৫০ লক্ষ টাকার** বেশি নয়।
- স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান / বিশ্ববিদ্যালয় / কলেজ / স্কুলে কোর্স করা শিক্ষার্থীরা

সুযোগ
- **একাদশ শ্রেণী** থেকে সকল স্বীকৃত কোর্স
- আবেদনপত্র রাজ্য সরকার/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কর্তৃক গৃহীত এবং যাচাই করা হয়
- দরিদ্রতম পরিবারের কভারেজ

অধিকার
- বাধ্যতামূলক **অ-ফেরতযোগ্য** ফি (টিউশন ফি সহ)
- বার্ষিক **২৫০০ টাকা থেকে ১৩৫০০ টাকা** পর্যন্ত একাডেমিক ভাতা
- দিব্যাঙ্গ (বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী) শিক্ষার্থীদের জন্য **১০ শতাংশ** অতিরিক্ত ভাতা।

- শিক্ষার্থীর একটি বৈধ মোবাইল নম্বর, আধার নম্বর (ইউআইডি), আধার সংযুক্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, আয়ের শংসাপত্র, আগের বছরের মার্কশিট এবং বর্ণ শংসাপত্র থাকতে হবে।

- প্রকল্পের নির্দেশিকা এবং বিস্তারিত যোগ্যতার মানদণ্ড নীচের লিঙ্কে পাওয়া যাবে

https://socialjustice.gov.in/shemes/23

স্কিমের নির্দেশিকাগুলির জন্য কিউআর কোড স্ক্যান করুন

cbc38101/11/0011/2526

রাজনীতির শিকার বিরাট-রোহিত', প্রাক্তন ক্রিকেটারের নিশানায় বোর্ড

১৬ আগস্টঃ ইংল্যান্ড সিরিজের আগে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মা। কিন্তু তাঁদের এই ' অবসরকে মোটেও ভালো নজরে দেখছেন না দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটার কারসন ঘাউড়ি। তিনি মনে করেন, নোংরা রাজনীতির শিকার হয়েছেন দুই ক্রিকেটার।

ঘাউড়ি বলেন, আরও কয়েক বছর সহজেই টেস্ট খেলতে পারত বিরাট। কিন্তু কিছু বিষয় ওকে অবসর নিতে বাধ্য করল। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ওকে বিদায়ী সংবর্ধনাও পর্যন্ত দেওয়া হল না। ভারতীয় ক্রিকেটে ওর অবদান অনস্বীকার্য। এটা ওর প্রাপ্য ছিল। কিন্তু ভারতীয় বোর্ড সেসবের ধার ধারল না। এরপর এককদম এগিয়ে প্রাক্তন ক্রিকেটারের মন্তব্য, এখন বোর্ডের অন্দরে রাজনীতি। তারই শিকার বিরাট এবং রোহিত। হয়তো দুই ক্রিকেটারকে সরে যাওয়ার কথা বলা হয়েছিল। ওরা এভাবে ছাড়তে চায়নি। কিন্তু নির্বাচকদের ভাবনা ছিল আলাদা। এটা একেবারে নোংরা একটা রাজনীতি। রোহিত এবং বিরাট দু'জনের সামনেই এখন রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওয়ানডে সফর। ১৯ অক্টোবর থেকে অজিভূমে শুরু হবে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। সেই সিরিজকে সামনে রেখে ' জুটি এখন থেকেই অনুশীলনে নেমে পড়েছেন। সোশাল মিডিয়ায় সেই ছবি ভাইরাল। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বিরাট অবদানের কথা ভেবে রোহিত-কোহলিকে বিদায়ী সংবর্ধনার কথাও ভেবে রেখেছে অস্ট্রেলিয়া বোর্ড। অর্থাৎ, দেশে ফেয়ারওয়েল না পেলেও অস্ট্রেলিয়ায় জমকালো বিদায়ী সংবর্ধনা পেতে চলেছেন দুই কিংবদন্তি ক্রিকেটার।

অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটে ইন্দ্রপতন, প্রয়াত কিংবদন্তি ক্রিকেটার বব সিম্পসন

১৬ আগস্টঃ অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটে ইংদ্রপতন! প্রয়াত হলেন প্রাক্তন অধিনায়ক এবং কোচ বব সিম্পসন। শনিবার, সিডনিতে ৮৯ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেছেন কিংবদন্তি এই ক্রিকেটার। অজি ক্রিকেটের অন্যতম কিংবদন্তি তিনি। সিম্পসনের টেস্ট কেরিয়ার দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে বিস্তৃত ছিল।

১৯৫৭ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলেছেন সিম্পসন। ৬২টি টেস্ট এবং দু'টি ওয়ানডে খেলেছেন তিনি। রয়েছে ৪৮৬৯ টেস্ট রান। ৭১টি উইকেট শিকারও করেছেন। তাঁর অধিনায়কত্বে ৩৯টি টেস্টে অস্ট্রেলিয়া জিতেছে ১২টিতে। তিনিই প্রথম অস্ট্রেলিয়ার পূর্ণকালীন কোচ হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ১৯৬৮ সালে অবসর নেওয়ার পর ১৯৭৭ সালে ৪১ বছর বয়সে অজি দলে আসার জন্য সিম্পসনকে রাজি করানো হয়। সেই সময় কেরি প্যাকারের ওয়ার্ল্ড সিরিজ ক্রিকেট বিতর্কের সময় দেশের প্রয়োজনে অবসর ভেঙে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরে এসেছিলেন তিনি। এরপর সিম্পসন আরও ১০টি টেস্ট খেলেন। এর মধ্যে দু'টি শতরানও ছিল। ১৯৭৭ সালে সিম্পসনের গড় ছিল ৫২.৮৩ এবং পরের বছর ৩২.৩৮।ধৈর্যশীল ব্যাটিংয়ের জন্য পরিচিত ছিলেন সিম্পসন। সাত বছরের খরা কাটিয়ে ১৯৬৪ সালে ওভালে প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি করে নজির গড়েছিলেন। ১৩ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ব্যাট করে সিম্পসন সেদিন কেবল সেঞ্চুরিই করেননি, তাঁর স্কোরকে নিয়ে গিয়েছিলে ট্রিপল সেঞ্চুরিতে। ৩১১ রানের অনবদ্য ইনিংস উপহার দিয়েছিলেন তিনি। সিম্পসন ১৯৮৬ থেকে ১৯৯৬ সালের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার কোচ হিসেবে দায়িত্ব সামলেছিলেন। ৮৬-র আগে অস্ট্রেলিয়া দু'বছর কোনও টেস্ট সিরিজ জিততে পারেনি। তিনি কোচ হিসেবে যোগ দেওয়ার পর অজি দলের খোলনলচে বদলে যায়। সেই সময় অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ছিলেন অ্যালান বর্ডার। সিম্পসন-বর্ডার জুটিতেই ১৯৮৭ সালে ইডেন গার্ডেন্সে প্রথমবারের বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পায় অস্ট্রেলিয়া। সিম্পসনের অধীনেই অস্ট্রেলিয়া ১৭ বছরের খরার পর ১৯৯৫ সালে ফ্র্যাঙ্ক ওরেল ট্রফিও পুনরুদ্ধার করে। ইয়ান হিলি, মার্ক টেলর, মার্ক ওয়া, জাস্টিন ল্যাঙ্গার, শেন ওয়ার্ন, গ্লেন ম্যাকগ্রা, রিকি পন্টিংয়ের মতো ক্রিকেটার তাঁর হাত ধরেই উঠে এসেছিলেন। এমন এক কিংবদন্তি ক্রিকেটারের মৃত্যুতে ক্রিকেট মহলে শোকের ছায়া।

বিরল নজিরের সামনে বেথেল, ১৩৬ বছরের রেকর্ড ভাঙার মুখে

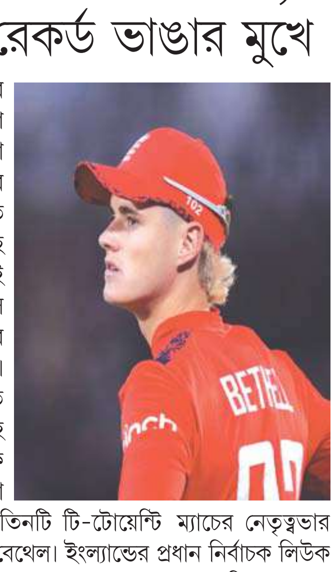

১৬ আগস্টঃ অনন্য নজিরের সামনে জেকব বেথেল। এই তরুণ ক্রিকেটার ১৩৬ বছরের পুরনো রেকর্ড ভাঙার মুখে। ইংল্যান্ডের সবচেয়ে কম বয়সি অধিনায়ক হতে চলেছেন তিনি। সেপ্টেম্বরে রয়েছে আয়ারল্যান্ড সিরিজ। সেই সিরিজেই মাত্র ২১ বছর বয়সে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক হতে চলেছে তাঁর। ইংল্যান্ডের সাদা বলের নিয়মিত অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক-সহ বেশিরভাগ সিনিয়র ক্রিকেটারকে আয়ারল্যান্ড সিরিজে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। সেই কারণে ডাবলিনে তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচের নেতৃত্বভার সামলাতে চলেছেন অলরাউন্ডার বেথেল। ইংল্যান্ডের প্রধান নির্বাচক লিউক রাইটের কথায়, বেথেলের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের মোহিত করেছে। আয়ারল্যান্ড সিরিজে আন্তর্জাতিক ম্যাচে ও নিজের দক্ষতা আরও ভালোভাবে যাচাই করে নিতে পারবে বলে আমাদের ধারণা। উল্লেখ্য, ২০০৩ সালে জন্ম বেথেলের। আযারল্যান্ডের সঙ্গে নেতৃত্ব দিলে ইংল্যান্ড ক্রিকেটের ১৩৬ বছরের ইতিহাসে তিনিই হবেন সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়ক। এখন পর্যন্ত এই রেকর্ড রয়েছে মন্টি বাউডেনের নামে। ১৮৮৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ২৩ বছর বয়সে ইংল্যান্ডকে নেতৃত্ব দিয়ে ইতিহাস লিখেছিলেন তিনি। এবার সেই রেকর্ড ভেঙে ইংল্যান্ড ক্রিকেটের ইতিহাসে নতুন করে জায়গা করে নিতে চলেছেন বেথেল। তবে এহেন বেথেলের জন্ম কিন্তু ইংল্যান্ডে নয়, বার্বাডোজে। কিশোর বয়সে মা-বাবার সঙ্গে ইংল্যান্ডে চলে এসেছিলেন তিনি। জীবনের বেশিরভাগ সময়টাই ওয়ারউইকশায়ারের হয়ে খেলেছেন। ২০২২ সালের অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপে অসাধারণ ক্রিকেট উপহার দিয়ে প্রচারের আলোয় এসেছিলেন। গত বছর সিনিয়র দলের সমস্ত বিভাগে অভিষেক হয়েছিল তাঁর। তাছাড়াও গত মরশুমের আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়েও খেলেছিলেন এই ইংরেজ অলরাউন্ডার।

আজ ডার্বি, মোহনবাগানের দুর্বলতায় আঘাত হানতে চান ব্রুজো

১৬ আগস্টঃ রবিবার সন্ধ্যায় মুখোমুখি হতে চলেছে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল। ডার্বি নিয়ে উত্তাপ বাড়ছে শহরে। টিকিট নিয়েও হাহাকার। দুই দলের সমর্থকরাই টিকিট সংগ্রহের জন্য রাতভর ক্লাবের বাইরে অপেক্ষা করেছেন। ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনালের আগে ইস্টবেঙ্গলের মিডফিল্ডার এবং হেডকোচ অস্কার ব্রুজো সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। সৌভিক জানান, ডার্বি জিতলে রশিদকে উৎসর্গ করবেন। অন্যদিকে, ব্রুজো মোহনবাগানের দুর্বলতায় আঘাত হেনে বাজিমাত করতে চান।ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের মুখে হাসি ফেরানোর প্রত্যয় নিয়ে সৌভিক বলেন, বড় ম্যাচ সব সময় আবেগের। সব সময় ৫০-৫০। যে টিমই সামনে আসুক, আমরা পুরোপুরি তৈরি। লিগ পর্যায়ে আমরা ভালো খেলেছি। সেই ধারা অব্যাহত রাখতে চাই। ডার্বি সব সময় নির্ভর করে দিনের উপর। সমর্থকদের কথা ভেবে ডার্বি জিততে চাই। প্রত্যেক ডার্বিরই আলাদা গুরুত্ব আছে।ডার্বির আগে বড় ধাক্কা খেয়েছে লাল-হলুদ শিবির। মহম্মদ রশিদের পিতৃবিয়োগ হয় শুক্রবার। তিনি দেশে ফিরে গিয়েছেন। শুক্রবার অনুশীলন শেষে সেই খবর পেয়েছিলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে দেশে ফেরার অনুমতি দেয় লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্ট। ডার্বিতে রশিদের না থাকাটা ফ্যাক্টর হতে চলেছে ইস্টবেঙ্গলের জন্য। এই প্রসঙ্গে সৌভিক বলেন, খুবই দুর্ভাগ্যজনক। সতীর্থ হিসেবে খারাপ লাগছে। রশিদের পরিবারের প্রতি আমাদের সমবেদনা রয়েছে। ও নেই ঠিকই। তবে চাই, বিষয়টা নিয়ে গোপনীয়তা বজায় থাকুক। ডার্বি জিতলে রশিদকে উৎসর্গ করব। ওর জন্য আমাদের জেতা আরও প্রয়োজন। অন্যদিকে, জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী লাল-হলুদ কোচ অস্কার ব্রুজো। তিনি বলেন, আমাদের রশিদ নেই। কিন্তু মোহনবাগানেরও দুর্বলতা আছে। আমরা সেটা কাজে লাগিয়ে ওদের হারাতে চাই। মোহনবাগান দেশের অন্যান্য ক্লাবগুলোর কাছে একটা

'বেঞ্চমার্ক' রবিবার একটা কঠিন ম্যাচ হতে চলেছে। ব্রুজোর সংযোজন, মোহনবাগান দারুণ দল। সফলও। ওপেন ফুটবল খেলে। সেট পিসও দারুণ। ওখান থেকেও গোল করে। ওদের আটকানো বেশ কঠিন। তবে আমরাও তৈরি। এবার আমাদের দল যথেষ্ট শক্তিশালী। ছেলেদের মধ্যে বোঝাপড়াও গড়ে উঠেছে। তবে এই ম্যাচ ৫০-৫০। তবে কোন ফরমেশনে দল সাজাব, তা এখনই বলব না। উল্লেখ্য, ডুরান্ড কাপের ডার্বি দেখার জন্য ১৫ আগস্ট রাত থেকে টিকিটের জন্য লাইন দিয়েছেন সমর্থকরা। নিদ্রাহীন রাত কেটেছে তাঁদের। সকালেও ক্লাবের বাইরে লম্বা লাইন চোখে পড়ে। টহল দিতে দেখা যায় মাউন্টেড পুলিশকেও।

টিম নিয়ে ধোঁয়াশা রেখে দিচ্ছেন মোলিনা, দেশে ফিরলেন রশিদ

১৬ আগস্টঃ ইতিমধ্যেই ডুরান্ডের ডার্বির টিকিটের হাহাকার। রবিবার যুবভারতী ভরতে চলেছে, তা একপ্রকার নিশ্চিত। এই ডার্বির আগে দুই শিবিরেই রীতিমতো উত্তাপ বাড়ছে। তারমধ্যে ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে নেমে গেলেন রক্ষণের ফুটবলার জয় গুপ্তা। যদিও এই ভারতীয় ফুটবলারের সইয়ের বিষয়টি শুক্রবার রাত পর্যন্ত সরকারিভাবে ঘোষণা করেনি ইস্টবেঙ্গল। জয়ের অনুশীলনে যোগ লাল-হলুদ সমর্থকদের রীতিমতো উচ্ছ্বাস বাড়ল, তা বলাই যায়। পুরোদমে দলের সঙ্গে অনুশীলনও করলেন জয়। তবে জানা গিয়েছে, তাঁকে ডুরান্ড কোয়ার্টার ফাইনালের জন্য রেজিস্ট্রেশন করাচ্ছে না ইস্টবেঙ্গল। ডার্বির আগে বড় ধাক্কা লাল-হলুদ শিবিরে। মহম্মদ রশিদের পিতৃবিয়োগ হয় শুক্রবার। তিনি দেশে ফিরে গিয়েছেন। এদিন অনুশীলন শেষে সেই খবর পান তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে দেশে ফেরার অনুমতি দিয়ে দেয় লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্ট। ডার্বিতে রাশিদের না থাকাটা ফ্যাক্টর হতে চলেছে ইস্টবেঙ্গলের জন্য। অন্যদিকে, মোহনবাগান শিবিরও ডার্বির আগে পুরো মনোনিবেশ করে দিয়েছে ডুরান্ডের কোয়ার্টার ফাইনালে। যদিও গত কয়েকদিন ধরেই একাধিক কম্বিনেশন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন মোহনবাগান কোচ জোস মোলিনা। দেরিতে দলের সঙ্গে যোগ দিলেও চেষ্টা চলছে দিমিত্রি পেত্রাতোসকে ফিট করিয়ে ডার্বিতে নামানোর।

এমন পরিস্থিতিতে দিমিত্রি পুরো ম্যাচ খেলার জায়গায় না থাকলেও কিছুটা সময় হলেও তাঁকে মাঠে নামাবেন মোলিনা। কয়েকদিন আগে অনুশীলনে হালকা চোট পেয়েছিলেন টম অলড্রেড। এদিন অনুশীলনে দেখা গেল সব বিদেশিরাই ফিট। শুক্রবার মোলিনা সেট পিস মুভমেন্টের ওপর জোর দিলেন। কিছুদিন আগেই চোট পেয়েছিলেন সুহেল ভাট। তাঁকেও দলের সঙ্গে পুরোদমে অনুশীলন করতে দেখা গেল। তবে দল নিয়ে এখনও ধোঁয়াশায় রাখছেন মোলিনা।

আশা করা যাচ্ছে টম অলড্রেড, আলবার্তো রডরিগেজ আর জেমি ম্যাকলারেনদের প্রথম একাদশে রাখবেন তিনি। দিমিত্রি আর কামিংস পরিবর্ত হিসাবে আসতে পারেন। যদিও দল নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শনিবার অনুশীলনে নেবেন মোহনবাগানের গতবারের আইএসএল লিগ শিল্ডজয়ী কোচ। ঘরোয়া লিগে ইস্টবেঙ্গলের কাছে হারতে হয়েছে মোহনবাগানকে। এবার আর কোনও রকম ঝুঁকি না নিয়েই ডুরান্ডের কোয়ার্টার ফাইনালে ঝাঁপাতে চাইছে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। গতবার ডুরান্ডে ডার্বি হয়নি। এবার কোয়ার্টার ফাইনালে দুই প্রধান দেখা হতেই উন্মাদনা চরমে পৌঁছে গিয়েছে এই ম্যাচকে ঘিরে। এমনকী ডার্বির টিকিট সংগ্রহের জন্য সবুজ-মেরুন ক্লাবের বাইরে রাতভর অপেক্ষা করতে দেখা গিয়েছে সমর্থকদের।

খিদিরপুরের হয়ে খেলা এই মনিপুরী ফরোয়ার্ডকে দলে টানল গোকুলাম

১৬ভারতীয় ফুটবল ক্লাব গুলির মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী একটি দল গোকুলাম কেরালা এফসি। আইলিগ জয়ের পাশাপাশি হাইভোল্টেজ ম্যাচে কলকাতা মযদানের তিন প্রধানকে অতি সহজেই আটকে দেওযার রেকর্ড রযেছে দক্ষিণের এই ফুটবল দলের। কিন্তু গত সিজন একেবারেই ভালো যাযনি গোকুলাম দলের। শেষ ফুটবল সিজনে আশানুরূপ ফল পায়নি গোকুলাম কেরালা এফসি। সাঁইত্রিশ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের চতুর্থ স্থানেই শেষ করেছিল দক্ষিণের এই ফুটবল ক্লাব। যা ভালোভাবে নেয়নি ম্যানেজমেন্ট। প্রবল হতাশা দেখা দিয়েছিল দলের ফুটবলারদের মধ্যে। তবে পুরনো সমস্ত কিছু ভুলে আসন্ন নয়া সিজনে ঘুরে দাঁড়িয়ে সাফল্য পেতে মরিয়া দ্বিতীয় ডিভিশন লিগের এই ফুটবল ক্লাব।তাই গ্রীষ্মকালীন ট্রান্সফার উইন্ডো খোলার পর থেকেই যথেষ্ট সক্রিয়তা দেখাতে শুরু করেছিল গোকুলাম। বিদেশি ফুটবলারদের পাশাপাশি একাধিক ভারতীয় প্রতিভার দিকেও

নজর ছিল ক্লাবের। ইতিমধ্যেই দলের সঙ্গে যুক্ত করেছে সেই অধিকাংশ খেলোয়াড়কে। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হলেন বছর পঁচিশের এক মনিপুরী ফরোয়ার্ড। তিনি সেইমিনমাং মানচং। ফুটবল মহলে মাংকু নামেই অধিক পরিচিত তিনি। উল্লেখ্য এবারের প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগ তথা সিএফএলে খিদিরপুর দলের হয়েও খেলতে দেখা গিয়েছিল এই পাহাড়ি ফুটবলারকে। একক দক্ষতায় যথেষ্ট নজর কেড়েছিলেন মাংকু।

এবার তাঁকেই দলে টেনে নিল গোকুলাম কেরালা এফসি। একটা সময় দিল্লীর যুবদল থেকে উঠে এসেছিলেন এই ফুটবলার। পরবর্তীতে ট্রাউ এফসি থেকে শুরু করে সুদেবা দিল্লীর পাশাপাশি কলকাতার ময়দানের তৃতীয় প্রধান তথা শক্তিশালী মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে ও খেলতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। এমনকি গত সিজনে ও শক্তিশালী রাজস্থানের জার্সিতে মাঠে নামতে দেখা গিয়েছিল মণিপুরের ফুটবলারকে। আসন্ন আইলিগে এবার তাঁর উপরেই ভরসা রাখছে সকলে।

ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়ার নেপথ্যে ছিলেন ধোনি? ১৬ বছর পর মুখ খুললেন ইরফান

১৬ আগস্ট ঃ ২০০৯ সালে টিম ইন্ডিয়ার ওয়ানডে দল থেকে বাদ পড়েছিলেন ইরফান পাঠান। তাঁর বাদ পড়ার নেপথ্যে ছিলেন এমএস ধোনি? ঘটনার ১৬ বছর এমনই অভিযোগ করেছেন প্রাক্তন এই ক্রিকেটার। ২০০৮ সালে টেস্ট দল থেকে বাদ পড়ার ঠিক এক বছরের মধ্যে ওয়ানডে দল থেকেও বাদ পড়েছিলেন পাঠান। এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইরফান বলেন, ২০০৯ সালের কথা। আমরা সেই সময় নিউজিল্যান্ড সফরে ছিলাম। তখনই ঘটনাটি ঘটে। কোচ গ্যারি কার্স্টেনের কাছে এই খবর জানতে পারি। এর আগে আমার দাদা (ইউসুফ পাঠান) আর আমি শ্রীলঙ্কায় ম্যাচ জিতিয়েছিলাম। যে পরিস্থিতিতে আমরা জিতেছিলাম, তা অত্যন্ত কঠিন ছিল। আমি নিশ্চিত, আমার জায়গায় অন্য কেউ থাকলে এক বছরের মধ্যে তাকে বাদ দেওয়া হত না। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সেই ম্যাচে মাত্র ২৭-২৮ বলে ৬০ রান দরকার ছিল। সেখান থেকে জিতি আমরা। তিনি আরও বলেন, নিউজিল্যান্ডে প্রথম তিন ম্যাচে দলের বাইরে রাখা হয়েছিল। বৃষ্টির কারণে চতুর্থ ম্যাচের কোনও ফলাফল হয়নি। শেষ ম্যাচেও ছিলাম না। এরপর গ্যারি স্যরকে জিজ্ঞেস করি, ' কেন বাদ দেওয়া হয়েছে? যদি আমার কিছু উন্নতির প্রয়োজন হয়, তাহলে বলতে পারেন।' উত্তরে তিনি দু'টি কারণ উল্লেখ করেছিলেন।ভারতীয় কোচ বলেছিলেন, এমন কিছু আছে, যা তাঁর হাতে নেই। তখন পাঠান জানতে চেয়েছিলেন, তাহলে কার হাতে দায়িত্ব? যদিও তিনি আমাকে কিছু বলেননি। আমি ইতিমধ্যেই জানতাম, এর নেপথ্যে কার হাত। প্রথম একাদশ নির্বাচন করে অধিনায়ক। ধোনিই ছিলেন সেই সময়ের অধিনায়ক। ওর সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল নাকি ভুল, সেটা বলব না। কারণ প্রত্যেক অধিনায়কের নিজস্ব পদ্ধতিতে দল পরিচালনা

করার অধিকার রয়েছে।প্রাক্তন ক্রিকেটার জানিয়েছেন, যে দ্বিতীয় কারণের ব্যাখ্যা কার্স্টেন দিয়েছিলেন তা হল, সেই সময় টিম ইন্ডিয়া ৭ নম্বরে একজন ব্যাটিং অলরাউন্ডার খুঁজছিল। সেই ভূমিকাটি নিয়েছিলেন ইউসুফ পাঠান। উল্লেখ্য, বাদ পড়ার তিন বছর পর ২০১২ সালে ওয়ানডে দলে প্রত্যাবর্তন ঘটে তাঁর। যদিও মাত্র ১২টা ওয়ানডে খেলার সুযোগ পান। ভুবনেশ্বর কুমার এবং ইশান্ত শর্মার জায়গা পাকা হওয়ার পর চিরতরে ভারতীয় দলের বাইরে চলে যান ইরফান।

জাতীয় দলের শিবিরে সুনীলকে ডাকলেন না খালিদ জামিল, তারুণ্যেই ভরসা নতুন কোচের!

১৬ আগস্টঃ দেশের স্বার্থে অবসর ভেঙে ফিরেছিলেন। এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে গোল করে বুঝিয়ে ছিলেন তাঁকে দলের এখনও কতখানি প্রয়োজন। অথচ সেই সুনীল ছেত্রীকেই জাতীয় শিবিরে ডাকলেন না ভারতীয় দলের নতুন কোচ খালিদ জামিল।শুক্রবার আসন্ন কাফা নেশনস কাপের প্রস্তুতি শিবিরের জন্য ৩৫ জন ফুটবলারের নাম ঘোষণা করেছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। সেখানে নেই প্রাক্তন অধিনায়ক সুনীল ছেত্রীর নাম। কয়েক মাস আগে ঘটা করে অবসর ভাঙিয়ে তাঁকে যখন ফিরিয়ে আনা হয়েছিল, তখন যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন তৎকালীন কোচ। কিন্তু নতুন কোচের আমলে রাখাই হল না সুনীলকে। এদিন বেঙ্গালুরুতে যোগ দেন ২২ জন ফুটবলার। তবে ডুরান্ড চলার জন্য ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, জামশেদপুর এফসির মোট ১৩ জন ফুটবলার এদিন যোগ দেননি শিবিরে। ফেডারেশনের তরফে এই ক্লাবগুলোর কাছে অনুরোধ করা হয়েছে জাতীয় স্বার্থে তাদের ফুটবলারদের ছেড়ে দিতে।ইস্টবেঙ্গলের থেকে ডাক পেয়েছেন আনোয়ার আলি, জিকসন সিং, নাওরেম মহেশ। মোহনবাগানের থেকে ডাক পেয়েছেন অনিরুদ্ধ থাপা, দীপক টাংরি, লালেনমাওয়াইয়া রালতে, লিস্টন কোলাসো, মনবীর সিং, সাহাল আব্দুল সামাদ ও বিশাল কাইথ। স্বাভাবিকভাই বোঝা যাচ্ছে, খালিদ আর পিছনের দিকে তাকাতে চাইছেন না।

এশিয়া কাপের দলে নিশ্চিত নন, নির্বাচকদের কঠোর সিদ্ধান্তের মুখে রিঙ্কু!

১৬ আগস্টঃ মঙ্গলবার ঘোষিত হতে পারে এশিয়া কাপের জন্য ভারতীয় দল। সূত্রের খবর, অজিত আগরকরের নেতৃত্বে নির্বাচক প্যানেল দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে। অনেকেই বলছেন, রিঙ্কু সিংয়ের স্কোযাড় থেকে বাদ পড়ার সম্ভাবনার কথা। তাঁকে দলে নেওয়া হবে কি না, তা নিয়ে নাকি দ্বিধায় রয়েছেন নির্বাচকমণ্ডলীর অনেকেই।বেশ কয়েক বছর আগে যশ দয়ালের ওভারে টানা পাঁচটি ছক্কা মেরে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে জিতিয়ে প্রচারের আলোয় চলে এসেছিলেন রিঙ্কু। তাঁকে ভারতীয় দলে একজন ফিনিশার হিসেবেই দেখা হত। তবে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জন্য ভারতীয় দলে জায়গা না পাওয়ার পর থেকে রিঙ্কুর কেরিযারের গ্রাফ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য, আলিগড়ের এই ক্রিকেটারকে স্ট্যান্ডবাই হিসেবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।২০২৪ সালের আইপিএলে মাত্র ১১৩ বল খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন রিঙ্কু। এমনকী গত আইপিএলেও পরিস্থিতির খুব একটা বদল হয়নি। খেলেছিলেন মাত্র ১৩৪ বল। মজার বিষয় হল, ২০২৪ সালে গম্ভীরই ছিলেন কেকেআরের

মেন্টর। সেই গম্ভীর এখন টিম ইন্ডিয়ার হেডকোচ। সেই কারণে রিঙ্কুতে কতটা আস্থা রাখবেন তিনি, তা নিয়ে সন্দেহ। সেই কারণেই এই মুহূর্তে আগ বাড়িয়ে বলা যাবে না যে, আসন্ন এশিয়া কাপ কিংবা আগামী বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে রিঙ্কু অটোমেটিক চয়েজ।এদিকে মনে করা হচ্ছে, অভিষেক শর্মা, সঞ্জু স্যামসন (ব্যাটার-কিপার), তিলক বর্মা, অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব এবং হার্দিক পান্ডিয়া প্রথম পাঁচে জায়গা পাবেন। অন্যদিকে, শুভমান গিল, যশস্বী জয়সওয়ালরাও ফের টি-টোয়েন্টি দলে ফিরে আসতে পারেন। সেক্ষেত্রে ক্ষেত্রে প্রথম একাদশে রিঙ্কুর জায়গা বেশ টলমলই মনে হচ্ছে। তাছাড়াও দলে থাকবেন শ্রেয়স আইয়ারের মতো ক্রিকেটার। এই পরিস্থিতিতে এক প্রাক্তন জাতীয় নির্বাচক বলেন, আমি অন্তত রিঙ্কুর জায়গা পাকাপোক্ত দেখছি না। অনেকের ধারণা, রিঙ্কুর থেকে শিবম দুবে অনেক ভালো বিকল্প। প্রয়োজনে বল করার মতো দক্ষতাও রয়েছে তাঁর। সেই কারণে এই মুহূর্তে প্রশ্ন হল, রিঙ্কুকে কি বাদ দিয়েই ভারতীয় দল ঘোষণা করা হবে? উত্তর জানতে আরও অপেক্ষা করতে হবে।

রোনাল্ডোরা খেলবেন ভারতে, প্রতিপক্ষ কোন দল

১৬ আগস্ট ঃ ভারতের ফুটবলপ্রেমীদের জন্য নড়েচড়ে বসার মতো খবরই বটে। এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস লিগ টু-এর গ্রুপ পর্বের ম্যাচ খেলতে প্রথমবারের মতো ভারত সফরে আসতে পারেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। ইন্ডিয়ান সুপার লিগের (আইএসএল) দল এফসি গোয়া ও রোনালদোর দল আল নাসর মুখোমুখি হবে এ ম্যাচে। ভারতের সংবাদমাধ্যম ইতিমধ্যেই ম্যাচটিকে বলছে 'শুক্রবার ড্রয়ে সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসর এশিয়ার দ্বিতীয় স্তরের এ প্রতিযোগিতার ' গ্রুপে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে পেয়েছে এফসি গোয়া, তাজিকিস্তানের ইস্তিকলোল আর ইরাকের আল-জাওরা। প্রতিটি গ্রুপে শীর্ষ দুই দল যাবে দ্বিতীয় রাউন্ডে। গ্রুপ পর্বে আগামী ২২ অক্টোবর গোয়ার জহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে ভারতীয় ক্লাবটির মুখোমুখি হবে আল নাসর। সব ঠিক থাকলে এই ম্যাচটি খেলতেই ভারতে যেতে পারেন ' সেভেন।' এরপর ৫ নভেম্বর রিয়াদে ফিরতি লেগে আল নাসরের মুখোমুখি হবে গোয়া।

রোনাল্ডোর ক্লাবের সঙ্গে এই ম্যাচ নিয়ে বেশ রোমাঞ্চিত এফসি গোয়ার সমর্থকেরা। ক্লাবটির প্রধান নির্বাহী রবি পুস্কুর সংবাদ সংস্থা এপিকে বলেছেন, ' গোয়া মতো ক্লাবের জন্য এমন মুহূর্ত জীবনে একবারই আসে। আল নাসর আর ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোকে আতিথ্য দেওয়াই সম্ভবত ভারতীয় ক্লাব ফুটবলের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ম্যাচ।'৪০ বছর বয়সী রোনাল্ডো ২০২২ সালে আল নাসরে যোগ দেওয়ার পর এখনো কোনো বড় শিরোপা জিততে পারেননি। ফলে সেপ্টেম্বর শুরু হতে যাওয়া এ প্রতিযোগিতা জেতার জন্য পূর্ণশক্তির দল নিয়েই মাঠে নামবে তারা। সৌদি প্রো লিগের গত মৌসুমে তৃতীয় হওয়া ক্লাবটিতে রোনালদো ছাড়াও আছেন আরও অনেক নামী তারকা। লিভারপুলের সাবেক তারকা সাদিও মানে যেমন আছেন, তেমনি আছেন পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড জোয়াও ফেলিক্সও। রোনাল্ডোর পাশাপাশি এই তারকাদের খেলাও সামনে থেকে দেখার জন্য মুখিয়ে আছেন ভারতের ফুটবলপ্রেমীরা। আল নাসরের ভারতের খেলতে আসাকে ' উল্লেখ করে পুস্কুর আরও বলেছেন, ' ফুটবলের জন্য এটি সত্যিই ঐতিহাসিক। আমরা যোগ্যতার ভিত্তিতেই এখানে এসেছি। আর এমন ম্যাচ আমাদের সুযোগ দেবে দেখানোর যে আমরা মহাদেশীয় মঞ্চে প্রতিদ্বিঃদ্বিতা করতে পারি, ফুটবলের বড় গল্পগুলোর অংশ হতে পারি।' পুস্কুরের আশা, পুরো দেশেই এই ম্যাচ নিয়ে উচ্ছ্বাস তৈরি হবে, যা স্থানীয় ফুটবলকে দেবে প্রয়োজনীয় প্রেরণা। তিনি যোগ করেন, ' এক অনন্য সুযোগ। এর মাধ্যমে ভারতীয় ফুটবলের দিকে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাবে। সবচেয়ে বড় কথা, দেশজুড়ে ভক্তদের মধ্যে ফুটবল নিয়ে আগ্রহ আরও বাড়বে, আর দীর্ঘদিন ধরে এই খেলা যে আলোচনার কেন্দ্রে আসতে চাইছিল, সেটিই ঘটবে।'

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com